পরিমল

উপন্যাস

শ্রীপাঁচকড়ি দে-প্রণীত।

BASHAK PRESS, CALCUTTA.

1899

মূল্য ১৷৹ মাত্র।

চতুর্থ সংস্করণ।

Published by author
Printed at the Basak press.
By
Dina Nath Manna.
127, Musjeed Bari Street, Calcutta.

যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া

আমার লিখিত অকিঞ্চিৎকর

একখানি পুস্তকের দুই চারি পৃষ্ঠাও দেখিয়া

আমার সকল শ্রম সফল করেন,

তাঁহাদিগের সুপবিত্র করকমলে

প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়ে

আজ আবার আমার

"পরিমল"

অর্পণ করিলাম।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

এই একমাত্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া "পরিমল" ও "নিরমল" দুই নামে দুই খানি পুস্তক বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে "নিরমল" নামক পুস্তকখানি ইহার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইল। এই বর্ত্তমান চতুর্থ সংস্করণের পরিমল পাঠকের আর স্বতন্ত্র "নিরমল" পুস্তক পাঠের কোন আবশ্যক রহিল না।

গ্রন্থকার।

পরিমল

"পরিমল" "মনোরমা" "মায়াবিনী" প্রভৃতি ডিটেক্‌টীভ্‌

উপন্যাসের চিত্রাবলী।
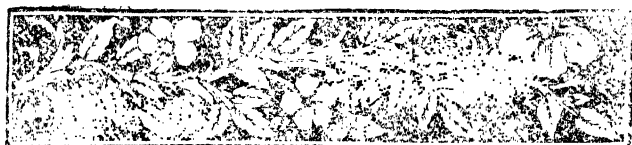
পরিমল।

প্রথম খণ্ড।

খুন না ইন্দ্রজাল!

Heard you that?
What prodigy of horror is disclosings.

Lillo "FaTaL CURIOSITY.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষম বিভ্রাট।

"কি হবে গো, সর্ব্বনাশ হ'ল।" বলিয়া [illegible] [illegible]শ্যামাঙ্গী সুবেশা বালিকা তড়িদ্বেগে বৈঠকখানা-গৃহে [illegible] [illegible]করিল। বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর হইবে। যৌবনের সক[illegible] সুষমাই তাহার সুকুমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকাশোন্মুখ।

যে কক্ষে বালিকা প্রবেশ করিল—সেটী একতল সদর বৈঠকখানা, অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও বৃহৎ। দেয়ালে দেয়ালগিরি ও

নানাবিধ চিত্র। সেই সকল চিত্রাবলীর মধ্যে একখানি বৃহদায়তন তৈলচিত্র (অয়েল পেইণ্টীং)। তাহাতে একটী ভুবনমোহিনী বালিকার মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ দেশী ও বিদেশীয় বিলাস সামগ্রীর কোন অভাব নাই।

কক্ষতলে একটী গালিচা বিস্তৃত, তাহার উপর বসিয়া দুই ব্যক্তি কি কথোপকথন করিতেছিলেন। তদুভয়ের মধ্যে একজন এই বাটীর কর্ত্তা মহাশয়; বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর হইবে—নাম রামকুমার চৌধুরী। অপর ব্যক্তি যুবক,—বয়স চব্বিশ বৎসর—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; মুখকান্তি অতিসুন্দর—প্রফুল্ল—প্রীতিব্যঞ্জক। নাম দেবিদাস মুখোপাধ্যায়। *

অদ্য রামকুমারবাবুর একমাত্র কন্যা বিমলার বিবাহ,—পাত্র যুবক দেবিদাস। রামকুমারবাবু যাহাতে এ বিবাহ সম্পূর্ণরূপে গোপনে সম্পাদিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার কারণ ঘটনা-প্রসঙ্গে আমরা পরে প্রকাশ করিব।

রামকুমারবাবু ভাগিনেয়ীকে সেরূপ ব্যাকুলভাবে প্রবেশ [illegible]রিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কহিলেন;—"কি হয়েছে

[illegible] নাম—পরিমল। পরিমল হাঁপাইতে হাঁপাইতে [illegible]ধিকতর বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ!

[illegible] নাই কি! কোথা গেছে?

পরিমল এবার কাঁদিয়া ফেলিল—"ওগো, কি হবে গো, আমি এই তার ঘর থেকে আস্‌ছি—আমাদের বিমলা নাই!"

---

* পুস্তকোল্লিখিত চরিত্রবৃন্দের ও সংযোগস্থলের নাম কল্পিত মাত্র। প্রণেতা

রামকুমারবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "নাইত—গেল কোথা তবে? খুঁজে দেখ গিয়ে—বোধ—"

পরিমল বাধা দিয়া বলিল, "আর কোথা খুঁজে দেখ্‌বো—দেখে আর হবে—কি!"

রামকুমারবাবু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "হতভাগা মেয়ে! বিমলা বোধ হয় বাগানে গেছে। এস, দেবিচরণ (দেবিদাসকে দেবিচরণ বলিয়া ডাকিতেন) আমরা খুঁজে দেখি—এ হতভাগা মেয়ে এমন তিলকে তাল করিতে পারে।" বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিমল তাঁহার হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—সেই ক্রন্দনে রামকুমারবাবু এককালে স্তম্ভিত এবং ভীত হইলেন।

দে। পরিমল! কি হয়েছে বেশ করে খুলে বল দেখি।

রা। কান্না কেন—হয়েছে কি?

প। কি বল্‌বো গো—আমার হাত পা যে কাঁপছে, আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না—ভয়ে আমার যে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে—(উদ্দেশে) হা মা কালি! তোমার মনে এই ছিল! কি হ[illegible] গো! আমাদের বিমলা কোথা গেল গো—কেন [illegible] একা ফেলে রেখে—আমার ঘরে মর্‌তে গেছ্‌লেম্!

রামকুমারবাবু সদ্বিবেচক এবং দৃঢ়চিত্ত; [illegible] হয়ত বিমলা কোন কারণ বশতঃ কোথায় গি[illegible]রিল। [illegible] না দেখিতে পাইয়াই পরিমল এতাধিক অধীর হইয়ে[illegible] তাহার লেন, "দেবিচরণ একটু অপেক্ষা কর; আমি একবার অনুসন্ধান করে এখনি আস্‌ছি—বোধ হয় বাগানে গেছে—না হয় নিশ্চয় ত্রিতলের ছাদে বসে আছে।"

প। (উচ্চৈঃস্বরে—কাঁদিয়া) "না—সে নাই—নাই। আমি বেশ জানি! তার ঘরময় রক্ত—বিছানাময় রক্ত; তাকে কে কেটে ফেলেছে—খুন করে গেছে—খুন—"

"খুন—কি—বল্লি খুন! বিমলা নাই?" বলিতে বলিতে রামকুমারবাবু পতনোন্মুখ হইলেন। দেবিদাস ধরিয়া ফেলিলেন।

রা। দেবিচরণ! তুমি থাক—আমি এখনি ফিরে আস্‌বো, দেখি, বিধাতা আমার অদৃষ্ট-আকাশে কি কালমেঘ তুলেছেন।

দেবিদাসের হস্ত হইতে নিজ হস্ত ছিনাইয়া লইলেন।

পরিমল তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিল, "না—না! কি ভয়ানক! মামাবাবু তোমার পায়ে পড়ি; যেও না, যেও না, সে ঘরে যেও না; পাড়ার যে যেখানে আছে, ডেকে আন, পাহারাওয়ালা ডাক! সে দেখ্‌লে তুমি বাঁচ্‌বে না; আমি বেশ জানি, তুমি কখন তা দেখে বাঁচ্‌তে পার্‌বে না; ঘর রক্তগঙ্গা হয়েছে, বিয়ের কাপড় চোপড় জামা সব রক্তে মাখা হয়ে গেছে; বিমলা নাই! হা মা কালি! তুমি আমাদের একি কর্‌লে! কেন আমাদের এ সর্ব্বনাশ হ'ল!" বলিতে বলিতে তাহার দেহ কাতরকম্পিত দেহলতা অবসন্ন হইয়া আসিল অভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইল।

তখনই রামকুমারবাবুর আদেশে দুইজন পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে স্থানান্তর করিল।

রামকুমারবাবু বলিলেন, "তবে দেবিদাস, তুমি এইখানে থাক—যদি বিমল বাঁচত, তোমার হ'ত; মরেছে সে—এখন সে কেবল আমার,—আমার! তোমার কি, তুমি কেন সাধ করে আপনাকে ব্যথিত কর্‌বে? তুমি এইখানে থাক, আমি এখনি আস্‌ছি।"

দেবীদাসকে গৃহমধ্যে রাখিয়া বাহির হইতে কবাট রুদ্ধ করিলেন। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। বিমলার শয়নগৃহে যাইবার সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিবার কালে বারেক নিপতিত হইলেন; ভ্রুক্ষেপ নাই, সাধ্যমত ছুটিলেন।

প্রায় গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর সে গতির দ্রুততা নাই, আশঙ্কায় পদদ্বয় অবসন্ন! শোকার্ত্ত জনক ভগ্নহৃদয়ে নিজ দুহিতার মৃত্যুকক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার উন্মুক্ত ছিল; গৃহটী উত্তর মুখ। পশ্চিম দিকস্থ একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, পার্শ্বে একটী বৃহৎ আম্রতরু সেই গবাক্ষ-সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, দুই একটী শাখা তন্মধ্য দিয়া কক্ষমধ্যে উঁকি মারিতেছে। সেই গবাক্ষ-মধ্য দিয়া শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমীর অর্দ্ধশশীর কিরণচূর্ণ সেই গৃহতলে পড়িয়া রক্ত-তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। দ্বারদেশে একস্থানে খানিকটা রক্ত জমিয়া রহিয়াছে।

দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া শোকাকুল রামকুমার মুহূর্ত্তের পর তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষতল শোণিত তরঙ্গে ভাসিতেছে। ভয়ে, শোকে চক্ষু মুদিয়া সেই রক্তসিক্ত গৃহতলে তলে বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক।

বঁড়িষা বেহালার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে, পরিমাণে প্রায় দশ বিঘা স্থান যুড়িয়া একটী অট্টালিকা উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। উক্ত পরিমাণের সমুদায় স্থান যে কেবল গৃহাবলীতে পূর্ণ তাহা নহে; অন্ততঃ দুই বিঘা জমীর অভ্যন্তরে ইমারতের সকল অংশ পরি-

পূর্ণ, বাকী চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত ফলোদ্যান, কিঞ্চিদ্দূর হইতে দেখিলে একখানি অভিনব সুচারু চিত্র বলিয়া ধারণা জন্মিয়া থাকে।

পাঠক মহাশয়, আমরা এই বাটীর দুর্ঘটনা পূর্ব্বোক্ত অধ্যায় হইতে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহার একমাত্র অধিপতি জমীদার রামকুমারবাবু।

যদিও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিনি দৃঢ়চিত্ত ও সদ্বিবেচক; কিন্তু এক্ষণে সে বিবেচনা ও দৃঢ়তা যুগপৎ লোপ পাইল। তিনি চিৎকার করিয়া ক্ষুদ্রমতি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, "বিমলা! মা আমার,—আমার কি সর্ব্বনাশ করিলি, তুই যে আমার একমাত্র বুকভরা আনন্দটীর মত ছিলি; তোর সেই সুন্দর মুখখানিতে যে আমার সকল সুখ নিহিত ছিল; তোর সেই বিশালনয়ন দুটীতে আমার প্রাণের হাসিকে যে ফুটে উঠ্‌তে দেখ্‌তেম্। তুই যে আজ দ্বাদশ বৎসর মাতৃহীনা, আমি যে তোকে আপনি বুকে করে রেখে পালন করেছিলেম্, তার ফল কি এই! আমার এই প্রাণভরা স্নেহের কি প্রতিদান এই! হতভাগিনি! তুই যে আমার একমাত্র আলো হয়েছিলি; তুই ভিন্ন আর আমার কে আছে! তোরেই বা দোষ দিই কেন, দোষ আমার অদৃষ্টের। তুই গেছিস, সেই সঙ্গে আমার সব গেছে; সুখ নাই, শান্তি নাই, আশা নাই—তৃপ্তি নাই; আছে শুধু এই যন্ত্রণাদীর্ণ হৃদি, শোকসন্তপ্ত প্রাণ, তাও থাক্‌বে না—আমার মরণই ভাল।"

মুহূর্ত্তের ক্ষণিক অস্তিত্ব মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একদিকে বহিয়া গেল—কিন্তু শোকান্ধ-আঁখি পিতার সেই দুঃখ—সেই ক্লেশ

—সেই শোক—সেই হা হুতাশ তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া ক্ষুধার্ত্ত লোলজিহ্বা কুক্কুরের ন্যায় বসিয়া রহিল।

রামকুমারবাবু উঠিলেন—আর একবার দেখিলেন;—আর কিছু নাই, শুধু কক্ষতল রক্তপ্লাবিত—শুধু শয়নশয্যা রক্তকলঙ্কিত, একখানি বৃহচ্ছুরিকা শোণিত লিপ্ত হইয়া সেই রক্তাক্ত শয্যায় পড়িয়া। তিনি কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না; যেমন ছিল তেমনি রহিল। তিনি কবাট চাবিবন্ধ করিলেন।

তিনি পুনর্ব্বার বৈঠকখানা গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন; দ্বার মুক্ত করিয়াই বলিলেন, "দেবিচরণ! তুমি আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না; কর্‌লেও নিশ্চয় জানিও কোন উত্তর পাইবে না, আমার এখন যা কর্ত্তব্য, আমি এখন তাই কর্‌বো! এখন চাই আমি তীব্র প্রতিহিংসা, এ যন্ত্রণানল নির্ব্বাণের শীতল বারি; আমার বিমল অপঘাতে মরেছে; তার জন্য যত স্নেহ—যত মমতা আমার হৃদয়ে ছিল, এখন তা সব হিংসার ছদ্মবেশে সেজে, জেগে উঠেছে জান্‌বে।"

দেবিদাস তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন ও কহিলেন, "আমি যে কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না, আমাকে সকল কথা অনুগ্রহ পূর্ব্বক খুলে বলুন দেখি।"

রামকুমার বাবু পূর্ণোদ্বেগে কহিলেন, "না, দেবিচরণ, সকল কথা কি, আমি সে সকলের একটী শব্দমাত্রও তোমাকে শুনাব না। আর শোন, তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও, তুমি আর এ বাটীতে আসবার উপযুক্ত নও।" নাটকীয় অভিনেতার ন্যায় দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার পর বলিতে

লাগিলেন ;—"শোন, দেবি! এখন আমি চাই তাকে, তার বক্ষের রক্ত পান কর্‌তে, যে পাষণ্ড আমার বিমলার বুকে নির্দ্দয় ছুরি বসাইয়াছে। আমি সহজে ছাড়বো না, দেখে নেব; এখনিই যাও তুমি! আমার মনের ঠিক নাই—তোমাকে আমি অপমান করে ফেলতে পারি।"

উচ্চমনা গর্ব্বিত যুবক রামকুমারবাবুর মনের গতি এবং রূঢ়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তন্মুহূর্ত্তে স্থানত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা সম্পূর্ণরূপে মুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কেন যে রামকুমারবাবু তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন, পাঠক মহাশয় আমাদিগের বক্ষ্যমান ঘটনাপ্রসঙ্গে অবগত হইতে পারিবেন।

রামকুমারবাবু সেই রাত্রে ডিটেক্‌টীভ্ অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে টেলিগ্রাফ্ করিলেন; নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটী লিখিলেন মাত্র ;—

"Send me the best detective you have in your employ at once! Immense rewards will attend his success! *

তাহার পর তিনি আপনার ভৃত্যবর্গকে তাঁহার কন্যার শবদেহ অনুসন্ধানের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রেরণ করিলেন; শেষ রাত্রিতে সকলে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিল।

* অবগত মাত্রে আমার নিকট আপনার অধীনস্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাকে প্রেরণ করিবেন, কৃতকার্য্য হইলে তিনি বিশেষ রূপ পুরস্কৃত হইবেন।

প্রাতঃকালে দেবিচরণ সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন—রামকুমার বাবু তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, সে যেন আর কখন তাঁহার বাটীতে পদার্পণ না করে। পরিমল দিবসের মধ্যে দুই তিন-বার মাতুল রামকুমার বাবুর নিকট আসিল; রামকুমার বাবু তাঁহার সহিত কথা কহিলেন না; তা একবার দুই একটী কথা পরিমল জিজ্ঞাসিল—তাহাতে সে এমনই তিরস্কৃত হইল যে আর কথা কহিতে সাহস করিল না,—ক্ষুণ্নমনে প্রস্থান করিল।

ক্রমে রাত্রি আসিল, রামকুমারবাবুর মনের স্থিরতা নাই, গৃহের চতুর্দ্দিকে কেবল বেড়াইতেছেন; কৈ কোন গোয়েন্দাও ত দেখা দিল না, ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিল, আপনার শয়ন-গৃহে গিয়া একখানি কেদারা টানিয়া উপবেশন করিলেন, হস্তে একটী পিস্তল লইলেন।

রামকমারবাবু উদ্যানপার্শ্বস্থ একটী গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া দিলেন; দেখিলেন আকাশ মেঘপূর্ণ, সেই রন্ধ্রলুপ্ত মেঘমাঝে তারা নীলিমা, নিহারিকা, শশী মগ্ন হইয়াছে; গভীর অন্ধকার সকল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; ক্রমে ভীষণ রবে ঝটিকা প্রধাবিত হইতে লাগিল; বৃষ্টি নামিল, বিদ্যুতের আলো যদিও মধ্যে মধ্যে আঁধার রাশির নিমিষ-অস্তিত্ব মাত্র লোপ করিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ ঘনীভূত হইতেছে। বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিপ্লব, ইহা অপেক্ষা আজ শতগুণে ভীষণতম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সঞ্জীবচন্দ্র।

ক্রমে রাত বারটা বাজিল, এমন সময় এক নূতন ঘটনা ঘটিল। রামকুমারবাবু চমকিত হইলেন। নিজের পিস্তল করে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কে তুমি? উত্তর দাও নতুবা মৃত্যু নিশ্চয়।"

কথা শেষ হইতে না হইতে এক ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, রামকুমার বাবু হতভম্ব হইয়া পড়িলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক দীর্ঘাকৃতি, মাংসপেশীতে বক্ষ প্রশস্ত, পৃষ্ঠ,—দীর্ঘহস্ত—স্ফীত; দেখিলেই শক্তিমন্ত বলিয়া বোধ হয়। বর্ণ হিমগৌর, দৃষ্টি অতি তীক্ষ, মুখশ্রী অতিসুন্দর, দেহ বলময়, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে।

রামকুমারবাবু পুনরপি কহিলেন, "কে তুমি উত্তর দাও, নতুবা মৃত্যু নিশ্চয়।"

আগন্তুক কহিলেন, "মহাশয়, আপনি যাকে চান, আমি সেই লোক।"

"কিরূপে তুমি এখানে আসিলে?"

"সম্মুখদ্বার মুক্ত ছিল।"

"মিথ্যা কথা, তুমি তস্কর।"

"বেশ ত, তাতেই বা ক্ষতি কি, আপনি ত জাগ্রত আছেন। শুধু জাগ্রত নয়, সশস্ত্রও আছেন।"

"কি অভিপ্রায়ে এসেছ? দূর হও।"

"তস্কর কোন্ অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে?"

"এখন তামাসার সময় নয়, শীঘ্র বল, নতুবা আমি তোমাকে গুলি কর্‌তে সঙ্কুচিত হব না।"

"মহাশয়ের গুলি কর্‌বার পূর্ব্বে যদি মহাশয় আহত হন?"

"দুরাত্মা, দস্যু তুমি!"

"হাঁ আমি ডাকাত, আমাদের সর্দ্দার আপনার গৃহে ডাকাতি করবার অভিপ্রায়ে এই পত্র দিয়েছেন।"

"দেখি, কই দাও।"

বলিষ্ঠ যুবক একখানি পত্র বাহির করিলেন। রামকুমার-বাবু দক্ষিণ হস্তে নিজ পিস্তল আগন্তুকের বক্ষলক্ষ্যে ঠিক রাখিয়া বাম হস্তে পত্র গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, "কে পাঠাইয়াছে?"

"এই মাত্র ত বল্লেম; পড়ে দেখুন।"

রামকুমারবাবু জানিতেন যে, গুপ্ত দস্যুগণ সহজে বা সহসা নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধ করিতে না পারিলে, তাহারা তাহাদিগের অভিপ্রেত লক্ষ্য ব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করিবার কৌশল অবলম্বন করে, তদ্ধেতু তিনি নিজ পিস্তল পূর্ব্বমত প্রস্তুত রাখিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন।

পত্র পাঠ সঙ্গেই তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, এককালে তিনি আগন্তুকের হস্তদ্বয় ধারণ করিলেন।

প্রেরিত পত্রে লিখিত ছিল;

"মহাশয়!

আপনার টেলিগ্রামের উত্তরে এই লোক প্রেরণ করিলাম। এই ব্যক্তি দ্বারা আপনার আশাতীত উপকার হইতে পারে। আপনি সমস্ত পৃথিবী

অনুসন্ধান করিলে এরূপ সুনিপুণ গোয়েন্দা আর পাইতে পারেন কি না তাহা সন্দেহ। এই ব্যক্তিকে আমার দক্ষিণ হস্ত বলিয়া জানিবেন; কোন গুরুতর কার্য্যে পড়িলে আমি ইহাঁকেই প্রেরণ করি এবং ইনি এ পর্য্যন্ত কখন যে বিষয়ে হউক, বিফলকাম হন্ নাই, আপনি সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন এবং ইহাঁর অভিমতে সকল কার্য্য করিবেন।"

রামকুমারবাবু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া, আগন্তুকের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "মহাশয়ের নাম? নিবাস?"

"সঞ্জীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিবাস বৰ্দ্ধমান।"

"আমার বিষয় কিছু অবগত আছেন কি?"

"না। আমাকে যদি নিযুক্ত কয়েন, তবে একবার দেখ্তে পারি।"

"বেশ! এখন আপনি কি কর্তে চান?"

"আমি এখন আপনার মুখ হতে সব কথা শুন্তে চাই। বলুন দেখি ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপার ভয়ানক; চুরি নয়, জাল নয়—খুন! আমার কন্যাকে খুন করেছে, লাশ অবধি সরিয়েছে।"

"কখন?"

"গত শনিবার রাত্রে নয়টার পর।" এই সঙ্গে রামকুমার বাবু বিবাহের ও দেবিদাসের কথা উক্ত করিলেন।

স। দেবিদাসের বাড়ী কোথায়, তার কে কে আছে?

রা। কেহই নাই, নিতান্ত শিশু অবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হয়, আমার শ্বশুর মহাশয় কর্তৃক প্রতিপালিত হয়। তিনি দেবিচরণকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন।

স। তাঁর নাম কি, নিবাস কোথায়?

রা। ৺ ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়। ভবানীপুর; তাঁরই বাটীতে দেবিচরণ থাকে।

স। তাঁর কত দিন মৃত্যু হয়েছে?

রা। বেশী দিন নয়—তিন মাস। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এক উইল করেন।

স। সে উইলের মর্ম্ম কি, আপনি জানেন?

রা। বেশ জানি, সে উইল আমার কাছে আছে; দিনের বেলা হ'লে দেখাতে পার্‌তেম। তিনি দেবিচরণকে বড় ভাল বাসিতেন. সে কথা পূর্ব্বেই আপনাকে আমি বলেছি, আমার কন্যাকেও তিনি তদপেক্ষা কম ভাল বাসিতেন না। তাঁর বার্দ্ধক্যের স্নেহ এই দুই জনেই অধিকতর লাভ করেছিল। তিনি দেবিচরণের সঙ্গে তাঁহার দৌহিত্রী—আমার কন্যা বিমলার বিবাহ দিতে বড় উৎসুক ছিলেন, তাই মৃত্যু পূর্ব্বে এই মর্ম্মে উইল করেন যে ওদের বিবাহ কার্য্য সমাধা হ'লে তাঁর অতুল সম্পত্তি দ্বিভাগ করে দুজনে অধিকার করবে; অর্দ্ধাংশ দেবিচরণ,—অর্দ্ধাংশ আমার কন্যা বিমলা। আর দু একটা মাসিক ব্যবস্থা আছে সে সামান্যই।

স। আর যদি এ বিবাহ না ঘটে, কিম্বা উভয়ের মধ্যে কেউ এ বিবাহে অস্বীকার করে?

রা। যে অস্বীকার করবে, সে সমস্ত বিষয়ের সিকি অংশ মাত্র পাবে।

স। আচ্ছা উভয়ের মধ্যে কাহারও যদি বিবাহের পূর্ব্বে মৃত্যু হয়।

রা। যে জীবিত থাকবে তার সমস্তই।

স। আচ্ছা উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্প্রীতি ছিল, জানেন?

রা। তা ছিল, কিন্তু গত রাত্রের ঘটনা হতে আমার সে অন্ধ বিশ্বাস একেবারে দূর হয়েছে।

স। না, দেবিচরণের উপর আমি কোন সন্দেহ কর্‌তে পারি না। আমার অনুমানে সে এ হত্যাকাণ্ডে আদৌ লিপ্ত নাই।

রা। সেই,—নিশ্চয়ই সেই, বিশেষ কারণ আছে।

স। কি বলুন ?

রা। আমার গৃহে আমার একটী ভাগিনেয়ী আছে।

স। তার বয়স কত ?

রা। প্রায় চতুর্দ্দশ হবে।

স। বিবাহ হয়েছে ?

রা। না। গত দুই বৎসর আমি জমীদারি কার্য্য-সম্বন্ধে এত ঝঞ্ঝাটে ছিলাম, যে সংসারের কিছু দেখ্‌তে পারি নাই। এখন একস্থানে বিবাহের কথা ঠিক করেছি।

স। যাক্, মেয়েটীর নাম কি ? তার পিতামাতা জীবিত আছেন ?

রা। নাম পরিমল ; অতি শিশুকালে পিতৃমাতৃহীনা হয় ; প্রায় আট বৎসর গত হল পরিমলের পিতা সপরিবারে গঙ্গাসাগর যাত্রা করেন, পথে দারুণ দুর্যোগে নৌকাডুবি হয়, তাতে পরিমলের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। একজন দাঁড়ী পরিমলকে উদ্ধার ক'রে। পরিমল আমার কাছে সেই অবধিই আছে।

স। ইহার মধ্যে বিশেষ কারণটা কি আছে, বলুন দেখি ?

রা। প্রায় তিন সপ্তাহ গত হইল, একদিন দেখলেম আমার কন্যা বিমলা একজন হিন্দুস্থানী ভিক্ষুককে নিজ করকোষ্ঠী

দেখাচ্ছে ; আমি পাশের গৃহে ছিলেম, তাদের সকল কথাই বেশ স্পষ্ট শুন্‌তে পেয়েছিলাম। হিন্দুস্থানীটা বল্লে যে, 'দেবিচরণ অন্য রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ ; তুমি (বিমলা) তার আশা ত্যাগ কর। তোমাদের বাড়ীতে শীঘ্রই একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিবে।'

স। (রামকুমারবাবুর মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) যাক্—ও কথা যাক্—দেবিচরণ যে অন্য রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ সে রমণীটা কে ?

রা। সে ওই পরিমল।

স। পরিমল কি—না, সে কি প্রকারে জান্‌লে ? যে এমন নাম ধরে গণে বলে দিতে পারে—তার ভিক্ষাবৃত্তি কেন ?

রা। সে কি প্রকারে জেনেছিল—তা সে ব'লে গেছে। সে একদিবস আমাদের উদ্যানে দেবিচরণকে পরিমলের সঙ্গে এক স্থানে বসে থাক্‌তে দেখেছিল—আর উভয়ের প্রণয়দৃঢ়তার প্রতিজ্ঞাও শুনেছিল। তার মাঝে দেবিচরণকে এ কথাও বল্‌তে শুনেছিল যে, যদি বিমলা কণ্টক ঘুঁচে, তবে আমরা অতুলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হব।

স। কোন দিন সে দেখেছিল—তা, কিছু বলেছে ?

রা। হাঁ—বলেছিল বটে—কিন্তু—সেটা ঠিক মেলে নাই—তখন দেবিচরণ আমারি সঙ্গে কোন কার্য্যবশতঃ মুর্শিদাবাদে গিয়েছিল। কিন্তু যাই হ'ক—আমি জোর করে বল্‌তে পারি—এটা ছাড়া আর সকলই অতি সত্য।

স। সকল কথাই মিথ্যা—এ কথা আমিও বেশ জোরের সহিত বল্‌তে পারি। মহাশয়! আপনি বড় অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন দেখছি ; আপনার অমূলক সন্দেহ দূর করুন। আর দেখুন—যে

ব্যক্তি আমাদিগকে কার্য্যভার অর্পণ করে, সে যদি আমাদিগের উপর আপনার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়—তার বিষয়ে আমরা কিছু করে উঠ্‌তে পারি না। যা বলি তা শুনুন; আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দিন। বিশেষতঃ আপনি নির্দ্দোষী দেবিচরণকে যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন—তারপর রহস্যোদ্ভেদ হ'লে আপনাকে সে জন্য অনুতাপ কর্‌তে হবে।

রা। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? আমার আরও প্রমাণ আছে, যাতে আপনিও আর আমার কথার প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌বেন না।

স। (হাস্য করিয়া) তবে আর কি মহাশয়—আপনিত এক প্রকার কার্য্য শেষ করেছেন—বোধ করি আমাকে আর আবশ্যক হবে না।

রা। না না—আপনাকে আবশ্যক আছে বই কি?

স। কোন্ কার্য্যে?

রা। দেবিচরণকে গ্রেপ্তার করা—তার এ গুপ্তকাণ্ডের রহস্যভেদ করা।

স। সে আমার ক্ষমতাতীত—আপনারও। আমি বেশ জানি সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

রা। কিসে জান্‌লেন?

স। সে কথা আপনাকে আমি বল্‌তে পারি না—যে টুকু আপনাকে জানাবার—সেই টুকুই জানালেম। আপনি বৃথা সন্দেহ কর্‌ছেন।

রা। আমার এ সন্দেহ নয়—নিশ্চয় জানিবেন। আমি এতদূর মূর্খ নই যে একজন নির্দ্দোষীকে সন্দেহের বশে দোষী

বল্‌ব। আপনি আমার সঙ্গে আসুন—যে ঘরে এ কাণ্ড হয়েছে—একবার সেই ঘরে চলুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

সঞ্জীববাবুকে সঙ্গে লইয়া রামকুমারবাবু উঠিলেন। আলোক হস্তে তিনি সঞ্জীববাবুর অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তখনও প্রকৃতির তুমুল-বিপ্লব চলিতেছিল—ঝটিকান্দোলিত পাদপশ্রেণী গভীর শব্দে মর্ম্মকাতরতা প্রকাশ করিতেছিল।

গৃহে প্রবেশমাত্র সঞ্জীববাবু কিয়ৎকালের জন্য স্তম্ভিত হইলেন, পরে বেশ ধীরতার সহিত সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভিত্তি-বিলিপ্ত রক্তের ঘ্রাণ লইলেন—কি ভাবিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

শয্যার উপর একখানি রক্তাক্ত ছুরিকা পড়িয়া ছিল, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন; সেই ছুরিকাখানি দেখাইয়া রামকুমারবাবুকে বলিলেন—"এ ছুরিখানা কি পূর্ব্বাবধি এইরূপ ভাবেই পড়িয়া আছে—না আপনি রেখেছেন?"

"না—ঠিক ওই স্থানে ছিল—এখনও আছে—কেহই উহা স্পর্শ করে নাই—আমিও না।"

তখন সঞ্জীববাবু নিবিষ্টচিত্তে ছুরিকা কিরূপ ভাবে পড়িয়া আছে দেখিয়া, নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাতে যে রক্ত মাখানো ছিল—তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রামকুমারবাবু দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—"কেমন মহাশয় ?"

স। আপনি কি এই ছুরিখানি চিনেন ?

রা। উত্তমরূপে চিনি ?

"কার ? দেবিচরণের ?"

"দেবিচরণের।"

"নিশ্চয় ?"

"নিশ্চয়।"

"বেশ কথা ; যদিও তার নামটী ছুরি হতে ঘসে অনেকটা তুলে ফেলা হয়েছে। তবুও এই ছুরিখানিতে আমি দেবিচরণের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীতার প্রমাণ পেলেম।"

"কি বল্লেন,—এ ছুরিখানাও তার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ হ'ল ? কখনই না—এ কথা আমিও কখনই বিশ্বাস কর্‌তে পারি না—এ ছুরি সে পাষণ্ডের পাপের, খুনের—পাষিণ্ডপনার প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত প্রমাণ।"

সঞ্জীববাবু "তা যাই হোক।" বলিয়া সেই পালঙ্কের নিম্নে হাঁমাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিকটেই নিজের অক্ষ (Focus) বিশিষ্ট লণ্ঠান ছিল, তাহা বাহির করিয়া শয্যার নিম্নাংশ বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পশ্চিম অংশে যে গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল—তাহার বহির্দ্দিকস্থ আলিসায় দেখিলেন কাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন রক্তদ্বারা বহিঃ রেখাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। নিজ অঙ্গুলি দ্বারা সে পদচিহ্নগুলি মাপিয়া লইলেন, শেষে সমস্ত রক্তসিক্ত শয্যা উল্টাইয়া ফেলিলেন, শয্যানিম্নে একখানি ছিন্নপত্র ছিল—গ্রহণ করিলেন। লণ্ঠানের তীক্ষ্ণরশ্মি দেয়ালে ফেলিয়া দেখিলেন—তাহাতেও রক্তের

ছিটা স্থানে স্থানে লাগিয়াছে। তাহা দেখিয়া উচ্চশব্দে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রামকুমারবাবু জিজ্ঞাসিলেন;—"মহাশয়ের এ হাসির কারণ কি?"

সঞ্জীববাবু "মহাশয়ের মত-অনুকুলে আর একটা প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েছি।" বলিয়া ছিন্ন পত্রখানি দেখাইলেন। সে পত্রের উপরি ভাগের ও এক পার্শ্বের কতকটা নাই এইরূপ লিখা ছিল,

"জানি না। এখনও তুমি বিবাহে অস্বীকা
যাইব। আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলি
কি হইবে দেখিবে যদি জীবনের আশা ক
আমাকে বিবাহ করিলে নিশ্চয় তু
এখনও আমার কথা শোন নতুবা খু
করিব। তোমার পিতা আমাকে অনে
আজন্ম দুঃখিনী হইবে, আমার নাম দিলা
বুঝিতে পারিয়াছ, খুন করিব তাই নাম ে
আর কি; তোমার সহিত আমার ে

ক, খ, গ, ঘ, ঙ,

সাং পাঠশালা।

পত্রপাঠ মাত্র রামকুমারবাবু "কি ভয়ানক—কি, ভয়ানক—নরাধম পিশাচ—নরকে স্থান হবে না!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "মহাশয়—এত অধীর হবেন না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি উত্তর দিন"

"কেমন মহাশয়, এখন দেখলেন—কি ভয়ানক ব্যাপার!"

"যাক্ সে পরে হবে—অচ্ছা, আপনার ভাগিনেয়ী কি খর্ব্বাকৃতি ?"

"আপনি কিরূপে জান্‌লেন—তাকে দেখেছেন কি ?"

"না—আমি কোন বিষয়ে অনুভব করেছি মাত্র।" সেই ক্ষুদ্র পদচিহ্নের কথা গোপন রাখিলেন।

"হঁা আপনি যথার্থ অনুভব করেছেন—আপনি কি পরিমলকেই সন্দেহ কর্‌ছেন ?"

"কাহাকেও না—এখনও আমি কাহাকেও কোন সন্দেহ কর্‌তে পারি না—কর্‌তেও চাহি না—কাজে চাই। কিন্তু আমি এ গভীর রহস্যভেদ কর্‌বার জন্য প্রাণ অবধি পণ করলেম্। আপনি কি এখন শয়ন কর্‌বেন, না আমার সঙ্গে যাবেন ?"

"কোথা যাবেন আপনি ?"

"আপনার কন্যা বিমলার অনুসন্ধানে, যদি আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করেন—তবে আসুন।" এই বলিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ গবাক্ষ দিয়া আম্রবৃক্ষ বহিয়া সঞ্জীববাবু উদ্যানে নামিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুষ্করিণীর তটে।

সঞ্জীববাবু উদ্যানের দক্ষিণাংশে ক্রমাগত চলিলেন। রাম-কুমারবাবু অল্পক্ষণ পরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গী হইলেন। তখন আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে—একখানিও মেঘ নাই, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুদ্বিকাশ—কিছুই নাই; প্রকৃতি বেশ শান্তভাব ধারণ করি-

য়াছে। ধরণীর সীমান্ত হইতে দূরসীমান্তে সীমান্তে যে ভীষণ প্রভঞ্জন ছুটিতেছিল, তাহা এখন স্নিগ্ধ মৃদুসমীরণে পরিণত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে তরুলতাগণ পত্রসঞ্চিত জলবিন্দু সমীরান্দোলিত হইয়া সশব্দে নিক্ষেপ করিতেছে। স্বচ্ছ নীলিমার বুকে অনেক ধৌত প্রস্ফুটিতজ্যোতিঃ নক্ষত্র ফুটিয়াছে। সে বিশ্বপ্লাবী গাঢ়-অন্ধকারের বহু পরিমাণেই হীনতা ঘটিয়াছে।

উভয়ে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটী পুষ্করিণীর নিকটস্থ হইলেন। দূর হইতেই সঞ্জীববাবু নিজ লণ্ঠানের তীক্ষ রশ্মিমালা সরোবরের আঁধারবুকে নিক্ষেপ করিলেন; কি দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

রামকুমারবাবুও দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসিলেন;—"মহাশয়! অমন ক'রে সহসা দাঁড়ালেন্ যে?"

স। যদি না অধীর হন, কিছু আপনাকে দেখাতে পারি।

রা। (সভয়ে) আমার কন্যার মৃতদেহ নাকি?

স। যদি না আপনি অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েন, এক ভয়ানক সামগ্রী দেখাতে পারি।

রা। সে জন্য চিন্তা নাই, সকলি আমি অবশ্য সহ্য করিব।

স। এই লণ্ঠানের আলোক ধ'রে বরাবর চেয়ে দেখুন দেখি।

রামকুমারবাবু চাহিয়া দেখিলেন,—পুষ্করিণীর তটস্থ জলপার্শ্বে কি চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। বলিলেন,—"জিনিসটা কি?"

সঞ্জীববাবু তন্মুহূর্ত্তে তট হইতে একটী ছিন্নহস্ত তুলিয়া আনিলেন, হস্তটী যে কোন রমণীর, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অনামিকায় একটী হীরকাঙ্গুরী ছিল। তদ্দর্শনে রামকুমারবাবুর

মুখে কথা ফুটিল না—থর্ থর্ করিয়া চলদলপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, বিস্ফারিত, নিস্পন্দক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। রুদ্ধ-শ্বাস হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

সঞ্জীববাবু বলিলেন, "এখন এমন কর্‌লে চল্‌বে না, আমি ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি, এবং সতর্ক করেছি। আমার কথা শুনুন, একেবারে হতাশ হবেন না; আপনি জানবেন—আমি আপনাকে মিথ্যা প্রবোধ দিতেছি না, এর মধ্যে অনেক ষড়যন্ত্র আছে। এই ছিন্ন হস্ত পাইয়া আমার বেশই সুবিধা হয়েছে।

রামকুমারবাবুর মর্ম্মভেদ করিয়া যেন কথা কয়েকটী বাহির হইল, "সঞ্জীববাবু, আপনি সব খুলে বলুন, চেপে রাখ্‌বেন না, আমার প্রাণের ভিতর কি হচ্ছে,—তা আপনি কি বুঝবেন?"

স। আমি সকল দিকে না সুবিধা কর্‌লে, আপনাকে কি ক'রে আমার কথা বুঝাব; আর আপনিও কিছু বুঝ্‌তে পারিবেন না।

রা। এখন কি হবে?

স। কিসের কি হ'বে?

রা। হতভাগিনী বিমলার খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ এই পুষ্করিণীর মধ্যে পতিত আছে; এখন সে সকল তুলে ফেল্‌তে হবে। সঞ্জীববাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার ভৃত্যদের দু'চার জনকে ডেকে আনি।

স। কোন প্রয়োজন নাই, আপনি কি জানেন, এ পুষ্করিণীর মধ্যে আপনার কন্যার মৃতদেহ আছে?

রা। আপনি কি বলেন?

স। কেবল এই হাতখানা ব্যতীত এখানে আর কিছুই নাই।

রা। আর কোথায় থাক্‌বে?

স। আমি তার সন্ধান কর্‌বো।

রা। আপনি কি পূর্ব্বে—জান্‌তেন যে, এই হাতখানা এখানে ছিল।

স। না।

রা। তবে কি করে জান্‌লেন যে, বিমলার শবদেহ এখানে নাই?

স। সে কথা পরে বলবো।

এমন সময় সঞ্জীববাবুর কর্ণে কাহার মৃদুপদধ্বনি প্রবেশ করিল।

স। আপনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আস্‌ছি, আমি যতক্ষণ না আসি, অন্য কোন স্থানে যাবেন না।

রা। (চুপি চুপি) কোথায় যাবেন এখন?

"বেশী দূর যাব না, এই উদ্যানের মধ্যেই থাক্‌বো,—খুব সাবধান, আপনি এই বৃক্ষটীর পশ্চাদ্দিকে বসে থাকুন।"

"ভয়ের কারণটা কি—আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

"যা বল্লেম, তা শুনুন,—মনুষ্যের বিপদ পদে পদে; কে জানে কোথা দিয়ে, কথন, কেমনে বিপদ এসে উপস্থিত হয়?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এ রমণী কে?

রামকুমারবাবুকে তথায় রাখিয়া সঞ্জীববাবু ক্রমশঃ উদ্যানের উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রিয় পাঠকপাঠিকাদিগের সঞ্জীববাবু সম্বন্ধে একটী কথা বোধ হয় জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যে তিনি এত প্রমাণ সত্ত্বেও দেবিদাসকে দোষী বলিয়া মনে করিতেছেন না কেন? বিশেষ কারণ আছে—সঞ্জীববাবু বেহালায় আসিয়াই অগ্রে গ্রামস্থ অন্যান্য লোকের নিকট হইতে কতক কতক সন্ধান লইয়াছিলেন। একবার রামকমারবাবুর বাটীতে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া শেষে দেবিদাসের উদ্দেশে ভবানীপুর যাত্রা করেন। পরে অভিপ্রেত স্থানে গিয়া দেখিলেন; দেবিদাস বহির্ব্বাটীতে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছেন। সঞ্জীববাবু তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গে দুই চারিটী কথা তুলিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সেই নির্ম্মল মুখে পাপের কোন কলঙ্করেখা নাই, সে মুখমণ্ডল সরলতাপূর্ণ—পবিত্রতাসজীব—নিষ্কলুষতাদেদীপ্যমান।

সঞ্জীববাবু কোন পুরুষের কিম্বা স্ত্রীলোকের মুখ বারেক দেখিবামাত্র তাহার চরিত্র তাহার মুখে, নয়নে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন।

উদ্যানের উত্তরাংশে (যে দিকে রামকুমার বাবুর শয়নগৃহ) সঞ্জীববাবু অনেক দূর চলিলেন। প্রায় পুষ্করিণী হইতে একশত হস্ত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটী রমণী ক্রমশঃ তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুত চলিতেছে, এক একবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে।

রমণীর মুখমণ্ডল শুভ্রবসনাবগুণ্ঠনাবৃত, বিমুক্তকৃষ্ণালকা বসনাভ্যন্তর হইতে নিতম্ব-সন্নিধানে অগ্রভাগ বাহির করিয়া দুলিতেছে।

সঞ্জীববাবু পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত অনুসরণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার নিকটস্থ হইতে পারিলেন না। যে ব্যবধান পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাই রহিল। অবশেষে রমণী অস্তমিতরবির হিরণ্ময়ী রশ্মিমালার শেষ মুহূর্ত্তের অস্তিত্বের মত কোথায় মিলাইল, দেখিতে পাইলেন না। নিরস্ত হইলেন না, চলিলেন। আরও কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, একস্থানে কর্দ্দমিত উদ্যানপথে কাহার পদচিহ্ন রহিয়াছে। তিনি সহজেই অনুভব করিয়া লইলেন, এই পদচিহ্নগুলি অচিরপ্রস্থিতা ছায়ারূপিণী সেই রমণীর। অঙ্গুলি দ্বারা মাপিয়া দেখিলেন, হত্যাগৃহে যে চরণ চিহ্ন দেখিয়াছিলেন, সে সঙ্গে ঠিক মিলিল। মনে দারুণ সন্দেহ হইল—রমণী কে ?

তিনি রামকুমারবাবুর বাটীর চতুর্দ্দিক দুইবার ঘুরিয়া দেখিলেন—কোথায় কোন গৃহে আলো নাই। কেবল পূর্ব্বপার্শ্বস্থ কোন প্রকোষ্ঠে একটী স্তিমিত দীপ জ্বলিতেছিল; তাহার ক্ষীণালোক মুক্ত গবাক্ষদ্বার দিয়া নীচের একটী বৃক্ষশিরে আসিয়া পড়িয়াছে। গবাক্ষসংলগ্ন ভূমিচুম্বিলৌহনল বহিয়া, তিনি সেই ক্ষীণালোকপূর্ণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন, একটী বালিকা, শুভ্র শয্যোপরে একাকিনী গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। রাজীবমুখমণ্ডল, যেন শ্বেত, তটিনিনীরে কে উৎপল ভাসাইয়া রাখিয়াছে। সুকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের কর্ণপ্রান্ত অবধি সুদীর্ঘ বিস্তার কৃষ্ণকেশরাশি পরিষ্কৃত, শুভ্র উপাধানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। নিদ্রা-শিথিল মৃণালবৎ হস্তযুগ বক্ষোপরি রক্ষিত। করাঙ্গুলিগুলি ঈষদ্বিকুঞ্চিত; কে যেন কুসুমবেদীর উপর চম্পককলির ক্ষুদ্র গুচ্ছদ্বয় সযত্নে রাখিয়াছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অল্প নড়িতেছে—

দুলিতেছে। কিয়ৎক্ষণপরে সেই নিদ্রিতা বালিকা চক্ষু ঈষদুন্মীলনে পাশ ফিরিল, যেন পূর্ণিমার স্বচ্ছাকাশে শুভ্র শ্বেত জোছনাবক্ষে বারেক তড়িদ্বিকাশ হইল; দেখিয়া সঞ্জীববাবু মুগ্ধ হইলেন। সহজেই বুঝিলেন এই নিদ্রিতা সুন্দরীই পরিমল। তখন সহসা তাঁহার মনে দেবিদাসের উপর কিছু সন্দেহ হইল; কিন্তু পূর্ব্বকথা স্মরণ মাত্রে সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। রমণীর পার্শ্ববিক্ষিপ্তবসনাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,কোন অংশ ভিজা নহে। পদদ্বয় দেখিলেন শুষ্ক—অকর্দ্দম—পরিষ্কৃত। মাপিলেন—পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে অর্দ্ধাঙ্গুলি ন্যূন। অকৃতকার্য্য হইয়া, পূর্ব্বপথ ধরিয়া, অবতরণ করিয়া পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন। মনে নানাপ্রকার কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, "পরিমল যে এ রাত্রে বাহির হইয়াছিল তাহারত কোন প্রমাণ পাইলাম না। তবে সে রমণী কে? সে যেই হোক, তার মনে যে বিশেষ দুরভিসন্ধি আছে, সন্দেহ নাই। আমাকে ক্রমেই এক রহস্য হইতে আর এক গভীর রহস্যে পাড়তে হইতেছে; কিন্তু আমি সহজে ছাড়িব না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিষ্ফল মনোরথ হইয়া রামকুমারবাবুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামকুমারবাবুর শঙ্কাসঙ্কুচিত হইয়া সেই বৃক্ষপার্শ্বে নীরবে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কোন ব্যক্তিকে কি এখান দিয়ে যাইতে দেখিয়াছিলেন? কোন শব্দ শুনেছিলেন?"

"না।"

"তাইত!"

"আপনি কি সন্দেহে একথা বল্‌ছেন?"

"না; কিছু না। তবে এইমাত্র আমি বড় প্রতারিত হয়েছি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এরা কে ?

সঞ্জীববাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে রামকুমারবাবুর কর্ণের পার্শ্ব দিয়া সাঁ করিয়া একটা কি চলিয়া গেল। দূর হইতে পিস্তলের শব্দও সেই সঙ্গে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশিল। অল্প পরেই আর একটা শব্দ আসিল—বোধ হইল কে যেন দূরস্থ কোন বৃক্ষ হইতে লাফা-ইয়া পড়িল।

সঞ্জীববাবু বলিলেন—"আপনি ঘাসের উপর শুয়ে পড়ুন, নয়—ফিরে যান, আজ আবার মৃত্যুর বিভীষিকা আপনার অনুসরণ করছে। আমায় এখনি এস্থান ত্যাগ করতে হবে।

রা। না। আমি এখন এখানে থাকিব।

স। আপনি এখানে এখন একা থাকতে ভরসা করেন ?

রা। নতুবা আমি আপনার সঙ্গে যাব।

স। না, তাহ'লে আমার কোন কাজ হবে না।

রা। তবে আমি এইখানেই থাকি।

স। খুব সাবধান, আপনার কাছে পিস্তল আছে ?

রা। আছে।

যে দিক দিয়া শব্দ আসিয়াছিল, সঞ্জীববাবু সেই দিকে চঞ্চল-চরণে চলিলেন। বামহস্তে একখানা বৃহৎ ছুরিকা লইলেন ; দক্ষিণ-হস্তে পিস্তলটী ঠিক করিয়া ধরিলেন।

কিছু দূর যাইয়া নক্ষত্রালোকে সঞ্জীববাবু দেখিলেন, বৃক্ষমূলে

তিন জন বসিয়া কি কথা কহিতেছে। আর একজন তাহাদিগের মধ্যে মাটিতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে—গ্যাঁঙাইতেছে। তাহাদিগের কর্ত্তাবার্ত্তা শুনিবার জন্য সঞ্জীববাবু একটী অনতিদূরস্থ বৃক্ষমূলপার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

একজন তাহাদিগের ভিতর হইতে বলিল,—"বেটা, মার্‌বি কোথায়, না নিজেই গাছ থেকে পড়ে মর্‌লি!"

যে রক্তাক্ত হইয়া ধুলায় লুটাইতে ছিল, গ্যাঁঙাইতে গ্যাঁঙাইতে বলিল, "বাপরে গেলুম,—আ—মি—আর—বাঁচ—বো—না,—"

একজন বলিল,—"হিরু চল, এই বেলা একে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাই।"

হি। আর নিয়ে গিয়ে কি হ'বে? দেখ্‌ছিস না—মাথাটা দুফাঁক্ হ'য়ে গেছে; এখনি মরে যবে; অত উঁচু থেকে পড়েছে।

উত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, "মলেও নিয়ে যেতে হবে, বাঁচ্‌লেও নিয়ে যেতে হবে, নৈলে শেষে এক ফ্যাঁসাদ্ বেঁধে যাবে। আর চণ্ডীতলার ভাঙ্গাবাড়ী এখান থেকে কত দূরই বা হ'বে।"

হি। আইত—এক কর্‌তে গিয়ে আবার এক কাণ্ড হয়ে যাবে; বাগানের ওদিকে একটা ডোবা আছে—তাতে ফেলে আসি আয়।

সেই ব্যক্তি। না, না,—আমার কথা শোন্—বুঝিস্ ত ভারি।

এই বলিয়া সকলে আহত ব্যক্তিকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া কিয়ৎদূর অগ্রসর হইল।

এমন সময় সঞ্জীববাবু বৃক্ষান্তরাল হইতে নিজ পিস্তলের শব্দ করিলেন, সভয়ে বাহকেরা (হিরু ও সঙ্গীদ্বয়) সেই আহত ব্যক্তিকে

সশব্দে ভূতলে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যদিও সঞ্জীববাবু চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে ধরিতে পারিতেন; কিন্তু এখন আবশ্যক বোধ করিলেন না। নিকটস্থ লণ্ঠানের তীক্ষ্ণরশ্মি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন; হতভাগ্যের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সেই মৃতদেহ ক্রমশঃ পুষ্করিণীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সঞ্জীববাবুর হস্তে লণ্ঠান থাকায় রামকুমারবাবু সহজে তাঁহাকে চিনিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে?

মৃতের মুখে লণ্ঠান ধরিয়া কহিলেন, "এ ব্যক্তিকে আপনি চিনেন বা কখন দেখেছেন?"

রামকুমারবাবু প্রথমে দেখিয়া ভীত হইলেন; পরে প্রকৃতস্থ হইয়া কহিলেন,—"না—চিনি না—কখন দেখিও নাই।"

"বেশ করে দেখুন। আর কখন দেখেছেন্ কি না।"

"না—আমি একে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই—কিন্তু মুখখানা কিছু দেবিচরণের মতন দেখ্‌তে।"

"সে কথা যাক্—দেখেছেন্ কি না বলুন।"

"না—একে খুন কর্‌লে কে?"

সঞ্জীববাবু সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

রা। এখন এ শব কোথায় রাখ্‌বেন?

স। এই খানেই থাক্—সময় বিশেষে আমার কার্য্যে প্রয়োজন হবে।

উদ্যানস্থ নিকটবর্ত্তী একটা চাতালের খিলানের মধ্যে সেই মৃতদেহ ঢুকাইয়া দিলেন।

রা। এখন আপনি কি কর্‌বেন?

স। এখন কতকগুলি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

তৎসন্নিধানস্থ সেই ছিন্নহস্ত হইতে হীরকাঙ্গুরীটী উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি এ অঙ্গুরী চিনেন ?"

রা। চিনি বৈকি—আমার কন্যা বিমলারই।

স। বেশ করে দেখুন—আপনি উত্তমরূপ চিন্‌তে পেরেছেন ? আপনার কন্যার বয়স কত হবে ?

রা। তের।

স। (সহাস্যে) বটে। তবে মহাশয়—আপনার এ হাত দেখে এত ভীত হবার কোন কারণ নাই ; এ হাত আপনার বিমলার নয়।

রা। আপনি কি করে জান্‌লেন ?

স। আমি যে প্রকারেই জানি, সে কথা আপনাকে বল্‌বো না ; আমার কথা নিশ্চয় বলে জানিবেন। আর দেখুন জীবিত রমণীর শরীর হতে এ হাত কাটা হয় নাই, কোন মৃতা স্ত্রীলোকের হবে—ঠিক কাটা স্থান দিয়ে রক্ত নিঃসৃত হয় নাই, কে মাথায়েছে।

রা। এর কারণ কি ?

স। এর কারণ আমরা এক ভয়ানক, কঠিন, দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে গিয়া পড়েছি।

রামকুমারবাবু ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন—"আপনি কি মনে করেন, আমার কন্যা মরে নাই ?

স। অনেকটা সম্ভব বটে। এখন এ সন্দেহ বেশ সহজেই আমার মনে নিচ্ছে যে সে জীবিত আছে।

রা। (উদ্বেগে ও উদ্দেশে) "হা ঈশ্বর! এ সন্দেহ যেন সত্য হয়। হা ঈশ্বর!"

স। মহাশয়, উদ্বিগ্ন হবেন না—যে কালে আপনার কার্য্যে আমি প্রাণপণ করেছি, সেকালে একটা না একটা কিছু করে ছাড়্‌ছি না। এর জন্য যত দিন গত হোক—যত বিপদের মুখে আমাকে প্রবেশ কর্‌তে হোক্—তা আমি কর্ব্বো।

রা। সে মহাশয়ের অনুগ্রহ।

স। অনুগ্রহ আর কি—আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে বিশ্বাস করেন।

রা। করি, আপনার প্রত্যেক কার্য্যে আমার বিশ্বাস ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে।

স। যদি আমাকে বিশ্বাস করেন—তবে আমার কথা অবিশ্বাস কর্‌বেন না। আমি তিন দিনের মধ্যে আপনার জীবিত কন্যাকে আনয়ন করে আপনাকে অর্পণ কর্ব্বো।

রা। আঁপনি আঁমাকে বৃথা আশ্বাস দিচ্ছেন।

স। এ অভ্যাস আমার আদৌ নাই।

রা। তবে কি আমি বিমলাকে পাব?

স। খুব সম্ভব—যাতে পান তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর্ব্বো। আপনার বাড়ীতে পরিমল ভিন্ন আর স্ত্রীলোক নাই?

রা। চার জন দাসী আছে।

স। আপনার গৃহে তারা দিন রাত থাকে?

রা। না, তিনজন সন্ধ্যার পর চলে যায়—একজন রাত্রে থাকে।

স। যে দাসী রাত্রে থাকে, তার নাম?

রা। মঙ্গলা।

স। বয়স কত?

রা। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন।

স। (স্বগতঃ) তবে সে নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ছিন্ন হস্ত।

"I am forfeited to eternal disgrace if you do not commiserate."

*   *   *   *   *

Go to, them, raise—recover.

Ben Jonson—"Poetaster"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে রামকুমারবাবু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আপনমনে কত কি চিন্তা করিতেছেন। একবার ভাবিতেছেন হয়ত তাঁহার কন্যাকে তিনি পুনর্জ্জীবিত দেখিবেন; আবার বিমলা তাহাকে পিতৃ-সম্বোধনে তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে অমৃত ঢালিবে; আবার তিনি বালিকার কুসুমসুকুমার তনু নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া—'মা' বলিয়া ডাকিয়া শোকদগ্ধ দীর্ণবিদীর্ণ হৃদয় শীতল করিবেন। শুষ্ক—লুপ্ত সুখোৎস আবার তেমনি সুধাশান্তিস্নিগ্ধস্নেহপ্রবাহিনী

হইয়া বহিবে—সেই স্নেহ-আহ্বান আবার তাঁহার হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলিবে। কখন বা আবার ভাবিতে-ছেন—সঞ্জীববাবু তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন—মিথ্যা অশ্বাস দিয়াছেন।

বেলা যখন নয়টা তখন সঞ্জীববাবু রামকুমারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামকুমারবাবু সযত্নে তাঁহাকে নিজপার্শ্বে—উপবেশন করাইলেন। বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করি-লেন, "সঞ্জীববাবু, আমার প্রাণের ভিতর দারুণ উৎকণ্ঠা—আমায় ভেঙে বলুন—আমাকে আশ্বস্ত করুন—বলুন—কি করে আপনি জান্‌লেন, আমার বিমল বেঁচে আছে ?"

স। একদিন আপনি সব জানতে পার্‌বেন—একদিন আমার সকল কার্য্য—সকল প্রমাণ প্রতিপন্ন হবে। আমি এমন অনেক প্রমাণ পেয়েছি—যাতে আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি—আপনার কন্যার মৃত্যু ঘটে নাই।

রা। বিমলা বেঁচে আছে আমিত এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারছি না। আমিত কেবল ক্রমাগত তার মৃত্যুর প্রমাণ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

স। আপনার কন্যাকে কে স্থানান্তরিত করেছে। যে ব্যক্তি এ কার্য্যে লিপ্ত আছে, সে এখন কেবল যাতে আমরা বিশ্বাস করি যে আপনার কন্যা খুন হয়েছে—সেই চেষ্টা করে নানা-বিধ খুনের প্রমাণ দেখাচ্ছে। ও কিছুই নয়—কোন চতুরের চাতুরী মাত্র।

রা। কি দেখে আপনি বুঝলেন্—যে এ সকল প্রমাণ মিথ্যা চাতুরী মাত্র।

স। সকলই। যা যা আপনার বাটীতে এসে এ পর্য্যন্ত আমি দেখেছি সকলই মিথ্যা। তাতে আরও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে—এ খুন নয়—এক ভীষণ ষড়যন্ত্র। আপনার গৃহের দেয়ালে যে রক্ত ছিটানো ছিল—তা দেখে বেশ বুঝা যায় যে, কোন লোক তাহা স্বহস্তে ছিটায়ে দিয়েছে। আরও দেখুন—যে ছুরিকা খানি শয্যার উপর পড়ে ছিল, তা বেশ সযত্নেই রাখা হয়েছিল; এমন ভাবে রাখা হয়েছিল—যাতে ঘরে প্রবেশ মাত্র দৃষ্টি পথে পতিত হয়। আর সে ছুরি দ্বারা কখনও হত্যা করা হয় নাই—তা ছুরি খানি দেখিলেই বুঝা যায়। ছুরিতে কেহ রক্ত মাখায়ে দিয়েছে—ছুরির অগ্রভাগে রক্ত ছিল না। ছুরি বিদ্ধ হইলে—অগ্রে অগ্রভাগ বিদ্ধ না হয়ে একেবারে মধ্যাংশ বিদ্ধ হতে পারে না।

রামকুমারবাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সকল শুনিতেছিলেন। কথা সমাপ্তে কহিলেন,—"সঞ্জীববাবু! ধন্য আপনাকে, এ সকল আপনি অনুসন্ধান করে দেখেছেন। আমরাত কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। আপনি যা বল্‌ছেন—এখন তা আমার বেশ মনে লাগ্‌ছে; আপনি যে একজন উত্তম কৃতবিদ্য ও নিপুণ ব্যক্তি—তা আপনার কার্য্যের প্রারম্ভে বুঝতে পেরেছি। যাই হোক—সঞ্জীববাবু—যাতে আমি বিমলাকে পাই তা আপনাকে অনুগ্রহ করে করিতেই হইবে।

স। অনুগ্রহ আর কি মহাশয়—আমাদের কার্য্যই এই। আমি এমনি রহস্যে পড়েছি যে—অন্য চিন্তা করবার জন্য মূহূর্ত্তার্দ্ধ [illegible] আমি এতদূর উৎকণ্ঠিত হয়েছি—যে এই মূহূর্ত্তে [illegible] ষড়যন্ত্র ভেদ করে ফেলি; কিন্তু—বড় শক্ত

ব্যক্তির এ কার্য্য কলাপ! সহজে সিদ্ধ হব না। আর এই ছিন্ন হস্ত—যাতে আপনি শঙ্কিত হয়েছিলেন—এ আপনার কন্যার জীবনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই ছিন্নহস্ত বাহির করিলেন।

রা। আমি ত এ ছিন্ন হস্তের কথা কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না।

স। এ হস্ত কখনই আপনার কন্যার নয়। আপনার কন্যার বয়স ত্রয়োদশ আর এই ছিন্ন হস্ত কোন বিংশতি কিম্বা ততোধিক বয়স্কার হবে। এ হস্ত কোন মৃত রমণীর। আপনার কন্যার অঙ্গুরী—সংযোজিত করা হ'য়েছে মাত্র।

রা। এ কার্য্যে হত্যাকারীদের কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে?

স। এর ভিতর গূঢ় অভিপ্রায় আছে—আপনার কন্যার মৃত্যু প্রমাণে তাদের সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে।

রা। মতামহদত্ত সমস্ত বিষয়ের উপর নাকি?

স। আজ্ঞে—হাঁ।

রা। যদি আমার কন্যা জীবিত থাকিল, তবে তাদের উদ্দেশ্য কি প্রকারে পূর্ণ হবে?

স। তারা এখন অগ্রে মৃত্যু প্রতিপন্ন কর্‌তে চায়—পরে সে কাজ সমাধা কর্‌বে—এখন পেরে উঠে নাই; তাদের এই সকল ধূর্ত্ততায় আমি এ কথা সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এখন আমাদের যা কর্ত্তব্য আমরা তাই কর্‌বো।

রা। আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ভ্রমল।"

রা। যখন ষড়্‌যন্ত্রকারীরা বুঝ্‌বে—তাদের ষড়যন্ত্র নিস্ফল হয়েছে, তারা তখন আমার বিমলাকে কি আর জীবিত রাখ্‌বে?

স। (সহাস্যে) যতদিন আমরা বিমলাকে উদ্ধার করে না আন্‌তে পারি—ততদিন তাদের সে কথা আমরা কি জান্‌তে দিব? আর তারাই বা কি করে জান্‌বে? এখন শঠের সঙ্গে আমাদের শঠতা করতে হবে—সহজে কিছু হবে না। তারা যেমন নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য ক্রমশঃ বিমলার মৃত্যুর প্রমাণ দেখাচ্ছে—আমরাও তেমনি যেন বিমলার শবদেহ সন্ধানে ফিরছি—বাহিরে এরূপ দেখাতে হবে। কিন্তু ভিতরের যে অনুসন্ধান—পরিশ্রম তা আপনার কন্যাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে উদ্ধার করা।

রা। কিন্তু সঞ্জীববাবু—তারা যে বিমলাকে বেশী দিন জীবিত রাখ্‌বে না, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

স। সে ভার আমার উপর। এখন মৃতদেহ কোথায় দুষ্টেরা প্রোথিত করেছে—সেটা আমাদের দেখ্‌তে হবে।

রা। (সবিস্ময়ে ও ভয়ে) সে কি সঞ্জীববাবু, এই বল্‌ছেন 'জীবিত আছে' আবার বল্‌ছেন 'প্রোথিত করেছে'। তবে—কি করে আমি আমার কন্যা বিমলাকে জীবিত পেতে পারি।

সঞ্জীববাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমি যে মৃতদেহের

কথা বল্‌ছি তা আপনার বিমলার নয়; যার এই ছিন্নহস্ত, তার মৃতদেহ সন্ধান করে দেখ্‌তে হবে। এখন আমরা যেন বিমলার মৃতদেহ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি এমনটী দেখিয়ে সেই মৃতদেহ বার করতে হবে। ইতিমধ্যে আরও আপনার বিমলার উদ্ধারের সুযোগ দেখ্‌তে হবে। কিন্তু সহজে আপনার কন্যার উদ্ধার হবে না—অনেক আয়োজন করতে হবে। আমা-কেও একবার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে হবে যে এই ছিন্নহস্ত আপ-নার কন্যার কি না। মোট কথা তারা যেমন পাতায় পাতায় বেড়াতেছে, আমাদের তেমনি পাতার শিরায় শিরায় বেড়াতে হবে, নতুবা কার্য্যসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব।"

রামকুমারবাবু কহিলেন, "সঞ্জীববাবু আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা; আপনার উদ্যমে যে আমার কন্যা উদ্ধার হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?

স। জগদীশ্বরের কৃপায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে আমি শীঘ্রই সফলকাম হব—শীঘ্রই আপনার কন্যা বিমলাকে আপনি প্রাপ্ত হবেন।

রা। আমিও আপনাকে যথোচিত পুরস্কার দিব।

স। বেশ ত, যদি আপনার কৃপালাভ করা আমার অদৃষ্টে থাকে, শীঘ্রই আমি কৃতকার্য্য হব। আপাততঃ আপনি আমার কথা কাকেও বলবেন না।

রা। সঞ্জীববাবু—এ ভয়ানক ষড়যন্ত্রকারীরা কে?

স। সময়ে অবগত হবেন।

রা। অগ্রে মৃতদেহ সন্ধানের আবশ্যক কি? অগ্রে বিমলাকে উদ্ধার করুন।

স। অগ্রে যদি মৃতদেহটা (যাহার হস্ত ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার) বার করা যায়—তাহলে অনেক সুবিধা হয়। আপনি সেই মৃতদেহ, যা এত দিনে—বিকৃত হয়ে পড়েছে—আপনি তাহাই আপনার কন্যা বোধে গ্রহণ কর্‌বেন—চিন্‌বেন—সৎকারও কর্‌বেন; তাহলে তাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মাবে যে, তাদের অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রায়; আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে।

রা। মহাশয় কি কিছুই জান্‌তে পারেন নাই।

স। কতকটা জান্‌তে পেরেছি সে কিছুই নয়।

"আমাকে বলুন।"

"এখন নয়—সময়ে জানা'ব।"

"সঞ্জীববাবু—গোয়েন্দারা প্রায় নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করে। আপনি যদি কখন ছদ্মবেশ ধরেন; আমি কি করে আপনাকে চিন্‌তে পার্‌বো?"

"আমি ছদ্মবেশে খুব অল্পই কাজ করি। বুদ্ধির অভাব হলেই—প্রায় সাজতে হয়; কিন্তু আমাকে তেমন জান্‌বেন না—আমি এই অবস্থাতেই আপনার কার্য্য শেষ কর্‌তে পার্‌বো। তবে যদি কখন ভিন্নমূর্ত্তি ধর্‌তে হয়, তবে আপনি আমার দিকে চক্ষু ফিরাবামাত্র আমার এক চক্ষু আমি মুদিত কর্‌বো, তাহলে সহজেই আমাকে চিন্তে পার্‌বেন। মনে থাকে যেন।"

"বেশ মনে থাক্‌বে।"

"এখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কন্যার উদ্ধারের ভার আমার উপর রইল।" এই বলিয়া সঞ্জীববাবু তথা হইতে বিদায় লইয়া উদ্যানে প্রবেশিলেন। যথায় হিরুলাল ও তাহার

সঙ্গীদ্বয় মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পূর্ব্বরাত্রে শুশ্রূষা করিতেছিল সেই স্থানে—সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় একখানি রক্তাক্ত রুমাল পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলেন, আহত ব্যক্তির ক্ষত-স্থানে এই রুমাল চাপিয়া ধরা হইয়াছিল।

তিনি রুমালখানি বেশ করিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক-কোণে কাহার নাম লিখা রহিয়াছে। নামের পূর্ব্বাক্ষরটী রক্তকলঙ্কে একেবারেই লুপ্ত; বাকী অক্ষরত্রয় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে "রমল।" মনে মনে বুঝিলেন, নামের পূর্ব্বাংশে "পি " রক্তে মিশাইয়া গিয়াছে। বলিলেন, "পরিমল! এইবার হতে তুমিই আমার সন্দেহস্থল হলে। দেখ, তোমার চাতুরীজাল আমি ছিন্ন করতে পারি কি না। তোমার সুন্দর, নির্দ্দোষ অকলঙ্কিত মুখখানি আমার মন থেকে তোমার প্রতি আমার সন্দেহের যত কারণ সব দূর করেছিল, এখন আবার এই নামাঙ্কিত রুমাল তোমার উপর সেই সকল সন্দেহের কারণ পূর্ব্ব হতে দৃঢ়তর করে জাগায়ে তুলছে। আমার ভ্রম হয়েছিল; পুষ্পস্তূপে বিষপূর্ণ সর্পশিশু লুক্কায়িত থাকিতে পারে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মল্লযুদ্ধ।

দেবিদাস রামকুমারবাবুর রূঢ়-প্রত্যাখ্যান অবধি আর বেহালায় আসেন নাই। বুঝিতেও পারিলেন না, কেন রামকুমারবাবু তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতেও নিষেধ করিলেন। এখন কেবল সতত বিমলার চিন্তা তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্থান জুড়িয়া বাস করিতেছে। বন্ধু-

দিগের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন না। তাঁহারা আসিলে তেমন যত্ন রাখেন না। তাঁহারা তাঁহার এ ভাব বৈলক্ষণ্যের কারণ জিজ্ঞাসিলে, কোন উত্তর করেন না—'কিছু নয়' বলিয়া কাটাইতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিত—তাঁহার সুন্দর মুখে কি একখান গভীর বিষাদের মেঘ চাপিয়া রহিয়াছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-মাখা-বক্ষে কোথা হইতে গুটি গুটি অমার আঁধার সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ গভীর হইতেছে। প্রস্ফুটিত শুভ্র-শ্বেত-প্রসূনের উপর তপ্তবায়ু বহিতেছে।

কেহ কেহ ভাবিত, বিমলার জন্য এ কেবল মিথ্যা দুঃখ—মিথ্যা বিষন্নতা—মিথ্যা শোক। যখন এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হবে—তখন আপনারে আপনি সান্ত্বনা করিবে। গোপনে গোপনে অনেক লোকে রটাইত—দেবিদাসের মনে কোন দুঃখ নাই—শুধু ইচ্ছাকৃত প্রবঞ্চনা; নিজেই বিমলার হন্তারক। আমরা এই পরিচ্ছেদে পাঠক মহাশয়কে লইয়া একবার দেবিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি।

এখন সন্ধ্যা। গোধুলির গগনব্যাপী কাঞ্চনঘটা অতিদূরে ক্রমে বিলীন হইতেছে। সম্মুখে রাক্ষসী যামিনী নিজ অন্তহীন অন্ধকার-বদন ব্যাদান করিয়া সে কনককান্তিটুকু গ্রাসিতেছে। মৃদু সমীরণ বহিয়া আসিতেছিল; সে যামিনির হিংসাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কান্তিমতী সন্ধ্যা নিজ সৌন্দর্য্যক্ষয় দেখিয়া মলিন হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন—কাঁদিলেন—ঝড় উঠিল, অল্প অল্প বারি নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। যামিনী কয়েকখানা মেঘ আনিয়া আঁধারের গাঢ়তা সৃজিলেন।

কালীঘাট হইতে দক্ষিণমুখে যে একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে—সে রাস্তা ধরিয়া টালিগঞ্জে যাওয়া যায়। পূর্ব্বে (আমাদিগের ঘটনার সময়ে) ওই পথের দুই পার্শ্ব গভীর বনময় ছিল। এখনও অনেক বড় বড় গাছ দেখা যায়—মধ্যে মধ্যে দুই একখানি করিয়া অনেকগুলি পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা সহরের দারিদ্র্য এক্ষণে সেইখানে জুটিতেছে—স্থিত হইতেছে।

এই পথে কেওড়াতলা নামে একটী শ্মশান আছে। শ্মশানের পশ্চিম-প্রান্ত ধরিয়া গঙ্গাদেবী বহিয়া যাইতেছেন। শ্মশানটী এখন বেশ সংস্কার করা হইয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে শুধু বৃক্ষাবলীতে বেষ্টিত ছিল। এক্ষণে ইষ্টক প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। সেই শ্মশানের পশ্চিম পার্শ্ব ধরিয়া, অনিয়মাবদ্ধ বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া অলক্ষ্যে দেবিদাস একা চলিয়া যাইতেছেন।

এমন সময় একজন তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, পশ্চাতে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি। বলিলেন ;—

"কে তুমি ? কি চাও ?"

"আমি গোয়েন্দা। মহাশয়কেই চাই।"

"এখানে আপনি কি জন্ম এসেছেন ?"

"মহাশয়ের সন্ধানে।"

"কি চাও ?"

"পূর্ব্বেই বলেছি—'মহাশয়কে'।"

"হা অদৃষ্ট ! আপনার কার্য্যগত ব্যক্তির নিকট আমাকে কোন আবশ্যক করে না।"

"আবশ্যক না থাক্‌লে কি আসি—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

"সে কথায় প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন পরে বল্‌বো। এখন যা জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি।"

"আমি তোমার কথার কোন উত্তর কর্‌তে চাই না। করিব না।"

"না কর, তুমি আমার বন্দী।"

(বিস্ময়ে) বন্দী! কোন্ অপরাধে?

"বিমলার হত্যাপরাধে।"

"বিমলার হত্যাপরাধে!"

দেবিদাস ক্রোধিত হইলেন। ললাট কুঞ্চিত ও চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ-বিস্ফারিত করিয়া বজ্রগর্জ্জণে কহিলেন, "কে সাহস করে এ কথা বলে, যে আমি বিমলার হত্যাপরাধে অপরাধী?"

"আমি।"

সহসা পিস্তলের শব্দ হইল—একটা গুলি সঞ্জীববাবুর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

সঞ্জীববাবু পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, যে দেবিদাস তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিতেছেন। পূর্ব্ব সতর্কতায় আঘাত এড়াইবার জন্য তিনি ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর মুহূর্ত্তেই দেবিদাসকে জাপ্টাইয়া ধরিলেন। দেবিদাস নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন; বৃথা হইল। সঞ্জীব-বাবুকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উভয়কে উভয়ে পরাস্ত করিতে চাহেন। সঞ্জীবাবু চাহেন

তাঁহাকে কোন আঘাত না করিয়া নিরস্ত্র করিতে। দেবিদাস বাবু চাহেন, তাঁহার বিরোধীর প্রাণ হরণ করিতে।

উভয়ের শরীরে উপযুক্ত সামর্থ্য ছিল। কাহারও সহজে কোন সুবিধা ঘটিতেছে না। সঞ্জীববাবুর শরীরে এমন ক্ষমতা ছিল—যে কোন ব্যক্তি হউক—যত বড়ই শক্তিমান্ হউক, একা তাঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না। দেবিদাস রূপবান যুবক—তাঁহার সুন্দর কোমল কান্তি—তাঁহার বলের চিহ্ন সম্পূর্ণই লুক্কায়িত রাখিয়াছে। কিন্তু তিনি এমন শক্তিমান্ যে সঞ্জীববাবু তাঁহার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এতক্ষণ যোঝাযুঝিতে পিস্তলটী অবধি কাড়িয়া লইতে পারিতেছেন না। পূর্ব্বে সঞ্জীব-বাবুও জানিতেন না যে দেবিদাস এমন বলিষ্ঠ।

পূর্ব্বে দেবিদাস নিজ বাটীতে চোবে পলওয়ান রাখিয়া কুস্তি শিক্ষা করিতেন। কিন্তু তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক পরি-শ্রমে এতদূর শক্তি সঞ্চয় করেন যে শিক্ষক পলওয়ানদিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিতেন। পরিশেষে বড় বড় পলওয়ানগণ তাঁহাকে পলওয়ান বলিয়া নিজেদের ও তাঁহারে সম্মান রাখিত। আজ বৎসরাধিক কাল গত হইল—তিনি কুস্তি ছাড়িয়া দিয়া-ছেন ; সাধারণে তিনি একজন উত্তম কুস্তিগীর বলিয়া পরিচিত।

পরিশেষে দেবিদাসবাবু তাঁহার পিস্তল ফেলিয়া দিয়া কটিতট হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন। সঞ্জীববাবু ছুরিকা সমেত তাঁহার হাতখানা নিজের বগলে চাপিয়া ধরিলেন। দেখি-লেন—এখন শীঘ্র তাহাকে নিরস্ত্র করিতে না পারিলে, নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন। তিনি দেবিদাসের হাত নিজের বগলের মধ্য দিয়া দুই হাতে সম্মুখদিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে

তাঁহাকে পদকৌশলে ভূতলে পাতিত করিলেন। সঞ্জীববাবু দুই হস্তে ছুরিকা সমেত দেবিচরণের হস্ত ভূমিতলে চাপিয়া ধরিলেন। দন্তদ্বারা ছুরির বাঁট ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ছুরিকা হস্তচ্যুত হইল। সেই নিমিষে দেবিদাসের বক্ষে চাপিয়া বসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধাবসানে।

"শোন দেবিদাস।" সঞ্জীববাবু বলিলেন।

"আগে আমার কথা শুনুন।" যুবক কহিলেন।

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "বলুন।"

দে। মহাশয়, আমার সকলই আপনাকে দিব, যদি মহাশয় একটী মাত্র অনুগ্রহ করেন।

স। আমাকে কি কর্‌তে হবে বলুন।

দে। আমার ঐ ছুরি আমারই বুকে বসান।

স। (মৃদু হাসিয়া) আমার নিকট হতে এ অভিনব অনুগ্রহ নেবার কারণটা কি?

দে। পুলিষের লোকের নিকট এরূপ অপমান সহ্য করবার চেয়ে মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়স্কর। না পারেন, আমাকে দিন; আমি আপনার ছুরি আপনার হাতে নিজের বুকে বসাই।

স। না, দেবিবাবু, তা আপনাকে কর্‌তে হবে না, আমি আপনাকে বন্দী করি নাই। আপনার নিজের নির্দ্দোষিতার উপর আপনার যত বিশ্বাস আছে, আমার তদপেক্ষা অধিক জানবেন।

আরও আমি—আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ কর্‌বো। আপনি যাতে মিথ্যা অপরাধে অপরাধী না হন, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা কর্‌বো।

দে। কে আমাকে অপরাধী করেছে।

স। উঠুন আগে, সকল কথা আপনাকে বল্‌ছি। আমাকে অবিশ্বাস কর্‌বেন না। গত মুহূর্ত্তের কথা আপনিও ভুলে যান—আমিও ভুলে যাই—যা হবার তা হয়েছে।

উভয়ে উঠিলেন। উভয়ের মুখপানে উভয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। দেবিচরণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্থিরচিত্ত; সঞ্জীববাবুকে দেখিয়া তাঁহার বেশ প্রতীতি হইল যে এ ব্যক্তি তাঁহার অপেক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয় শক্তিতেই শক্তিমান্।

দে। হাঁ—আমিও এমন বোধ করেছিলেম—যে আমাকেই এ হত্যাকাণ্ডের সন্দেহস্থল হতে হবে।

স। আমিও তাই বল্‌ছি যে আপনি এ হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সন্দেহ স্থল।

দে। মহাশয় কি বল্‌তে পারেন, এ সন্দেহের কারণ কি ?

স। কারণত পড়েই রয়েছে। আমি যেমন জানি—তাতে আপনার উপর সন্দেহ হবার বিশেষ কারণ রয়েছে। বিমলার মৃত্যুতে একমাত্র আপনারি লাভ।

দে। বিমলার মৃত্যুতে আমার লাভ ?

স। তোমার পালক পিতা যে উইল করেছেন—সে উইল মতে বিমলার মৃত্যুতে আপনিত সমস্ত বিষয়ৈশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী।

দে। এই জন্য, কেমন ?

স। আর কি?

কিয়ন্মুহূর্ত্তের জন্য দেবিদাস নিস্তব্ধ রহিলেন। চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিলেন। বুকের মধ্যে কি এক উৎকণ্ঠা, যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। পরক্ষণে তুষ্ণীম্ভাব ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন, আমি ঈশ্বরের শপথ করে আপনাকে আমার কথা সমস্তই জানাতে পারি।"

সঞ্জীববাবু বক্তাপেক্ষা উত্তম শ্রোতা। সম্মতি দিলেন।

দেবিদাস উদ্বেগপূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন, মহাশয়, আমাকে সহস্র লোকে সন্দেহ কর্‌তে পারে—কর্‌ছে—কর্‌বে। কিন্তু আপনার মন আমি আপনিই জানি। বিমলার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, কি ঘনিষ্টতা, বিমলা আমাকে কত ভাল বাস্‌তো—আমি তাকে কত ভাল বাস্‌তেম—তা কে বুঝ্‌বে? তার ভালবাসার জন্য আমি স্বর্গের আধিপত্য—এ কোন ছার বিষয়-আশয়—বিসর্জ্জন দিতে পারি। তার একগাছি কেশের অপচয়ে প্রাণ দিতে আমি কুণ্ঠিত নই। আমি বেশ জানি, বিমলা যেমন আমাকে ভাল বাস্‌তো তেমন ভালবাসা এ পৃথিবীতে আর নাই।

স। দেবিদাসবাবু, আপনি যে বল্‌ছেন—বিমলা আপনাকে নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাস্‌তো; কিন্তু তার ভালবাসা মৌখিক হতে পারে—সে ভালবাসা যে আন্তরিক তা আপনার বিশ্বাস আছে?

দে। বিশ্বাস আর কারে করি। এ জগতে বিশ্বাস নামে যা কিছু ছিল—তা অবিশ্বাস হয়ে তীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে ঘাতুকের ন্যায় ভ্রমণ কর্‌ছে। আর আপনারে আপনি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

বিমলাকে আমি যতদূর বিশ্বাস কর্‌তেম—আমি নিজেকে তত-দূর কখন করি নাই।

দেবিদাসের নয়নদ্বয় সজল হইল—বিষাদ, বিষণ্ণতা, শোক, অনুতাপ এককালে তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বীয় স্বীয় চিহ্ন প্রকটিত করিল।

স। দেবীবাবু, কাতর হবেন না—আপনি কি এখন মনে করেন যে বিমলা মরে নাই—বেঁচে আছে?

দে। সে কথা আপনাকে কি বল্‌বো—ইচ্ছা করি না।

স। দেবীবাবু—আপনি আমাকে আপনার বন্ধু বলে জান-বেন; আমার উপর সকলই নির্ভর করুন। দেখবেন—শীঘ্রই আমি সে বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে পারি কি না।

দে। মহাশয়ের উপর আমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেছি। মহাশয়ের নাম কি।

স। সঞ্জীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দে। সঞ্জীববাবু, এর ভিতর গূঢ় মন্ত্রণা আছে। বিমলা যে বেঁচে আছে এ কথা আমি উত্তমরূপে জানি, এবং তার মৃত্যু হয়েছে বলে নানাবিধ যে সব প্রমাণ প্রয়োগ হচ্ছে—সে সকল কেবল আমাদিগকে অনুসন্ধান হতে নিবৃত্ত করবার জন্য।

স। তবে কি আপনি তার জন্য কোন সন্ধান করেছিলেন? কি করে জানিলেন বিমলা বেঁচে আছে?

দে। সেই রাত্রি আমি অলক্ষ্যে সেই কল্পিত হত্যাগৃহে প্রবেশ করেছিলেম। গৃহে প্রবেশ করে যা যা দেখেছি—তাতে আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে এ গভীর ষড়যন্ত্র—হত্যা নয়।

সঞ্জীববাবু মৃদুহাসি হাসিলেন; আনন্দজ্যোতিঃ নয়নযুগে প্রকটিত হইল। কহিলেন, "কতকটা আপনি জেনেছেন বটে।"

"কতকটা কি—আমি যা যা বল্‌লেম— সকলই সত্য।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স। যাই হোক—এখন কে দোষী তাহাই স্থির কর্‌তে হবে।

দে। কে দোষী? বিমলার পিতা?

স। না আপনি।

দে। আমি! কেন? (বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সঞ্জীববাবুর মুখ-পানে চাহিলেন।) আমি কি প্রকারে দোষী হতে পারি?

স। আপনিই ত বিমলার অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয়ের অধি-কারী হবেন? কিন্তু আপনাকে আমি দোষী বিবেচনা কর্‌তে পারি না। দেবিবাবু, আপনার আর এমন কোন আত্মীয় আছে যে এ কাণ্ডে তার কোন লাভ আছে?

দে। বিমলা। আপাততঃ কেউ নয়।

স। নিশ্চয় জানেন। আপনার আর কোন আত্মীয় কুটুম্ব নাই, তিনি আপনার মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী হতে পারেন?

দে। না—আমি নিশ্চয় জানি।

স। ভাল—সময়ে প্রকাশ পাবে।

দে। সময় কিছুই প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বে না।

সঞ্জীববাবু এককথা হইত কথান্তরে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিতে বিশেষ নিপুণ। কহিলেন, "পরিমলকে জানেন ?"

দেবিবাবু কহিলেন, "জানি ?"

"পরিমল রামকুমারবাবুর কে হয় ?"

"ভাগিনেয়ী।"

"আপনার কে হয় ?"

"কেহই নয়।"

"দেবিবাবু আমি আপনাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই—বোধ হয় সে সকল কথা আপনার অসন্তোষজনক হতে পারে—আপনিও বিরক্ত হতে পারেন।"

"বলুন। আমি যা জানি উত্তর দিব।"

প্রশ্ন। কখন কোন দিন আপনি পরিমলকে প্রণয়চক্ষে দেখেছিলেন ?

উত্তর। কখন না।

প্র। সে কখনও দেখেছিল ?

উ। একদিনও না।

প্র। কি করে জান্‌লেন যে সে আপনাকে কখন প্রীতিচক্ষে দেখে নাই ?

উ। প্রীতি থাকা দূরে থাকুক—সম্পূর্ণ বিপরীত। তাতে আমাতে স্বাভাবিক বিদ্বেষই ছিল; সে আমায় একদণ্ডের তরে দেখ্‌তে পার্‌ত না—আমিও না।

প্র। তবে আপনার মৃত্যুতে তার কোন প্রকার লাভ নাই ?

উ। আমার মৃত্যুতে আপনার যেমন লাভ—এর অধিক তার নয় জানিবেন।

"আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন।"

"কোথায় ?"

"রামকুমারবাবুর বাটীতে।"

"সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ।"

"আমি আপনাকে গোপনে নিয়ে যাব।"

"প্রয়োজন ?"

"আমি আপনাকে একটা মৃতদেহ দেখাতে চাই ?"

(সবিস্ময়ে) "মৃতদেহ !" (ব্যাকুলচিত্তে) বিমলার নাকি ?

"দেখ্‌বে এস।"

* * * * * *

নক্ষত্রালোক ধরিয়া উভয়ে রামকুমারবাবুর উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স। দেবিবাবু, ভয় পাবেন না ত।

দে। না।

পূর্ব্বোক্ত চাতালের খিলান মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত মৃতদেহ বাহির করিয়া, লণ্ঠানের তীক্ষরশ্মি সেই শবমুখে নিক্ষেপ করিয়া সঞ্জীববাবু কহিলেন, "দেখুন—চিন্‌তে পারেন ?"

দেবিদাসবাবু শঙ্কাভিভূত হইলেন—হৃদয়ের বল হারাইলেন—বিস্ফারিতনেত্রে রুদ্ধশ্বাসে দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

স। শীঘ্র—বিলম্ব কর্‌বার সময় নাই।

দে। কার এ শব ?

স। দেখে বলুন আপনি।

দেবিদাস সেই মৃতদেহপার্শ্বে হেঁট হইয়া উত্তমরূপ দেখিতে লাগিলেন।

স। চিন্‌তে পেরেছেন? কখনও এ ব্যক্তিকে কোথাও দেখেন নাই।

দে। কখনও দেখি নাই।

স। তবে আর কি হবে!

দে। কে এ ব্যক্তি আপনি জানেন?

স। জানি না। আমি বড় রহস্যেই পড়েছি।

দে। এ ব্যক্তি কি প্রকারে মৃত্যু মুখে পতিত হল?

স। সময়ান্তরে বল্‌বো।

সহসা দেবিদাসের হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইলেন। লণ্টানের আলোক আবৃত করিলেন। নিজে তৃণদলের উপর শুইয়া পড়িয়া দেবিদাসকে তদ্রূপ করিতে কহিলেন, "কথা কয়ো না—কে আস্‌ছে?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাকা।

উভয়ে সেস্থান হইতে কিছু দূরে যাইয়া একটা ঝোপের পার্শ্বে তৃণাস্তারণের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই অল্প অল্প তমবিজড়িত বৃষ্টিকণার রাশির মধ্যে মৃতের সেই বিবর্ণীকৃত বিকৃতমুখ বিভীষিকা তুলিল।

দেবিদাস এ পর্য্যন্ত কোন শব্দ শ্রবণ করেন নাই—সহসা সঞ্জীববাবুকে এরূপভাবে লুকায়িত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হই-

লেন। সঞ্জীববাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—তিনি অতি সতর্ক এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি—তাঁহার নিপুণতা, চতুরতা যেন তাহার নয়ন যুগলে প্রতিভাসিত হইতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্তের পর এক ব্যক্তি আসিয়া সেই শবের নিকট দাঁড়াইল। মৃতদেহ আপন বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, "নরু! এই আশা করে এসেছিলি! তোর জন্যই আমার এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা। আজ আমার সকল উদ্যম নিষ্ফল হল—তুই আজ আমার সব নিষ্ফল করিলি।" কাঁদিল।

কিয়ৎপরেই নিতান্ত মর্ম্মাহতের ন্যায় প্রস্থান করিল।

সঞ্জীববাবু দেবিদাসবাবুকে কহিলেন, "আপনি এখন গৃহে যান্। আমি সময় মত আপনার বাটীতে গিয়া দেখা কর্‌বো। আর সাবধান, যেন এ সকল কথা আপনার মুখহতে অন্য ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ না করে।"

দেবিদাসবাবু সঞ্জীববাবুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "মহাশয় সঞ্জীববাবু, আপনাকে একটা কথা বল্‌তে চাই। যে লোকটী এই মাত্র এখান থেকে চলে গেল—আমার যেন পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু আমি কিছু স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না—বোধ হচ্ছে যেন আমি পূর্ব্বে কোথায় দেখেছি।

"ভেবে দেখুন, আপনার মুখের গঠনের সঙ্গে ও ব্যক্তির অনেক সাদৃশ্য আছে—আমি তা দেখেছি।"

"আপনিও জেনেছেন দেখ্‌ছি—সেই জন্যই আমি পরিচিত বোধ কর্‌ছি। (কিয়ৎ পরে) হাঁ—আমার মনে হয়েছে—আমি ও ব্যক্তিকে জানি।"

"কে বলুন দেখি।"

"আমি বল্‌বো না—মাপ কর্‌বেন।"

"দেবিবাবু, আপনার মন স্থির করুন—তা হলেই আমার সন্ধানের বোধ হয় কতকটা প্রকাশ হবে।"

"আমার কাকা।"

"আপনার কাকা? নাম কি?"

"নাম জানি না।"

"সেকি কথা—কাকার নাম জানেন না!"

"না—অনেক দিনের কথা, নাম ভুলে গেছি—এখন দেখে অস্পষ্ট চিন্‌তে পার্‌লেন মাত্র। আর আঠার বৎসরের অধিক হবে—আমাদিগকে ত্যাগ করে দেশান্তরিত হয়েন। শুনেছিলেম ঢাকায় থাক্‌তেন। তারপর একবার মধ্যে আমার পিতার মৃত্যুর পর এনারও মৃত্যু সংবাদ পাই।

"আপনার কাকার আর কেউ আছে?"

"স্ত্রী। আর একটী পুত্র—আমার সমবয়স্ক।"

"তার নাম কি?"

"নরেন্দ্র।"

"তবে এই হত ব্যক্তি আপনার ভ্রাতা। আপনার কাকাকে নরু বলে ডাক্‌তে শুনেছি, নরেন্দ্রর ওর্‌ফে—নরু—কেমন কি না? তবে বল্‌ছিলেন ও শব আমি চিনি না।"

"মিথ্যা বলি নাই। যখন আমাদের সাত আট বৎসর বয়স তখন, নরু আর আমি একসঙ্গে খেলা কর্‌তেম্; তারপরে আজ ষোল বৎসর আর দেখা নাই। বাল্য হইতে যৌবনে যেমন মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন ঘটে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায় কিম্বা বার্দ্ধক্যেও তেমন পরিবর্ত্তন ঘটে না। ইহা যে আপনি না জানেন—তাহা নহে।"

"অনেক সুবিধা হয়ে আস্‌ছে—আর বড় বেশী পরিশ্রম কর্‌তে হবে না।"

"কিসের সুবিধা। আপনি এখন কি মনে করিতেছেন?"

"এই ভয়ঙ্কর রহস্য—ভেদ কর্‌বার সুবিধা। কি মনে করিতেছি সে কথা এখন আপনাকে বলবার আবশ্যক দেখি না; কিন্তু আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে, আপনার বিমলা জীবিত আছে। যে কালে আপনি আপনার কাকাকে আমায় চিনিয়ে দিতে পেরেছেন—সে কালে—এ ষড়যন্ত্র সহজ হয়ে এসেছে। এখন বাড়ী যান—সময় বিশেষে—আমি আপনাকে কোন গভীর রহস্যের কথা বল্‌বো।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রহস্য ক্রমেই গভীর হইতেছে।

দেবিদাসবাবু প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি শবের সন্নিকটস্থ হইয়া অনুতাপ করিয়াছিল—সে ব্যক্তি যেদিকে গিয়াছিল—সঞ্জীববাবু সেইদিকে চলিলেন।

তিনি কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন সেই ব্যক্তি একটী বৃহদ্বৃক্ষান্তরালে আসিয়া সঙ্কেতধ্বনি করিতেছে। সঞ্জীববাবু অল্পদূরস্থ একটী বৃক্ষমূলপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণপরে আবার সঙ্কেতধ্বনি হইল। সেই সঙ্গে একটী রমণীমূর্ত্তি সঙ্কেতকারীর সমীপস্থ হইল।

তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। উভয়ের অনেকক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ চলিল; সঞ্জীববাবু তাহা শুনিতে পাইলেন না।

রমণীকে চিনিতে পারিলেন না, তাহার বদন শুভ্রাবগুণ্ঠনে আবৃত। পরামর্শ শেষ হইলে রমণী রামকুমারবাবুর বাটীর অভিমুখে চলিল। সঞ্জীববাবু রমণীর পশ্চাদনুধাবন করিতে অধিক আগ্রহশীল হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, রমণী পশ্চাদ্দ্বার দিয়া রামকুমারবাবুর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সঞ্জীববাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার ঝটিকা বহিল। এমন সময় অকস্মাৎ কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল। হস্তস্থিত পিস্তল মস্তকলক্ষ্য করিয়া কর্কশস্বরে বলিল—"কোথা, হে, কোথায় যাও ?"

সঞ্জীববাবু কোন উত্তর করিলেন না। দেখিলেন—সেই ব্যক্তি আর কেহই নহে—সেই দেবিদাসের কাকা। সে ব্যক্তির যে হাতে পিস্তল ছিল সেই হাতখানা দুই, হাতে ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন—সেই সঙ্গে দক্ষিণপদের দ্বারা তাহার পদদ্বয়ে সজোরে আঘাত করিলেন—সে ব্যক্তি পদাঘাতে পদভ্রষ্ট হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিচুম্বন করিল। সঞ্জীববাবু তাহার পিঠে উঠিয়া বসিলেন—দুই একটী সজোরে মুষ্ট্যাঘাতও যে করিলেন না—তাহাও নহে। আপনার উত্তরীয় দ্বারা পতিত ব্যক্তির দুইহস্ত দুইপদ পৃষ্ঠোপরে আনিয়া একত্রে বাঁধিলেন। তাহাকে সেই স্থানে দৃঢ় বন্ধনে রাখিয়া রমণীর অনুসরণে চলিলেন।

পরিমল যে গৃহে শয়ন করিত সঞ্জীববাবু সেই গৃহাভিমুখে চলিলেন। দেখিলেন—কক্ষমধ্যে দীপ জ্বলিতেছে না—অন্ধকার। আবার সেই নল বহিয়া উঠিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবে-

শিলেন। লণ্ঠনের আবরণ উঠাইয়া দেখিলেন—পরিমল গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। ঈষদুন্নতবক্ষ নিদ্রাদ্রুতশ্বাসে কাঁপিতেছে। পরিধেয় বসন মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেখিলেন—ভিজা নহে। স্বেদজলে দুই একস্থান সামান্য মাত্র ভিজা, আলো ধরিয়া পদতল দেখিলেন—শুষ্ক—পরিষ্কার। ভাবিলেন;—"তবে কে সে রমণী? পরিমল কখনই নয়; রহস্য ক্রমেই গভীর হচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এ রমণী রহস্যময়ী।

পরিমলের শয়ন কক্ষ হইতে সঞ্জীববাবু পুনরায় উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে তিনি দেবিদাসের কাকাকে আবদ্ধ রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন—তথায় আসিয়া দেখিলেন, বন্দী পলাইয়া গিয়াছে। উত্তরীয়খানি শতখণ্ডে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময়ে—দূর হইতে শিশ দেওয়ার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশিল। কর্ণ স্থির করিলেন—বুঝিলেন যে গৃহে হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল—সেই গৃহের দিক হইতে সে শব্দ আসিতেছে। উল্লাসিত মনে চলিতে লাগিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি কিঞ্চিদ্দূরস্থ একটী বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন।

যে গৃহে বিমলাকে হত্যা কিম্বা হরণ করা হয়, সেই গৃহের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গবাক্ষ—যে গবাক্ষে আম্রশাখা প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই আম্রবৃক্ষ বহিয়া যে গবাক্ষ পথ দিয়া সহজে তন্মধ্যে প্রবেশ করা যায়—উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেই গবাক্ষদ্বারে প্রদীপ-

হস্তে একটী যুবতী দণ্ডায়মান। অপরহস্তে পিত্তলনির্ম্মিত একটি ছোটচাবি রহিয়াছে—অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে যুবতীর আননার্দ্ধ আবৃত। ওষ্ঠ হইতে চিবুক অবধি দীপালোকে দৃষ্ট হইতেছে সেই টুকুতেই যুবতীর অতুল সৌন্দর্য্যের—রূপের পরিচয় দিতেছে। কৃষ্ণকুঞ্চিতকেশদাম দুইপার্শ্বে গুচ্ছে গুচ্ছে লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ণিমার শশী যেন কৃষ্ণমেঘ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছে। মুখাকৃতি আবয়বিক গঠনপ্রণালী পরিমলের অনুরূপ। পরিধেয় বসন দুগ্ধশ্বেত—এলোথেলো, সুবিন্যস্ত নহে—নিদ্রাভঙ্গে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিলে যেরূপ দেখায় সেইরূপ।

কিয়ৎপরে রমণী সেই পিত্তল নির্ম্মিত চাবির রন্ধ্রদেশ অধরস্পৃষ্ট করিয়া বাজাইল। সঞ্জীববাবু চিনিলেন যে শব্দ তিনি শিশ্ মনে করিয়াছিলেন এ সেই শব্দ—সঙ্কেতধ্বনি। ভাবিলেন, "এরমণী রহস্যময়ী।"

সেই সঙ্কেতধ্বনিতে একব্যক্তি একবৃক্ষের ছায়ামধ্য হইতে বহির্গত হইয়া আম্রবৃক্ষ বহিয়া রমণীর নিকটস্থ হইল। পরে আর তথায় নাই।

রমণী আবার সঙ্কেতধ্বনি করিল। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে আবার আর একব্যক্তি বহির্গত হইয়া সেইরূপে উপরতলে প্রবেশ করিল। এইরূপে চারি পাঁচজন বিকটাকার পুরুষ রমণীর সঙ্কেতধ্বনিতে গবাক্ষ দিয়া উপরে প্রবেশিল।

দীপ নিভিল—রমণী নাই। চতুর্দ্দিক অন্ধকার—নিস্তব্ধ।

নবম পরিচ্ছেদ।

অভিনব কৌশল।

সঞ্জীববাবু দেখিলেন বাতায়ন পূর্ব্বের ন্যায় মুক্ত রহিয়াছে। আম্র-বৃক্ষারোহণে তিনিও তাহার মধ্য দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কেহই নাই। পূর্ব্বপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের পদধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল। যেন তাহারা ক্রমাগত সোপানারোহণ করিয়া ত্রিতলে উঠিতেছে। তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া বারান্দায় (চক্) পড়িলেন—কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ত্রিতলে উঠিবার সোপান দেখিতে পাইলেন।

সঞ্জীববাবু দেখিলেন, সেই চারি পাঁচজন দস্যু শাণিত ছোরা-হস্তে সেই সোপানারোহণ করিতেছে। তিনি তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দস্যুগণ সোপান অতিক্রম করিয়া একে একে ছাদে উঠিতে লাগিল—এক—দুই—তিন। চতুর্থ ব্যক্তি, যে পশ্চাতে ছিল সে যেমন উঠিতে যাইবে—সঞ্জীববাবু লাফাইয়া গিয়া এমন কঠিনরূপে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন যে, সে আর কোন শব্দ করিতে পারিল না। অগ্রগামী ব্যক্তিগণ কিছু না জানিতে পারিয়া, রামকুমারবাবুর শয়ন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

যে কোন আকস্মিক বিপদ-বিপত্তি-ঘটনা ঘটুক না কেন, সঞ্জীববাবু সর্ব্ব সময়ে সে সকল দূর করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার চারিজন শত্রুর একজন কমিল—তিনজন।

সঞ্জীববাবু এমন জোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন যে সে ব্যক্তি শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িল। চক্ষুর্দ্বয় উপরে উঠিল। সঞ্জীববাবু দেখিলেন আর অধিকক্ষণ গলা টিপিয়া থাকিলে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইবে—ছাড়িয়া দিলেন। হতভাগ্য সেইখানে শুইয়া পড়িল—কাপড় শুখাইতে দিবার জন্য দেয়ালে একগাছি দড়ী ঝুলিতে ছিল সেই দড়ী লইয়া সঞ্জীববাবু তাহার হস্তপদ কঠিন-রূপে বন্ধন করিলেন। শেষে যাহাতে সে ব্যক্তি কোন কথা না কহিতে পারে, নিজ বস্ত্রের কতকটা ছিড়িয়া তাহার মুখরন্ধ্র পূর্ণ করিলেন।

সঞ্জীববাবুর কার্য্য শেষ হইতে না হইতে রামকুমারবাবুর শয়নকক্ষ হইতে সকাতর চিৎকার উঠিতে লাগিল। সঞ্জীববাবু শুনিলেন—কথাগুলি কেবল, "মলেম—বাঁচাও—রক্ষা কর।" বিদ্যুদ্গতিতে সেই দিকে ছুটিলেন—কি সর্ব্বনাশ!

. . . . . .

রামকুমারবাবুর শয়নকক্ষে দস্যুত্রয় উন্মুক্ত ছোরাহস্তে প্রবেশ করিয়াছে। গৃহ এত অন্ধকার কিছুই দেখিবার উপায় নাই—কেবল চুপি চুপি কথা, শ্বাস প্রশ্বাস—হস্তপদাদিবিক্ষেপশব্দ—শ্রুতি-গোচর হইতেছে মাত্র। রামকুমারবাবুর তখন আর কোন সাড়া-শব্দ নাই।

সঞ্জীববাবু এ সময়ে কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ব্যস্ত হইয়া কিছু করিতেও পারেন না, আবার শীঘ্র উপায় না করিলে রামকুমার বাবুর প্রাণ যায়। মনে করিলেন, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দস্যুদিগকে ছুরিকাহত করিয়া রামকুমারবাবুর প্রাণরক্ষা করেন; কিন্তু এই নিবীড় আঁধারের মধ্যে কে রামকুমারবাবু—

কে দস্যু—কেমনে চিনিবেন? সঞ্জীববাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ। তিনি, দস্যুরা যে গৃহে আপনাদের কার্য্যসমাধা করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া—বিকৃত-স্বরে চুপি চুপি দস্যুদিগকে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে—রক্ষা নাই।"

দস্যুদের মধ্যে আর একজন চুপি চুপি বলিল, "কে রে হিরু নাকি—এতক্ষণ কোথা ছিলি?"

"হ্যাঁরে, পালিয়ে আয়, এখনি গ্রেপ্তার হবি।" সঞ্জীববাবু চুপি চুপি বলিলেন। সে কথা সকলেই শুনিল—উর্দ্ধশ্বাসে যে, যে দিকে পাইল, পলাইল। সঞ্জীববাবুও পলাইবার ভাণ দেখাইয়া তাহাদিগের সঙ্গে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। দ্বিতলে পরিমলের শয়নগৃহ হইতে কাহার পদশব্দ উঠিল। আলিসায় আসিয়া হেঁট হইয়া দেখিলেন—পরিমলের গৃহমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। পরিমল দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ত্রিতলের ছাদের দিকে চাহিয়া আছে। পরিমলের পরিধেয় বসনাদির সঙ্গে, আর যে অবগুণ্ঠনবতী রমণী বাতায়নে দস্যুদিগকে সঙ্কেত করিয়াছিল তাহার পরিধেয় বসনাদির কোন পার্থক্য নাই; সেইরূপই শুভ্র—পরিস্কৃত এলোমেলো—সুবিন্যস্ত নহে।

সঞ্জীববাবু নিশ্চয় বুঝিলেন, যে এই পরিমল সকল অনর্থের মূল। বিস্মিতও হইলেন—এই সামান্য বালিকার এত ষড়যন্ত্র। আবার ভাবিলেন দুই দুইবার আমাকে ফাঁকি দিয়াছে—এমন ফাঁকি দিয়াছে আমি একতিল সন্দেহ করিতে পারি নাই। ভাল, দেখা যাক্।

আলোক হস্তে পরিমল তখনি অদৃশ্য হইল। কিয়ৎপরেই দুই

জন ভৃত্যসঙ্গে ত্রিতলে উপস্থিত। হাতে একটি প্রদীপ জ্বলিতে-ছিল। ব্যগ্রতার সহিত সঞ্জীববাবুকে বলিল, "কি হয়েছে—কি ঘটেছে বলুন ?"

সঞ্জীববাবু কহিলেন—"আলো নিয়ে এই ঘরে গিয়ে দেখ কি হয়েছে ; জাননা কি ?"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে পরিমল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল—রক্তাক্ত মাতুল গৃহতলে নিপতিত। পরিমল কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। হস্তস্থিত দীপও সেই সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে পরিমল চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "অ্যাঁ—কি হল গো—মামাবাবুকে কে খুন করে গেছে যে—"

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "আমি বোধ করি—তুমি যাদের অদ্য রাত্রে এই কতক্ষণ এ বাটীতে প্রবেশ কর্‌তে দিয়েছিলে—তাদেরই এ কর্ম্ম।"

"মামাবাবু নাই—আমাদের কি হবে গো।" সঞ্জীববাবুর কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরিমল কাঁদিতে লাগিল।

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "পরিমল, তোমার চাতুরী যে পূর্ণ হয়েছে তাঁত কিছু পরেই জানতে পার্‌তে—এত তাড়াতাড়ি—কাঁদবার ভাণে এসে দেখে যাবার প্রয়োজনটা কি ?"

পরিমল তাঁহার কৃষ্ণোজ্জ্বলতার নয়ন সঞ্জীববাবুর তীক্ষ্ণ চক্ষুর উপর বিন্যস্ত করিয়া বলিল, "আপনি কি বল্‌ছেন ? আপনার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "আমি কি বল্‌ছি কিছুক্ষণ পরেই জান্‌তে পার্‌বে।"

পরিমল সজলনয়নে বলিল, "মহাশয়! আমার মামাকে আগে

বাঁচান—তারপর অন্য সময়ে আপনার ওসব কথা আমি শুন্‌বো।” তাহার কাতরতা—অশ্রু—হা হুতাশ—ক্রন্দন দেখিয়া সঞ্জীববাবু ভাবিলেন, “এ বালিকা সাধারণ নহে।” কিন্তু যখন আবার সেই পরিমলের নির্ম্মল মুখখানি দেখিলেন—তখন তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল। একটী কলঙ্করেখা—একটী পাপেরচিহ্ন সে মুখখানিতে দেখিতে পাইলেন না। বরং দেখিলেন—সে আননমণ্ডলে পবিত্রতা বিকশিত। ভাবিলেন, তিনি একবার যাহাকে দেখিতেন—তাহার হৃদয়ের সমস্ত তত্ত্ব বুঝিয়া লইতেন—সে বিদ্যা আজ বালিকার সুন্দরমুখের কাছে পরাজয় মানিল।

সঞ্জীববাবু দেখিলেন, রামকুমারবাবু অচৈতন্য। তাহার বক্ষে ও হস্তের কব্জাতে (মনিবন্ধ) ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে। বক্ষে অতি সামান্যই—আঘাত লাগিয়াছে কব্জা সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ হইয়াছে। বুঝিলেন, দস্যুরা বক্ষলক্ষ্য করিয়া ছুরিকাঘাত করিয়াছিল—বক্ষের উপর হস্ত থাকায় ছুরি বক্ষে বিদ্ধ হইতে পারে নাই—হস্তভেদ করিয়া বক্ষ সংস্পর্শ করিয়াছে মাত্র। আঘাত সাংঘাতিক নহে।

সঞ্জীববাবু কহিলেন, “ভয় নাই পরিমল—তোমার মামাবাবু সংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েন নাই।”

পরিমল একজন ভৃত্যকে ডাক্তার ডাকিতে ও অপরকে ভবানীপুর হইতে দেবিচরণকে সঙ্গে লইয়া আসিতে আজ্ঞা করিল।

সঞ্জীববাবু কহিলেন—“ডাক্তারই ডেকে আন—দেবিবাবুকে প্রয়োজন নাই।”

পরিমল সে কথা শুনিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল ; ক্রোধে

কাঁপিতে লাগিল। বর্দ্ধিতরোষা পরিমল সেই ছুটী ডাগর নয়ন অধিকতর বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কে আপনি? আপনার কথা শুনিতে চাই না। আপনার—কথা কবার কোন অধিকার নাই—গোয়েন্দা আছ গোয়েন্দাই থাক—এতদূর কিছুই নহে।

দেবিদাসকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য যে ভৃত্যকে বলা হইয়াছিল সে বলিল, "তবে দেবিবাবুকে ডেকে আনি।"

সঞ্জীববাবু তাহার হাত ধরিয়া নিজের পিস্তল মুখের কাছে লইয়া বলিলেন, "যদি যাবি ত—তোকে খুন করে ফেলব।"

শঙ্কান্বিত ভৃত্য সেই তীব্রদৃষ্টি ও পিস্তল দেখিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সংজ্ঞা লাভে।

ডাক্তারবাবু অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও রামকুমার বাবুর চৈতন্য হয় নাই। ডাক্তারবাবু বিশেষ করিয়া রোগীকে দেখিলেন—হাতের যেখানটা কাটিয়া গিয়াছিল জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দিলেন। বলিলেন, "আঘাত গুরুতর বা সাংঘাতিক নহে। আর কোন ভয় নাই। মুখে জলের ছিটা দাও অল্পক্ষণ পরেই সংজ্ঞা হবে।"

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু পরিমলকে বলিলেন, "যতক্ষণ না চৈতন্য হয় ততক্ষণ মুখে জলের ছিটা দাও"।

পরিমল বলিল, "আপনি কোথা যাবেন?"

"আমি এখনি আস্‌ছি। দেখ, খুব সাবধান—তোমার উপর তোমার মামাবাবুর জীবনের ভার রহিল।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সঞ্জীববাবু দ্বিতলে অবতরণ করিবার সোপানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে দস্যুকে (হিরু, যে ভাণে সঞ্জীববাবু দস্যুদলে মিশিয়াছিলেন) বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন—সে নাই। বুঝিতে পারিলেন—তাহার সঙ্গীগণ পলাইবার কালে তাহাকেও লইয়া গিয়াছে।

উদ্যানের সকলস্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যে গৃহে সংজ্ঞাশূন্য রামকুমার বাবু ও পরিমল ছিল, সেই গৃহদ্বারে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতে শুনিলাম রামকুমার বাবু ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন, পরিমল সে সকলের উত্তর করিতেছেন।

রা। পরিমল, তুমি এ ব্যাপারে তবে কিছুই জাননা?

প। কিছু না, মামাবাবু, আমি কিছুই জানিনা। গোলমাল শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনই এ প্রদীপটা নিয়ে উপরে ছুটে আসি। দেখি, এই ঘরের দরজার সাম্‌নে পিস্তল হাতে আপনার গোয়েন্দাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন!

"তিনি তোমাকে দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?"

"তিনি যা বলেছিলেন তাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হলেম্।"

"তিনি তোমাকে এমন কি কথা বলেছিলেন?"

"আমি তার কথার ভাব ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই। তবে তিনি আমাকে দোষী ভেবে, উপহাস করে ছিলেন—সন্দেহ করেছিলেন।"

"যাও, এখন তুমি তোমার ঘরে যাও, কাল এবিষয়ের মীমাংসা করা যাবে।

তৃতীয় খণ্ড।

রমণী না প্রেতিনী !

Pal. You love her, then ?
Arc. Who would not ?
Pal. and desire her ?
Arc. Before my liberty."
Shakespere="The two noble kinsmen."

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে।

সন্ধ্যার পরে উদ্যানে কামিনীবৃক্ষ পার্শ্বস্থ একটী প্রস্তর চাতালে বসিয়া পরিমল গুন্ গুন্ করিয়া আপন মনে গাহিতেছিল,

সুষম কুসম হাসি সন্ধ্যার শীতল কোলে,
উঠিছে ফুটিয়া হেতা, দেখিয়া মানস ভুলে।
দেখিতে এফুল হাসি, এসেছে হেতায় শশী,
সমীর, নক্ষত্র রাশি, আমিও এসেছি চলে।

ছুটিছে সৌরভ রাশি, ভরিতেছে দশদিশি,
গুণ গান গাহি অলি লুটিতেছে ফুলদলে।
হেতায় জোছনা ফুটে, ভরা তটীনি ছুটে,
পাগল মলয় লুটে, সরসীর কাল জলে।

এমন সময় সঞ্জীববাবু সহসা তথায় প্রবেশ করিলেন। গীত থামিল। পরিমল কিছু অপ্রস্তুত হইল।

সঞ্জীববাবু বলিলেন, "পরিমল, তুমি বেশ গাহিতে পার।"

পরিমল সরমসঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, "কে বলিল? না।"

"তোমার 'সুষম কুসুম হাসি' ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"আপনি এখানে আসিলেন কেন?"

"আমি স্বইচ্ছায় আসি নাই। তোমার 'সুষম কুসম হাসি' আমায় অনেকদূর থেকে ডেকে এনেছে।"

"আপনি এসে ভাল করেন নাই।"

"আমি যে কিছু মন্দ করেছি এমনতও দেখ্‌ছি না।"

"আপনাকে কথায় কে পরাজয় করবে?"

"কথায় না হ'ক—কার্য্যেতে করেছ।"

"আমার কোন্ কার্য্য আপনাকে পরাজয় করেছে?"

"এখন বল্‌তে চাই না—সকল স্থানেই সুন্দরমুখের জয়।"

"আপনি আমাকে কেন বার বার অবিশ্বাস করেন?"

"যদি তোমাকে না অবিশ্বাস করি, তবে আমার নিজের চোক্ দুটাকে আমায় অবিশ্বাস কর্‌তে হয়।"

যদি সঞ্জীববাবু কথায় কথায় ভাবান্তরে তাহাকে অবিশ্বাসের কথা বলিতেছিলেন; কিন্তু দেখিলেন, সে অমলমুখশ্রী—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—নিষ্কলঙ্ক—নিষ্কলুষ—নির্ম্মল—পবিত্র—সরলতা-পূর্ণ—

মনোহর। সে শ্রী মধ্যে আরও দেখিলেন কেমন এক হৃদয়াকার্ষণী শক্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই রাজীবনয়নে ঈষন্নত দৃষ্টিতে কোমলতা ও সচ্ছীলতা মিশিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

"আপনি স্বচক্ষে কি দেখেছেন—বলুন ?"

"আমি যা স্বচক্ষে দেখেছি—তা আমি তোমায় বল্‌তে চাহি না—দেখাতে চাই।"

"বেশত, দেখান।"

"সময় বিশেষে।"

(উপহাসে) "আপনি যা আমাদের বিমলাকে এনে দেবেন তা আপনার বুদ্ধির আধিক্য দেখেই এখন থেকে বুঝতে পার্‌ছি।"

"আচ্ছা আমার বুদ্ধি না হয়—তিনবার তোমার কৌশলের নিকট পরাস্ত হয়েছে। এখনও সময় আছে ; কিন্তু, পরিমল, নিশ্চয় জানিও আমি সহজে ছাঁড়্‌বো না। তোমার কি একখানা নাম লেখা রুমাল আছে ? খুঁজে দেখ' দেখি।"

"আপনি কি কথায় কি কথা আন্‌ছেন ? আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করে—আপনি আপনা হ'তে আপন কার্য্যে ব্যাঘাত কর্‌ছেন।"

"বাধা বিঘ্ন ব্যাঘাত—একদিনে না একদিনে লোপ কোর্‌বো।" যখন পরিমলের সঙ্গে সঞ্জীববাবুর এবম্বিধ কথোপকথন চলিতেছিল। তখন—জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল—সেই শুভ্র স্নিগ্ধ আলোকে সরসীর স্বচ্ছ বারিরাশি নীল—অনন্তআকাশ হীরকখচিতনীল—উদ্যানস্থ তরুলতা ঘনশ্যাম ; পরিমলের চন্দ্রপ্রতিম-আনন নির্ম্মল—ধৌত ও প্রোজ্জ্বল। দিগন্ত মনোহর—লোচনানন্দবিধায়ক—সমীরণ ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—ফুলের সৌরভ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি-

তেছে। লজ্জানম্রনববধুর মত রজতবর্ণের মেঘসন্ততিদল মৃদু মৃদু আসিয়া ধীরে ধীরে দিগন্তের অন্তঃপুর—নির্জ্জন নেপথ্য পানে চলিয়া যাইতেছে।

"বাধা বিঘ্ন ব্যাঘাত একদিনে না একদিনে লোপ করবো।" শুনিয়া পরিমল ভাবিল বোধ হয় সঞ্জীববাবু রাগ করিয়াই এ কথা বলিলেন। কিন্তু—মুখপানে চাহিয়া—সে ক্ষুদ্র সন্দেহ তিরোহিত হইল। দেখিল—সে মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ হাস্যপরিপূর্ণ—জ্যোৎস্নাদীপ্ত—প্রফুল্ল—শোভাযুক্ত, চিন্তালুপ্ত। সঞ্জীববাবু পরিমলের মুখপানে চাহিবামাত্র চারিচক্ষু মিলিল—সে মুখ নত করিল। বলিল, "আজ আপনি মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করেন নাই কেন?

স। তিনি কেমন আছেন—জ্বর হয় নাইত?

প। না—ভাল আছেন।

স। আজ আমার একটু প্রয়োজন ছিল।

প। প্রয়োজন কি?

স। সে কথা তোমায় কি বল্‌বো? তোমার মামাবাবু আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

প। না। তাঁর ভাব দেখে বোধ হল—আপনি সারাদিন তাঁর সঙ্গে একবার মাত্র দেখা করেন নাই বলে রাগ করেছেন।

স। আজও রাত্রে দেখা হবে না। আচ্ছা পরিমল—তোমাদের বৈঠকখানায় যে বিমলার অয়েলপেইণ্টীং ছবি আছে—ও ছবি খানা কি এখনও বিমলার চেহারার সঙ্গে ঠিক মেলে?

প। কেন মিল্‌বে না—ও যে বিমলারই চেহারা।

স। না—আমি তা বল্‌ছি না—ছবিখানি তিন চার বৎসরের

অধিক হল তৈয়ার হয়েছে। বিমলা এখন বড় হয়েছে—বড় হলে চেহারা কিছু তফাৎ হয়ে যায়—তাই বল্‌ছি ছবিখানাতে বিমলাকে বেশ চেনা যায় কি ?

প। হাঁ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বনে।

৯টা রাত। অনন্ত আকাশ মেঘব্যাপ্ত। মেঘ, নিবিড় কৃষ্ণ—একস্থানেস্থির—দিগন্তব্যাপী—ছিদ্রলুপ্ত—সজল—সর্ব্বস্থানেস্তূপীকৃত। দেখিলে বোধহয় এখনিই খুব এক পাসলা ঢালিবে। সে মেঘে, তারা ঢাকিয়াছে—শশী লুকাইয়াছে—জ্যোৎস্না ডুবিয়াছে, নিলিমা লুপ্ত হইয়াছে—ঘোর অন্ধকার সৃজিয়াছে। দিগন্ত হইতে মধ্যস্থান অবধি তড়িদ্বিকাশ হইতেছে। বায়ুবদ্ধ। বৃক্ষাবলী নিস্তব্ধ—স্থির—কোনটা একটী পাতাও নাড়িতেছে না।

এমন সময়ে এই ঘোর দুর্য্যোগে—মাঠের মধ্য দিয়া, একাকী সঞ্জীববাবু চণ্ডীতলার পশ্চিম পার্শ্বস্থ বনে প্রবেশ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছেন। বেহালার উত্তর অংশে চণ্ডীতলা। মধ্যে বেহালী যাইবার একটী পথ। পথের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপার্শ্বে গহনবন—বৃহদ্বৃক্ষাবলীতে পরিব্যাপ্ত—লতায় পাতায় বনজঙ্গলে নিবিড় দুষ্প্রবেশ্য।

আজকাল বনাংশ অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ফলোদ্যান স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র গৃহস্থগণ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতেছে। আমরা যে সময়ের

কথা বলিতেছি সে সময়ে এমন ভয়ঙ্কর অরণ্য ছিল, যে দিবসে নির্ব্বিঘ্নে কত হত্যাকাণ্ড সমাধা হইত, কেহ কিছু জানিত না। মাসেক সময়ের মধ্যে পাঁচ সাতটী মৃতদেহ—কোনটা বক্ষ-বিদির্ণ কোনটা মস্তকচূর্ণ—কোনটা মস্তকহীন—কোনটা বৃক্ষ-গাত্রে লৌহশলাকাবিদ্ধ হইয়া লম্বমান—কোনটা গলদেশে দড়ীর ফাঁসযুক্ত, কোনটা হস্তপদবদ্ধ—কোনটা উদরচ্ছিন্ন পাওয়া যাইত। এখনও কেহ সে পথে সন্ধ্যার পর গমন করিতে সাহস করে না।

সঞ্জীববাবু জানিতেন, রাত্রে এ বনে প্রাণ হাতে করিয়া প্রবেশ করিতে হয়; কিন্তু তিনি কোন বিপদকে বিপদজ্ঞান করে আপন অভীষ্ট কার্য্য ত্যাগ করিতেন না। তিনি যে দিন এই কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন—সে দিন হইতে তিনি নিজ জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আসিতেছেন—কত বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সঞ্জীববাবু একটা ঘনপত্রাবলীপরিবৃত বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বৃক্ষটী লতাদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। তাহার উপরিকার শাখায় একটা বুঁচ্‌কী ছিল, পাড়িলেন। (সঞ্জীববাবু অপরাহ্নে একবার এইস্থানে আসিয়া পথ, স্থান, দেখিয়া যান ও এই কাপড়ের বুচকী নিরাপদে রাখিয়া যান্।) সেই বুচকীতে মড়োয়ারীর বেশ ভূষা ছিল—বাহির করিলেন। নিজে পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে সাজিলেন। মাথায় হরিদ্বর্ণের পাগড়ী দিলেন—কোমরে একছড়া স্বর্ণজলরঞ্জিত পিতলের চেইন ঝুলাইলেন—কাহার সাধ্য তাহাকে চিনে? তাহার মূর্ত্তির এবং বেশভূষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

তাঁহার নিজের বস্ত্রাদি সেই বুঁচকীতে তবকে তবকে সাজাইয়া বান্ধিলেন। পরে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে গোপনে একখানি ছুরি, একটা পিস্তল আর সেই লণ্ঠন লইয়াছিলেন।

মস্তকের উপর দিয়া একটা পেচক কর্কশ কণ্ঠে হাঁকিয়া উড়িয়া গেল। সঞ্জীববাবু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। কিছুদূর যাইয়া একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়ী দেখিতে পাইলেন। তাহার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধুলিসাৎ হইয়াছে। ভিতরস্থ ব্যক্তি কতিপয়ের কথোপকথন শব্দ শুনা যাইতেছে—বড় অস্পষ্ট। বাটীমধ্য হইতে একটী চিরমুক্তবাতায়ন দিয়া দীপালোক আসিয়া বনে পড়িয়াছে।

তিনি বাহির হইতে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিল কোন উত্তর নাই। দেখিলেন যে আলো জ্বলিতেছিল তাহা নাই—কে উঠাইয়া লইয়া গেল। আবার করাঘাত করিলেন। কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল। প্রদীপ হাতে লইয়া তথায় এক ব্যক্তি দেখা দিল। সেই ব্যক্তি পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত হীরুলাল।

হীরুলাল কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কে তুমি—কি চাও?"

সঞ্জীববাবু হিন্দীতে বলিলেন, "আমি পথ হারায়েছি। আর এই দুর্য্যোগে কোথা যাব? আপনাদের এখানে আলো দেখে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমায় আজ রাত্রিকার মতন একটা ঘর যদি অনুগ্রহ করে দেন্।"

হিরুলাল কহিল, "একটা রাত্রির ভাড়া দুটাকা পড়্‌বে, দিতে পার্‌বেন?

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "পার্‌বো।"

হীরুলাল মনে করিল, "লোকটা ধনী বটে—সঙ্গে আছেও কিছু—বিশেষতঃ ওই মোটা চেইন ছড়াটা। শিকার আপনি শিকারীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে—মনে করেছিলেম্ এত দুর্য্যোগে আজ কিছু হবে না—খুব সুযোগই হয়ে গেল।" প্রকাশ্যে বলিল, "আসুন, মশাই, ভিতরে আসুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেমারা।

হিরুলালের সঙ্গে সঞ্জীববাবু প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। প্রাঙ্গন অতি অপরিষ্কার; কোথায় একটা ভাঙ্গা বোতল—কোথায় রন্ধনের চূর্ণ হাঁড়ী—কোথায় রাশীকৃতজঞ্জাল—কোথায় টুকরা টুকরা বাঁশ—কোথায় ছিন্ন বস্ত্রাংশ—কোথায় অর্দ্ধশুষ্ক বমনরাশি—কোথায় তরুর শুষ্ক শাখা প্রশাখা। আলোক না থাকিলে সে স্থান অতিক্রম করা যায় না।

প্রাঙ্গন-সম্মুখে ভগ্নচণ্ডীমণ্ডপ। তাহাতে একখানি অতিছিন্ন সতরঞ্চ বিস্তৃত। তদুপরি একপার্শ্বে অতিমলিন ছিদ্রময় তিনটী তাকিয়া। ভিত্তিগাত্র নিষ্টিবণ কলঙ্কিত; ছাদতল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের ঝুলরাশিদ্বারা আবৃত। একটা বৃহৎ প্রদীপ মশালের মত জ্বলিতেছে। আলোক সম্মুখে তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট; পার্শ্বে মদপূর্ণ বোতল—পানের গেলাস। একযোড়া তাস সম্মুখে পড়িয়া।

ব্যক্তি ত্রয়ের মধ্যে একজন যুবক—খর্ব্বাকৃতি; দেখিতে

বলসম্পন্ন—বর্ণ গৌর—কুঞ্চিত কেশ। দ্বিতীয় ব্যক্তির বয়ক্রম সাতচল্লিশ বৎসর হইবে; দীর্ঘাকৃতি—গঠন বলিষ্ঠ—মুখশ্রী পাপ-কালিমাঙ্কিত। এই ব্যক্তিকেই সঞ্জীববাবু, রামকুমারবাবুর উদ্যানে বৃক্ষচ্ছায়ে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং বন্দী করিয়াছিলেন। অপরজন—বিকটাকার—কৃষ্ণমূর্ত্তি—গুণ্ডা বিশেষ।

যুবক বলিল, "কে লোকটা বল দেখি—মহেন্দ্র, গোবা শালা নয়ত?"

মহেন্দ্র বলিল;—"গোবাটা তার মামার বাড়ী গেছে, সে কি আজ আর ফিরেছে! মহীন্দ্রনাথ, আর এক পাত্র ঢাল বাবা!"

যুবকের নাম মহীন্দ্রনাথ। বলিল; "দাঁড়াও দাদা—আগে দেখি লোকটা কে।"

এমন সময় হীরুলাল সমভিব্যাহারে সঞ্জীববাবু তথায় প্রবেশিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র—মহেন্দ্র কুঞ্চিত ললাট আরও কুঞ্চিত করিল।

সঞ্জীববাবু তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন। বুঝিলেন, তিনি স্বীয় গন্তব্য স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মৃদু হাসিলেন।

মহীন্দ্র জিজ্ঞাসিল, "মহাশয়ের নাম?"

সঞ্জীববাবু উত্তরিলেন, "শিউপ্রসাদ মল।"

ম। এখানে আশা হয়েছে কেন?

স। একটা খদ্দের-বাড়ীতে যাবার বরাত্ ছিল; কিন্তু এ রাত্রে এ দুর্য্যোগ দেখে আর যেতে সাহস কর্‌লেম না। কাজেই আপনাদিগের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

ম। মহাশয়ের কি ব্যবসা করা হয়?

স। আমার বড় বাজারে সুতার কার্‌বার আছে। ব্যবসাতে

বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করেছি সত্য; কিন্তু—এবারে বোধ হয় আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। অফিসের টাকা দিয়ে উঠ্তে পার্ছি না—মালও নিতে পার্ছি না।"

ম। মহাশয়ের কি নেশা টেশা আসে, এই মদ?

স। না—মাপ করবেন।

ম। খেলা টেলা আসে, তাস?

স। না, আমি জানি না।

ম। সে কি! বড় বাজারে থাকেন—আর জানেন না! মিথ্যাকথা। বড় বাজারের প্রায় অনেক স্থানেই জুয়াখেলা হয়। এ কথা কি বিশ্বাস হয়? আপনাকে খেল্তেই হবে।"

স। এ মহাশয়দের অন্যায় কথা। আর আপাততঃ আমার কাছে দুখানা গিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

ম। তাই নয় দুহাত খেলুন।

স। তা খেল্ছি। কিন্তু আর আমায় অনুরোধ কর্বেন না।

হী। আর আপনাকে অনুরোধইবা কর্তে যাব কেন? আপনার কাছেত আর কিছু বেশী নাই।

স। আচ্ছা, প্রথমতঃ একখানা গিনি।

একবার—দুইবার—দুইখানি গিনি হারিলেন। তিনবার—চেন্ গাছটী গিনির দশা প্রাপ্ত হইল।

সঞ্জীববাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ম। বসুন—কখনই উঠ্তে পার্বেন না—আর এক হাত।

স। আর আমার কাছে কিছু নাই।

ম। না থাকে কাগজে সই করে দিবেন। আর এক হাত খেলুন। হয়ত আপনার চেন গিনি আবার জিতে নিতে পারেন।

চেন গিনির যত মূল্য সেই মূল্য অনুসারে বাজী রাখুন—হয় আপনার চেন্ গিনি ফিরিয়ে পাবেন—নয় তার মূল্য সই করে দিবেন ; সময় মত আদায় করে নেব।

আর এক বাজী—সঞ্জীবাবুর হার হইল। তিন শত টাকার খৎ করিয়া হিন্দীতে জাল্ নাম সহি করিলেন।

আবার মহীন্দ্র পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। এককালে ছয় শত টাকা। আবার খেলা—সঞ্জীব বাবুর হার—সহি করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "ঢের হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, আর না।"

মহীন্দ্র বলিল, "সেকি হয়, আর এক হাত।

স। (মৌখিক ক্রোধে) না, এখন আমার সে সময় নয়,—যা হবার তা হয়েছে। (হীরুলালের প্রতি) কি মহাশয়, একটা ঘর টর্ দেবেন কি না বলুন ?

হীরুলাল হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার সঙ্গে আসুন"

সঞ্জীববাবু চলিলেন। চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্ব দিয়া একটা সুঁড়ি পথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া। চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চাদ্দিকে একটা নাতিবৃহৎ, গোলপাতার ঘর ছিল—সেই ঘরে হীরুলালের সঙ্গে উপস্থিত হইলেন।

হীরুলাল বলিল, "তবে আপনি এই ঘরে থাকুন ; কোন ভয়ের কারণ নাই। আমরা নিকটেই আছি, আমি নিজে সারারাত চণ্ডীমণ্ডপে পড়ে থাকি।"

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "না, ভয় আর কি তবে আপনারা এ দুর্য্যোগে যে আশ্রয় দিয়েছেন—এই যথেষ্ট।"

"তবে আমি আসি ?" হীরুলাল চলিয়া গেল।

ছদ্মবেশী সঞ্জীববাবু এতক্ষণ ছদ্মভাষে (হিন্দী) কথা কহিতে-ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

মহীন্দ্রকে মহেন্দ্রনাথ, হিরুলাল ফিরিয়া আসিলে, বলিল,—

"কে জান ?"

মহী। না। কে ?

ম। কিছুই বুঝ্‌তে পারনি ? তোমার ও মাড়ওয়ারী নয়।

মহী। কে তবে, চেন কি ?

ম। চিনি বৈকি—খুব চিনি। এখন এক কাজ কর্‌তে হবে। বেটা যে ঘরে শুয়েছে, সেই ঘরের শিক্লী বন্ধ করে চালা খানায় আগুন দিয়ে দাও।

মহী। তাতে হবে কি ? থতের টাকাগুলো মারা যাবে।

ম।' থৎ! ও তোমার নাকে থৎ। সব মিছিমিছি ; গিনি গিল্টি করা, চেইন গিল্টি করা।"

মহী। (সবিস্ময়ে) সত্যি নাকি !

হীরু। কই দেখি।

তখন সকলে মিলিয়া সঞ্জীববাবুর পণের গিনি ও চেইন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথের কথাই ঠিক।

মহী। তাইত হে! (উদ্দেশে) বেটা, আমাদের কাছে ওড়নঘাই !

ম। এখন দেরি কর্‌বার সময় নয়। শালাকে পুড়িয়ে মার।

হী। তা কি হয়; অত বড় ঘরখানা কি জ্বালিয়ে দেওয়া যায়।

মহী। তা'ত ঠিক কথা, ও ঘরখানা আমাদের কত দরকারে আসে।

ম। ঘর রাখিতে গেলে—প্রাণ যাবে, বলে দিলেম।

মহী। তোমার হেঁয়ালি ছাড় না, দাদা; পষ্ট করে, ভেঙে চুরে সব বল।

ম। ও একজন সাধারণ লোক নয়।

মহী। কে? যেই হোক, এখানে কাকেও ভয় করি না।

ম। গোয়েন্দা।

হীরু ও মহী। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, অ্যাঁ! গোয়েন্দা! কি করে জান্‌লে তুমি?"

ম। সেদিন বেটা আমাকে মেরেই ফেলেছিল। বেটার গায়েও বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, তা আমি এক দিনেউ জেনে নিয়েছি। ভারী ধড়ীবাজ। সে দিন তোকে (হীরুর প্রতি) কি করেছিল জানিস্‌নি? শেষে বেটা তোর মত কথা কয়ে, আমাদের ভয় দেখিয়ে, সরিয়ে দিলে; আমাদের কাজে গাফিলি হয়ে গেল। শালা ভারি তোখড়। আমি জানি ও যেকালে পিছু নিয়েছে আর আমাদের নিস্তার নেই।

হী। ক্ষতি কি আমরা চারজন আছি।

ম। আমাদের মত আট জন হলেও কিছু কর্‌তে পারবে না।

মহী। এখন কি করা যায়?

ম। যা বল্লুম, বেটাকে ঘরে বন্ধ করে ঘর শুদ্ধ জ্বালিয়ে দাও।

মহী। সে কি হয়?

ম। তবে যা হয় তুমি কর।

মহী। বেটা ঘুমুলে বুকে ছুরি বসাবো।

ম। (হাস্য)

মহী। হাস্‌ছো যে? পারি কি না—দেখে নিও।

ম। কি বোকা তুমি! একেই বলে নিরেট বোকা। ওকি আমাদের এখানে ঘুমাবার জন্যে এসেছে নাকি?

মহী। হ্যাঁ—তা ঠিক্‌তো—তবে কি করি। অন্য উপায় বল।

হী। আচ্ছা—একটা পরামর্শই স্থির কর না। এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লে কি হবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-গৃহে।

সঞ্জীববাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। হিরুলালের প্রস্থানের পরক্ষণেই তিনি কুটীরমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। উত্তরদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটা ভাঙ্গা সোপান উর্দ্ধমুখে উঠিয়াছে; ইহা দ্বারা উপরতলে উঠা যায় অনুমান করিয়া—উঠিতে লাগিলেন। একটী কক্ষসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবাট চাপা ছিল। নিঃশব্দে খুলিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তস্থিত লণ্ঠনের আবরণ উন্মোচন করিলেন। দেখিলেন—সেটী কাহার শয়নগৃহ। একপার্শ্বে একটী অর্দ্ধ-

মলিনশয্যা। অপরপার্শ্বে একখানা টেবিল ও তদুপরি এক-খানা বৃহদাকার—দুই একস্থান ফাটা—অতি-পুরাতন দর্পণ। সে দিকে আলোকগতি ফিরাইবামাত্র সঞ্জীববাবু চমকিত এবং শিহরিত হইলেন। দেখিলেন, মেজের উপরে একখানি বেগুনী রঙ্গের নূতন বারাণসীসাটী আর একটা সবুজ মখমলে প্রস্তুত সল্মাচুম্‌কীর কাজকরা জ্যাকেট। তিনি তন্মুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া সে গুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ়তা দূর হইল। সাটী ও জ্যাকেটের স্থানে স্থানে রক্তের দাগ। জ্যাকেটের বক্ষস্থলের এক অংশ দীর্ণ—বোধ হয় ছুরি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বুঝিলেন, এ বিবাহের পোষাক—বিমলার। বিমলা মরিয়াছে। তাঁহার সকল উদ্যম এখন ব্যর্থ হইল। দেবিদাসকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়াছেন। তাঁহাকে শুধু নয়, রামকুমারবাবুকে পর্য্যন্ত তিনি মিথ্যা-আশ্বাসে, ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত রাখিয়াছেন। সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল, যদি এই পোষাক বিমলার হয়—তবে বিমলার মৃতদেহ এই স্থানে থাকা নিতান্ত সম্ভব—সে অনুসন্ধান এখনই করা কর্ত্তব্য।

এই ভাবিয়া তিনি যেমন সেই সাটী ও জ্যাকেট মেজের উপর রাখিতে যাইবেন, দর্পণমধ্যে দেখিলেন, এক নিরুপমা রমণীমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল। ছায়া সরিয়া গেল। কিন্তু, সেই নিমেষ মাত্র সময়ের মধ্যেও সঞ্জীববাবু সেই প্রতিবিম্ব চিনিলেন। আর কাহারই নহে—পরিমলের। আবার ভাবিলেন, হয় ত এ তাঁহার নিজের মনের অলীক খেয়াল মাত্র।

লণ্ঠনের আলোক ঢাকিয়া তিনি তথা হইতে বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময় তাঁহার সম্মুখ দিয়া—একটী রমণী বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহার দ্রুতগতি-বিক্ষিপ্ত বায়ু সঞ্জীববাবুর গাত্রস্পর্শ করিল। এই রমণীই কি সেই 'ছায়ার কায়া? পরিমল? সঞ্জীববাবু মনে করিতে লাগিলেন, পরিমল কি করে এখানে আসিল? আমি তাহাকে এইমাত্র রামকুমারবাবুর বাটীতে দেখে আস্‌ছি—সে কি প্রকারে আমার অগ্রে, সামান্য বালিকা হইয়া, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল? কখনই পরিমল নয়। পরিমলই বা নয় কেন? তবে আমার চোক্ দুটা চোক নয়, এটা বুঝিতে হয়।

সঞ্জীববাবু তথা হইতে বহির্গত হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। সহসা তাঁহার পদতলে কি ঠেকিল, তিনি আলোকের আবরণ খুলিয়া দেখিলেন, শুষ্ক রক্তের দাগ ক্রমাগত একদিকে চলিয়া গিয়াছে। তিনি হস্তস্থিত আলোকটী আবৃত করিয়া পার্শ্বদেশ একটু মাত্র উদ্ঘাটিত রাখিয়া—সেই অস্পষ্ট আলোকে রক্তচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমাস্যে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমনান্তর দেখিলেন—রক্তচিহ্নের সীমা একটি চাবিবদ্ধ দ্বার পর্য্যন্ত। তিনি বিনা চাবি দ্বারা তালা খুলিবার বহুবিধ কৌশল জানিতেন—তালা খুলিয়া ফেলিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

সেই গৃহদ্বার, উন্মোচনে দেখিতে পাইলেন, ভিতরে একটী সোপান ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। সোপানাবতরণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে দুই একবার পদভ্রষ্ট হইলেন; ক্রমে অন্ধকারময় গৃহতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহস্থ বদ্ধবায়ু দুর্গন্ধে পূর্ণ; বোধ হইল, নিকটেই কোন শবদেহ পচিয়া পড়িয়া আছে। লণ্ঠনের কৌশলাবরণ মুক্ত করিলেন। কেন্দ্রীভূত উজ্জ্বল আলোকে ঘরটী আলোকিত হইয়া উঠিল।

সঞ্জীববাবু গৃহতলের চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিলেন; কোথায় কিছু দেখিতে পাইলেন না; কেবল মনুষ্যের নির্ম্মাংস কঙ্কালরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এ দুর্গন্ধের মূলবস্তু নাই।

একপার্শ্বে একটী দেবদারুকাষ্ঠের বড় সিন্দুক ছিল। সেটীর নিকটস্থ হইবামাত্র দুর্গন্ধের পরিমাণ কিছু বাড়িল বলিয়া বোধ হইল। সেই সিন্দুকের ফাঠলে নাসিকা দিইবা মাত্র আর কোন সন্দেহ রহিল না। সিন্দুকের ডালা তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, অতি ভয়ানক ভীতিপ্রদ দৃশ্য—একটী সুন্দর রমণীর মৃতদেহ তন্মধ্যে পড়িয়া, পচিয়া, ফুলিয়া উঠিয়াছে। একরাশ কেশে মৃতার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত।

তখন এত দুর্গন্ধ বাহির হইল যে সে গৃহে এক পল অবস্থান করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সঞ্জীববাবু আপন নাসিকা রুমাল দ্বারা মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধিয়া—সেই মৃতদেহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"বুলবুলের সাধ্য কি বটফল গেলা?"

এদিকে মহীন্দ্র ও তৎসহচরগণ বিপদ বুঝিয়া অস্থির হইতেছে। সকলে মিলিয়া নানাবিধ উপায় নিরূপণ করিতেছে; কিন্তু কোন-

টাতে মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছে না। যত বিলম্ব ঘটিতেছে, ততই তাহারাও শঙ্কিত ও অধৈর্য্য হইতেছে।

এমন সময়ে তথায় দ্রুতপদ সঞ্চালনে এক রমণী প্রবেশ করিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় আশঙ্কাকম্পিত।

মহীন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

রমণী বলিল, "সর্ব্বনাশ! গোয়েন্দা আমাদের পিছু নিয়েছে।"

মহীন্দ্র বলিল, "কে,—জান তুমি ?"

র। খুব জানি—সঞ্জীব।

মহে। আর কোন উপায় নাই—যা হবার তা হয়েছে। এত দিনের পরিশ্রম আজ বিফল হল।

ম। বিফল হবে কি ?

মহে। কিছুই না। কিছু পরে জান্‌তে পার্‌বে। সঞ্জীব সহজ লোক নয়—ও বেটার হাড়ে ভেল্কী লাগে।

ম। তুমি বেশ জান যে ওর নাম সঞ্জীব ?

মহে। নিশ্চয়। আর আমি যদি না ঠিক জানি, সে নিজেই খানিকপরে জানাবে সে সঞ্জীব কি না, কোন সন্দেহ নাই।

ম। বেশ ত, বেটাকে মেরে ফেলা যাক্। বেটার বেশী বিক্রমটা এখন থেকেই ঘুঁচে যাক্।

মহে। মুখের কথা নয়—কাজে করাই ভাল।

ম। এ পর্য্যন্ত যে যে এ বাড়ীতে এসেছে, কেউ জ্যান্ত ফিরে যায় নাই; একথা কি ভুলে গেছ নাকি ?

মহে। এই বার এই লোক সে নিয়ম রদ্ কর্‌বে। এ বাড়ীতে থেকে প্রাণ নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে এই ব্যক্তি প্রথম হবে।

ম। আমারা চার পাঁচ জন আছি; ভয়ের কারণটা কি এত ?

মহে। তার কাছে একজন যেমন, পাঁচজনও তেমন।

ম। তুমি কি ভয় খাচ্ছ ?

মহে। না, কিছু মাত্র না; কি কর্‌বে কর। ভয় কি ?

ম। (রমণীর প্রতি) তুমি তাকে কোথায় দেখ্‌লে ?

র। আমার নিজের ঘরে।

ম। তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

র। আমি পাশের ঘরে ছিলেম।

ম। সে তোমার ঘরে ঢুকে কি কর্‌ছিল ?

র। সন্ধান নিচ্ছিল।

ম। কিছু সন্ধান পেয়েছে ?

র। বিয়ের রক্ত মাখা কাপড় জামা গুলো।

মহীন্দ্রনাথ আপন পিস্তল বাহির করিল। বলিল,—"যা দেখেছ, তা তার প্রাণের সঙ্গেই লোপ কর্‌বো। এখন কি, সে তোমার ঘরের মধ্যে আছে ?"

রমণী বলিল, "না। ঘর থেকে বেরিয়ে রক্তের দাগ্‌গুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে পশ্চিমদিকে যাচ্ছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই শঙ্কিত হইল। উঠিয়া দাঁড়াইল। এক একটা পিস্তল লইল। রমণী তাহাদিগের মুখপানে চাহিয়া বুঝিল, তাহারা এখনি এক ভীষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্রলাল বলিল, "এখনিই সর্ব্বনাশ হবে। বেটাকে যেমন করেই হক্ মেরে ফেল্‌তেই হবে।"

সকলে বলিল, "ধরুই না, বেটা মরেছে।"

মহে। যা কর্‌বার শীঘ্র কর; সময় নষ্ট কর্‌লে চল্‌বে না।

হী। বেটাকে না কায়দা করতে পার্‌লে, কিছুতেই কিছু হবে না; এক মহা হাঙ্গামা উপস্থিত হবেই।

ম। সে একলা যাই করুক—পরিত্রাণ নাই।

হী। এখন কোন্ খানে তাকে ধরা যায় বল দেখি?

ম। যেখানে তার চিতাশয্যা হবে—সেইখানে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"উস্তুরে লোক পরিপাটী।
দেখে লাগে দাঁতকপাটী।"

সকলে সশস্ত্র। দস্যুদল একত্রে মিলিয়া সঞ্জীববাবুর অনুসরণে অগ্রসর হইল। দেখিতে পাইল, তাহাদিগের গুপ্তগৃহে আলোক জ্বলিতেছে।

যখন সঞ্জীববাবু মৃতা রমণী কে তাহা জানিবার জন্য যেমন তাহার মুখে আলোক ধরিলেন, তখন সকলে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। মহীন্দ্র তদ্দণ্ডে বন্দুক ছুড়িল। মহীন্দ্র যেরূপ ভাবিয়াছিল, ঠিক তাহা ঘটিল না। মনে করিয়াছিল আলোকধারীকে নিহত করিবে; কিন্তু বন্দুকের গুলি আলোকধারীর আলোকনির্ব্বাপিত করিল মাত্র; লণ্ঠান চূর্ণ হইল। দূরীভূত আঁধার গৃহমধ্যে পুনঃ অধিকার লাভ করিল। সঞ্জীববাবু বুঝিলেন, দস্যুরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে; এখনই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাভিনয় আরম্ভ হইবে; মাথা হেট করিয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িলেন।

মহীন্দ্র, মহেন্দ্রনাথকে বলিল, "তুমি এই সিঁড়ির উপরে দাঁড়াও ;.যে কেহ তোমার কাছে আস্‌বে তার বুকে ছুরি বসাবে। এইবার আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হবে ; বেটাকেত ধরেছি—বেটাত জালে পড়েছে।" অপর সঙ্গীদিগকে বলিল, "এ ঘরটা বড় ; সহজে ওকে ধরা যাবে না। তিনজনে তিনদিক দিয়ে বেটাকে ঘিরে ফেলি এস, আমি মাঝে থাকি ; তোমরা দুই পাশে থাক—ছুরি বাগিয়ে নাও।"

আদেশমত কার্য্য হইল। সঞ্জীববাবু দেখিলেন, ভয়ানক বিপদে তিনি পড়িয়াছেন ; কাহার নিকট তিলপরিমাণ কৃপা পাইবার সম্ভাবনা নাই—কেহ করিবেও না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সকল প্রকার শব্দ অনুকরণ করিতে পারিতেন, আরও তাঁহার এরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি নিকটে থাকিয়া এরূপ স্বরে কথা কহিতেন যেন অনেক দূর হইতে সে স্বর আসিতেছে বলিয়া বোধ হইত। তিনি সেই গৃহের দক্ষিণ কোণ হইতে মহীন্দ্রনাথের স্বর অনুকরণ করিয়া—যেন বহুদূর হইতে উচ্চারিত হইতেছে, কহিলেন,—"হীরু—এদিকে—এদিকে।" গৃহের বাম দিকে সরিয়া গেলেন। কোন উত্তর নাই ; কেবল পদ শব্দ।

এমন সময়ে তিনি আর এক ফিকির খেলিলেন ; যেন বোঝাযুঝি হইতেছে, এইটুকু দেখাইবার জন্য নিজের পিস্তল ও ছুরি লইয়া পরস্পরে ক্রমান্বয়ে আঘাত করিতে ও গ্যাঁঙানি শব্দ করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার ফিকির সফল হইয়াছে। সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সঞ্জীববাবু গৃহটী পূর্ব্বে তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন। বিরোধীদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তিনি নির্ব্বিঘ্নে, নিঃশব্দে

অথচ দ্রুত, সোপানের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোপান শ্রেণীর উপরিভাগে মহেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান ছিল। তিনি তাহাকে আপন পিস্তলের নল দ্বারা বুকে আঘাত করিলেন। মহেন্দ্র-নাথ গৃহতলে সশব্দে নিপতিত হইল, সঞ্জীববাবু উপরে আসিলেন।

আমাদিগের এই বর্ণিত অধ্যায়ের এই পর্য্যন্ত পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়ের যত সময় ব্যয় হইয়াছে তাহার শতাংশের এক অংশ সময়ের মধ্যে সমস্ত ঘটনা সম্পন্ন হইয়াছিল।

মহেন্দ্রনাথের পতনশব্দে সকলে চমকিত হইল। ফিরিল। মহেন্দ্রনাথ কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল; কেহ তাহাকে অন্ধকারে চিনিতে পারিল না; গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ জন্মিল। সকলে তাহাকেই চাপিয়া ধরিল। মহীন্দ্র আলো আনিতে ছুটিল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "বেশ করে চেপে ধর—আঘাত করো না; আমি আগে একটা আলো আনি।"

যেমন মহীন্দ্রনাথ সোপানাতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াছে; সঞ্জীববাবু তাহাকে সজোরে ধাক্কা মারিলেন; কাতরোক্তি করিয়া মহীন্দ্র সোপানতলে নিপতিত হইল।

অনেক ব্যক্তি এরূপ বিপদে, পরিত্রাণ পাইলে আপনার সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়া পলাইত; কিন্তু সঞ্জীববাবু সে প্রকৃ-তির লোক নহেন। তাঁহার উদ্যম, সাহস, দৃঢ়তা প্রাণের ভয় দূর করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে শুনাইয়া সজোরে পদ শব্দ করিতে করিতে, উপর ছাদে উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সহসা থামিলেন। শুনিতে পাইলেন;—

মহীন্দ্রনাথের উক্তি, "অ্যাঁ! আমরা এতগুলো! ফাঁকি দিলে বেটা; দস্তুর মত ফাঁকি দিয়েছে! বেটা উপরে উঠ্‌ছে;

চল, এবারে একটা মশাল জেলে বেটাকে পুড়িয়ে মারি—অন্ধকারে বেটার কিছুই কর্‌তে পার্‌বো না।”

হীরুলালের উক্তি, “আমি সেই প্রদীপটা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নিয়ে আস্‌ছি—তখনই নিয়ে এলে এত কাণ্ড হত না।”

হীরুলাল চলিয়া গেল। সকলে বাহিরে আসিল। সঞ্জীববাবু মৃদু হাসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই হীরুলাল আলো হস্তে আসিয়া উপস্থিত। যেমন প্রদীপটী মহীন্দ্রনাথের হস্তে দিতে যাইবে—সঞ্জীববাবু দেয়াল হইতে একটা বড় ইঁটু খসাইয়া প্রদীপের উপর নিক্ষেপ করিলেন। প্রদীপ চূর্ণ বিচূর্ণ; ঘোর অন্ধকার হইল।

মহীন্দ্রনাথ বলিল, “দূর হোক্—বেটা ভারি তোখড়্—থাক্ আলো থাক্—অন্ধকারে কাজ সার্‌বো।”

সঞ্জীববাবু উপর তলের সোপান হইতে শব্দ করিয়া জানাইলেন, যে তিনি তাদের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

সকলেই তাহার নির্ভীকতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। মহীন্দ্রনাথ বলিল, “মানুষ—না, কি? এমন আমি কখন দেখিনি, যে চার-জন পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে। আচ্ছা—তোমরা সকলে ঠিক হয়ে থাক—আমি বেটাকে একলা ধর্‌বো। এ নিশ্চয় জেম—যত বড়ই বীর হক—যতই ক্ষমতা ওর থাকুক্—কখন ফিরিবে না—এ বাড়ী থেকে কখনই ফিরে যেতে পারবে না।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"যে দিকে জল পড়ে,
সেই দিকে ছাতি ধরে।"

সকলে মিলিয়া ছাদে উঠিতে লাগিল। সঞ্জীববাবুর নিকট তাহা অজ্ঞাত রহিল না। তিনি সেই সোপানের চিলের ছাদের এক-কোণে লুক্কায়িত রহিলেন। একে একে দস্যুগণ সকলেই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ছাদে প্রবেশিল। তাহারা ছাদের অপর পার্শ্বে গমন করিলে তিনি তথাকার দ্বার ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া—নীচে নামিয়া আসিলেন।

অদ্য যদি তিনি সেই মৃতদেহের যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান না করিতে পারেন—তাহা হইলে তাঁহার এত পরিশ্রমই বৃথা। বিশেষতঃ কিছুক্ষণ পরে যে তাহা স্থানান্তরিত করা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই—এই ভাবিয়া তিনি নির্ভয় চিত্তে যে গৃহে এতক্ষণে তুমুল বিপ্লব চলিতেছিল—তথায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন। নিকটে দিয়াশালাই ছিল, পূর্ব্বোক্ত ভগ্নপ্রদীপের পলিতা লইয়া প্রজ্জ্বলিত করিলেন।

যে সিন্দুকে শব ছিল, তাহার আচ্ছাদনী উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, শবদেহটী কোন নিরুপমা সুন্দরী বালিকার। অধিক-দিনের মৃতদেহ বলিয়া—সহজে চিনিবার কোন উপায় নাই; স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়াছে। সঞ্জীববাবু কখন বিমলাকে দেখেন নাই—কেবল পূর্ব্বোক্ত তৈল-চিত্র দর্শনে বিমলার আকৃতি কিছু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছিলেন মাত্র।

তিনি সেই মৃতদেহ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন—স্তম্ভিত হইলেন—শব হইতে একটী হস্ত ছেদন করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভাবিলেন, হয় ত এই শব বিমলার হইবে—কিন্তু বিমলার কি না— তাহা কিরূপে ঠিক করিব—একবার রামকুমারবাবুকে আনিয়া দেখাইতে পারি—তাহা হইলে ইহার মীমাংসা হয়।

দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, "অ্যাঁ—আবার ফাঁকি—বেটা দরজা বন্ধ করে নেবে গেছে—"

"বেটা ভূতগোয়েন্দা না হলে কার বাবার সাধ্যি এ জঙ্গলের ভিতর এসে এত কারখানা করে।"

"আয়—দেখি—বেটা কোথায় পালাল—এদিককার সিঁড়িটা দিয়ে নামিগে চল্।"

সঞ্জীববাবু সহজেই বুঝিলেন, পাষণ্ডেরা আবার নীচে আসিতেছে। তিনি আর কোন সুবিধা না বুঝিয়া বাহিরে আসিলেন। শুনিতে পাইলেন—উত্তরদিক হইতে কোন রমণীর অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি আসিতেছে। স্থিরকর্ণে কিয়ৎক্ষণ শুনিলেন। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে খানিকটা অগ্রসর হইলেন; এমন সময় ষড়যন্ত্রকারীদিগের পদধ্বনি শ্রুত হইল। বাটীত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আসিলেন। কাপড়ের বুঁচকী নামাইয়া, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া নিজের বেশ ধারণ করিলেন।

রামকুমারবাবুর বাটী অভিমুখে সঞ্জীববাবু চলিলেন। বহু পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বৈঠকখানা গৃহে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত হইবার নিমিত্ত শয়ন করিলেন। দুই একটী চিন্তা

আসিয়া মনোমধ্যে উদিত হইল। চিন্তা সমাপ্ত হইতে না হইতে—নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বায়সকুল স্ব স্ব নীড় হইতে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শেষ রাত্রে।

শয্যা ত্যাগ করিয়া সঞ্জীববাবু উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। দেখিলেন, পরিমল যাইতেছে। সম্মুখীন হইলেন। সঞ্জীববাবুকে দেখিয়া পরিমল স্থির হইয়া দাঁড়াইল, সঞ্জীববাবুকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইল না—আশঙ্কার কোন চিহ্ন তাহার মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইল না।

সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসিলেন, "পরিমল, এরি মধ্যে তুমি ফিরে এসেছ—আশ্চর্য্য!"

পরিমল তাঁহার কথায় ঈষদ্বিরক্ত হইল। তাহার কপোলদ্বয় ক্রোধে ঈষল্লোহিতরাগে রঞ্জিত হইল। বলিল, "মহাশয়, আপনি কি পাগল হয়েছেন নাকি—এ সকল আপনার কি কথা? কোন রীতিতে আপনি আমাকে এমন কথা বলেন?"

স। (সহাস্যে) না, আমি এমন কিছু অন্যায়—কি মিথ্যা কথা বলি নাই, বটে; তবে, তুমিও জান—আর আমি জানি—তুমি এই মাত্র কোন গুপ্তস্থান হতে ফিরে আস্‌ছো।

প। কোথা থেকে ফিরে—

স। (বাধা দিয়া) তুমিত জান—আমাকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কি তুমি দেখ নাই?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিলেন।

প। মহাশয়ের কাছে—তবে অনেকক্ষণটা কিছুক্ষণ হয়ে পড়েছে।

স। তুমি বড় চতুরা; কিন্তু এ চাতুরী বড় বেশীক্ষণ সঞ্জীবের কাছে খাট্‌বে না—এটা স্থির জেন; তোমার চেয়ে তুমি আমাকে সহজ বোধ করো না।

প। আপনি কি আমায় ভয় দেখাতে এসেছেন? যদি আমার কোন দোষ থাক্‌তো—দোষী হতেম্—তবে আপনাকে ভয় কর্‌তেম্। আমি আপনাকে একতিল ভয় করি না—তার কোন কারণও নাই। কিন্তু ভয় করা দূরে থাকুক—আপনার কথায় আপনাকে পাগল কি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি বলে আমার বোধ হচ্ছে। আপনি যে মাঝে মাঝে—মাথা মুণ্ড নেই এমন সব কথা তুলেন্—তার মানে কি?

স। তার মানে কি শীঘ্র তোমাকে ব্যাখ্যা করে দিব।

প। আপনি আমাকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কোথায় দেখেছিলেন?

স চণ্ডীতলার বনের মধ্যে এক ভাঙ্গা বাড়ীতে।

প। আমাকে দেখেছেন আপনি? সত্য বলুন।

স। আমি স্বচক্ষে তোমাকে দেখেছি। তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌তে হলে আমার নিজের চোক্‌কে অবিশ্বাস কর্‌তে হয়।

প। শুনুন, আপনি বিশ্বাস করুন আর অবিশ্বাস করুন,—আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে আপনাকে বল্‌ছি—আমি, অদ্য কি কখনও কোন রাত্রে একা বাড়ীর বার হই নাই। চণ্ডী-তলার বনের ভাঙ্গাবাড়ীর নাম এ পর্য্যন্ত শুনি নাই—এই আপনার মুখে নূতন শুন্‌লেম।

সঞ্জীববাবু বিস্মিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দারুণ সন্দেহ।

পরিমলের প্রতিজ্ঞা সঞ্জীববাবু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তাহা কি প্রকারে মিথ্যা হইবে? কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া অনুভব করিলেন—তাহার কথা সত্য। কহিলেন, "পরিমল, সত্য বল্‌ছো যে তুমি আজ রাত্রে বাটীর বার হও নাই?"

প। না, মহাশয়!

স। আচ্ছা। যারা তোমার মামাবাবুকে খুন করতে এসেছিল, তুমি যাদের জানালা থেকে বাড়ীর ভিতরকার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলে, তারা কে?

প। "মিথ্যা কথা—আমি তাদের কখন দেখিনি—চিনি না—জানি না, কাকেও বাড়ীর মধ্যে আনি নাই।

"সকলই আশ্চর্য্য! তুমি ভিন্ন আর কে হবে? দুইবার তোমাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি; দুইবার তুমি অস্বীকার করলে; তুমি যদি না হও তবে আমি যাকে দেখেছি তাকে প্রেতিনি বুঝতে হবে কেমন কি না?"

"যা বিবেচনা করেন।"

"আর কি বিবেচনা হতে পারে? তবে এইটেই বেশী সত্য বলে বোধ হয়—যে তুমি বিমলার মৃত্যুর সকল বিষয় জেনেও গোপন করছো।"

(সদুঃখে) "ও কথা আপনি বলতে পারেন। বিমলা যদি

প্রাণ পায়—আমি নিজের প্রাণ তার জন্য দিতে পারি। বিমলাকে আমি কত ভালবাসি—আপনি তার কি বুঝ্‌বেন? মহাশয়, আপনার কথায় আপনাকে সহজ বোধ হয় না। আপনি নিশ্চয় সকলই জানেন—এখন কেবল ছলনাদ্বারা—সব ঢেকে ফেল্‌তে চান্‌। আপনি গোয়েন্দা বটে কিন্তু—পুলিসের নয়—ষড়যন্ত্র-কারীদের।"

"একি উল্টা চাপ নাকি?"

"আপনার কার্য্যেও সেইরূপই বোধ হয়। আপনি এ পর্য্যন্ত কিছুই কর্‌তে পার্‌লেন না। আমিই কেবল চোরদায়ে ধরা পড়েছি।"

"পরিমল, আমার একটা দিনও বৃথা যায় নি। এর মধ্যে এ গূঢ় ব্যাপার যতদূর আবিষ্কার হতে পারে—তার বেশী আমি করেছি।"

"কি করেছেন?"

"তুমি এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই আছ; আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি।"

দৃঢ়স্বরে নিষ্পলকনেত্রে পরিমল বলিল, "কি কি প্রমাণ পেয়েছেন?"

সঞ্জীববাবু তখন সকল কথাই বলিলেন। সেই রক্তাক্ত রুমালের কথাও তুলিলেন।

প। মহাশয়, এর ভিতর অনেক রহস্য আছে। আপনার কথায় আমি কোন মতে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না। আমাকে আপনি কখন দেখেন্‌ নাই—নিশ্চয়ই দেখেন্‌ নাই। আপনি রুমালের কথা কি তুল্‌ছেন?

স। আমার নিকটেই আছে, দেখ্‌তে পার। (রুমাল প্রদান)

প। একি—এযে রক্তে মাথামাথি! এ আপনি আমার হাতে দিলেন কেন?

স। দেখ্‌বে বলে। যেমন তুমি ফেলে এসেছ, তেমনিই আছে—ও রক্তের দাগ আমি লাগাই নাই যার রুমাল সেই—

প। (বাধা দিয়া) কার?

স। তোমার। ঐ কোণে তোমার নামের চার ভাগের তিন ভাগ এখনও দেখা যাচ্ছে, দেখ্‌তে পার। বেশী তর্ক কর্‌তে হবে না।

প। অ্যাঁ তাইত—একি—এ সকল আর কিছু নয়—আমাকে বিপদে ফেল্‌বার মন্ত্রণা। (উদ্দেশ্য) হা মা কালি! তুমি জান, আমি দোষী কি নির্দ্দোষী। তুমি মা বিচার করো—তুমি জান—বিমলাকে আমি কত ভালবাসতেম্—তার জন্যে আমার বুকের ভিতর কি যন্ত্রণা হচ্ছে?

স। তবে এ রুমালও তোমার নয়?

প। (ক্রোধে) না, যদি এ রুমাল আমার হয়—পরমেশ্বর যেন এইক্ষণে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন।

সঞ্জীববাবু কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, "পরিমল, তোমার কি যমজ ভগ্নি আছে?"

"না?"

"কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক—যার সঙ্গে তোমার চেহারার কিছু সাদৃশ্য আছে?"

"কেউ নাই।"

"এ রহস্য বড় সহজ নয়—অতি গভীর। যাই হোক—আমি সমস্ত না দেখে ছাড়্‌ছি না। তুমি কি আমাকে কোন বিষয়ে এক্ষণে সাহায্য কর্‌বে?"

"যা—আদেশ করেন বলুন। বিমলার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।"

"তুমি বিপদের মুখে অগ্রসর হতে ভরসা কর, তা যদি কর? তবে আমার সঙ্গে এস—যথায় বিমলা আছে তোমাকে নিয়ে যাব।"

"এখান থেকে কত দূর?"

"বেশীদূর নয়—কাছেই। রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই আমরা ফির্‌বো; কিন্তু এক ভয়ানক জিনিস তোমাকে দেখাব।"

"বিমলার মৃতদেহ নাকি?"

"মৃতদেহ বটে; বিমলার কি কার—তা জানি না।"

"চলুন—যদি বিমলার হয়—তবে আমি আর ফির্‌বো না,—সেই খানেই মর্‌বো; তার পাশে মরে,—তার সঙ্গে যাব।"

"আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস সে মৃতদেহ বিমলার নয়। বিমলা বেঁচে আছে, আমি তাকে নিশ্চই উদ্ধার কর্‌বো।"

"তা যদি পারেন—তবে—আমার প্রাণ দান কর্‌বেন্। আপনার উপকার তা হলে জন্মে ভুল্‌বো না।"

"আমার উপকারের প্রতিশোধ করিবে কি?"

বালিকাসুলভচপলতায়,—"আমার যা আছে সকলই আপনাকে দিব—আমার যত গহনা আছে—সব বিক্রয় করে যা হবে আপনাকে দিব।"

"আমি এখনও তত দূর অর্থপ্রয়াসী হই নাই।"

চতুর্থ খণ্ড।

ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র !

I could a tale unfold. whose lightest word.
Would harrow up thy soul; freeze thy young blood;
Make thy two eyes, like stars, start from their [spheres;
Thy knotted and combined locks to part,
And each particular hair to stand on end
Like quills upon the fretful porcupine.

Shakspere—"Hamlet."

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সঞ্জীববাবু পরিমলকে সঙ্গে লইয়া একটী অপ্রশস্ত গলি পথ দিয়া চণ্ডীতলার বনে সেই ভাঙাবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। একটী স্থান স্থির করিয়া কহিলেন, "পরিমল এখানে এখন তুমি অল্পক্ষণের জন্য একলা থাক্‌তে পার্‌বে ?"

"পারবো।"

"এই গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে—নতুবা বিপদ ঘট্‌তে বেশী বিলম্ব হবে না।"

"আচ্ছা। আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমি যা তোমাকে দেখাব বলেছি—এই বাড়ীর মধ্যে তারই সন্ধানে যাব।"

"আমি আপনার সঙ্গে যাই না কেন?"

"না—আমি এই বাঁশীর শব্দ কর্‌লে তুমি বরাবর বাড়ীর মধ্যে যেও। আগে আমি ভাল করে না দেখে তোমায় একেবারে নিয়ে গিয়ে বিপদের মুখে ফেল্‌তে পারি না।"

"তবে আপনি শীঘ্র যান্‌।"

সঞ্জীববাবু সতর্কতার সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কবাট উন্মুক্ত ছিল। কাহারও কোন সাড়াশব্দ শুনিতে পাইলেন না। চণ্ডীমণ্ডপে দেখিলেন, কেহই নাই—সকলি নিস্তব্ধ; বাটীমধ্যেও কেহ আছে এরূপ বোধ হইল না। সকল গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন—পাপিষ্ঠেরা সকলে পলায়ন করিয়াছে। মনে মনে সুখী হইয়া নিকটস্থ বংশীর শব্দ করিলেন। কিছুক্ষণ গত হইল—পরিমল আসিল না। পুনরপি বাজাইলেন—পরিমল আসিল না।

সঞ্জীববাবু বড় ভীত হইলেন। তবে কি পরিমল দস্যুদ্বারা অপহৃত হইল? এক ঘটিতে আর এক ঘটিল? পাপিষ্ঠেরা বোধহয়—এ বাটী ছাড়িয়া বনেই অবস্থান করিতেছিল—কি সর্ব্বনাশ! সঞ্জীববাবু অধীর হইয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পরিমলের উদ্দেশে ছুটিলেন। যথায় তাহাকে তিনি রাখিয়া আসিয়াছিলেন—তথায় আসিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। আশঙ্কা ক্রমশঃ

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পশ্চিমদিক হইতে জলের ঝপাস্ ঝপাস্ শব্দ আসিতেছে—শুনিতে পাইলেন; তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, বড় বড় ঘাসগুলি কাহার পদদলিত হইয়াছে; তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। অবশেষে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। তাহার জল লতা-পাতা-পচিয়া মলিন—দুর্গন্ধ-যুক্ত; সেই জলের মধ্যে—পুষ্করিণীর মাঝখানে পরিমল একবার ডুবিতেছে—আবার হাতাড়িয়া উঠিতেছে। সঞ্জীববাবু তখনই ছুটিয়া জলে পড়িলেন। পরিমলের উন্মুক্ত কেশরাশি ধরিয়া তাহাকে তটে উঠাইয়া আনিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "একি—তুমি আত্মহত্যা কর্‌ছিলে?"

প। আমার মরণই মঙ্গল—কেন ;আমাকে আপনি উপরে তুলে আন্‌লেন? হিত কর্‌তে বিপরীত কর্‌লেন।

স। এ কথা বল্‌ছো কেন?

প। সে কথা আপনাকে কি বল্‌বো—বল্‌তে চাইনা।

স। তবে কি তুমি আমায় কেবল মিথ্যা কথা বলে বুঝিয়েছ? দোষী তুমি? বিমলার মৃত্যুতে তোমার কোন অপরাধ আছে?

প। না না—কিছু না। আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ—এমন পোড়া কপাল করে এসেছিলেম। ছেলেবেলায় মা বাপকে হারা-লেম; আমার দুর্ভাগ্যেই তারা মরেছেন—বিমলাও ছেড়ে গেল। রৈল কে? তার মৃত্যু—সেই মৃত্যুতে আমার উপর অবিশ্বাস—এমনি কপাল আমার! আর প্রাণে কত সয়? একেত বিমলার জন্য আমার প্রাণ বা'র হচ্ছে—তার উপর বারবার এত যন্ত্রণা—এতঅবিশ্বাস—এত অনর্থ—বিপদ, সব সহার চেয়ে মরা ভাল।

"যদি তোমার ভগ্নী বিমলা জীবিত থাকে?"

"আপনি কি বল্‌ছেন? এই আপনি তার মৃতদেহ অন্‌তে গেছলেন, আবার বল্‌ছেন—বিমলা জীবিত আছে।"

"তোমায় ত আমি বলি নাই যে বিমলা মরেছে।"

"আপনি কি মনে করেন; স্থির জানেন, বেঁচে আছে?"

"হাঁ—আমিত বরাবর বলে আস্‌ছি যে, তাকে যেমন করে পারি উদ্ধার কর্‌বোই কর্‌বো; বিমলার উদ্ধার সাধন আমার মূলমন্ত্র।"

পরিমলের বিষন্ন মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া সঞ্জীববাবুর হস্ত ধরিয়া পরিমল বলিল, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্—আপ্‌নি আমার প্রাণদান কর্‌লেন্—আপনার কথায়, আবার আমার অনেক আশা হচ্ছে।"

"এখন তুমি গৃহে ফিরে যাও।"

"না—আমি আপনার সঙ্গে থাক্‌তে চাই।"

ভিজা কাপড়ে থাক্‌লে—অসুখ কর্‌তে পারে। (কিঞ্চিচ্চিন্তার পর) "আচ্ছা এস।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুই নাই।

সঞ্জীববাবু যে গৃহে দর্পণ-মধ্যে পরিমলের প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছিলেন সেই গৃহ, আর্দ্রবসনা পরিমলকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই ঘরে গিয়ে তুমি কাপড় ছেড়ে এস—দুই একখানা কাপড় ওদিককার কোণে পড়ে আছে।"

পরিমল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সঞ্জীববাবু গৃহদ্বারে তাহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সহসা গৃহমধ্য হইতে পরিমল

উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সঞ্জীববাবু চমকিতচিত্তে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পরিমল গৃহতলে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। ধরিয়া তুলিলেন—দেখিলেন, তাহার বুকে সে একটা রক্তাক্ত জামা দুইহস্তে চাপিয়া ধরিয়াছে। বলিলেন, "থাম, চুপ কর, কি হয়েছে?"

প। এই দেখ—বিমলার জামা। বিয়ের জামা—বিমলাকে কেটে ফেলেছে।

স। কে বল্লে তোমায়, বিমলাকে কেটে ফেলেছে? আমি এ জামা তোমার অনেক পূর্ব্বে দেখেছি; ঐ জামা বিমলার জীবনের বিশেষ প্রমাণ।

প। এ যে রক্তে মাখামাখি—কি সর্ব্বনাশ!

স। তা হোক্—আমার কথা শোন—স্থির হও।

প। ওগো—এই আবার দেখ গো—জামার বুকের দিক-টায় ছুরি বসার দাগ রয়েছে। আমি আপনার কোন কথা শুন্‌তে চাই না—বিমলা আমাদের অপঘাতে মরেছে।

স। আমি যা বল্‌ছি তাতে কাণ দাও, এ সকলে আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি—বিমলা মরে নাই।

পরিমল বৃহদ্বিস্ফারিতনেত্রে একবার সঞ্জীববাবুর মুখপানে, আরবার শোণিতার্দ্র জামার দিকে তাকাইতে লাগিল। সঞ্জীব-বাবু কহিলেন; "ওঠ, কাপড় ছেড়ে নাও—প্রভাত হতে বড় বেশী বিলম্ব নাই—এর মধ্যে আমাদের অনেক কাজ শেষ কর্‌তে হবে। শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বে বিমলা বেঁচে আছে। ওঠ—আমার সঙ্গে এস।" বাহিরে আসিলেন—অল্পক্ষণ পরেই পরিমল শুষ্কবস্ত্র পরিধানে গৃহমধ্য হইতে বহির্গত হইল, যে গুপ্তগৃহে

কোন বালিকার মৃতদেহ সঞ্জীববাবু দেখেছিলেন সেই গৃহাভিমুখে পরিমলকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

সেই গুপ্তগৃহের দ্বার সম্মুখে আসিয়া সঞ্জীবাবু জিজ্ঞাসিলেন, "পরিমল—কাতর হয়ে চিৎকার করে উঠ্বে না ত? আমি তোমার দৃঢ়তার উপর নির্ভর কর্তে পারি?"

"পারেন।"

"তোমাকে এখনি আমি এক ভয়ানক জিনিস দেখাব—যা তোমার জীবনের প্রথম।"

"দেখান—আমি প্রস্তুত আছি। কি আমাকে আগে খুলে বলুন।"

"যে মৃতদেহ তোমাকে দেখাব বলেছিলেম—"

(বাধা দিয়ে) কার বিমলার?

"তুমি তার মীমাংসা কর্বে। আমি বিমলাকে কখন দেখি নাই।"

"না মহাশয়—আমি পার্বো না—আমি তা দেখ্তে পার্বো না।"

"তবে কি কর্তে তোমাকে আন্লেম? বৃথা কষ্টভোগ করালে।"

"আচ্ছা—আপনি—"

(বাধা দিয়া)"বল কি বল্তে চাও?"

"আপনি কি মনে ভেবেছেন বলুন—যদি সে শব বিমলার বলে সম্ভব হয়—তবে আমাকে ক্ষমা করুন।"

"সে শব বিমলার বলে আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।"

"আচ্ছা আমাকে দেখান।"

"চিৎকার করে উঠ্‌বে না ত ?"

"যদি বিমলার না হয়—তবে চিৎকার করে উঠ্‌বো না ; আর যদি বিমলার মৃতদেহ হয়—তবে আমি দেখ্‌বার সঙ্গেই মরে যাব—সে দেখে আমি কখনই বাঁচবো না।"

সেই গুপ্তগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সঞ্জীববাবু কহিলেন, "আমার সঙ্গে এস।"

. . . . .

পরিমল গৃহমধ্যস্থ কঙ্কালরাশি বেষ্টিত সেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্দুক দেখিতে পাইয়া দুই পদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন—আমি কখনই চোকের সাম্‌নে তা দেখতে পারবো না।"

"তা হতে পারে না—এতদূর এসে কি কর্‌তে ?" পরিমলকে টানিয়া লইয়া নীচে নামিলেন—দ্রুতহস্তে সিন্দুকের ডালা তুলি-লেন—দেখিলেন, সিন্দুক শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে কিছুই নাই !"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছিন্ন পত্র।

সঞ্জীববাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "একি !"

পরিমল জিজ্ঞাসিল, "কি হয়েছে ?"

"যা হবার তাই হয়েছে—লাস সরিয়ে ফেলেছে।"

"কি কর্‌বেন এখন

"আবার আমাকে বাইশ হাত জলে পড়্‌তে হল, কিন্তু আমার

হাত থেকে কেউ এড়াতে পার্‌বে না, জেন। তোমার ভগ্নীর হত্যাকারীদের ধরবার জন্য আমি প্রাণপণ কর্‌লেম্—দেখি কুচক্রীদের চক্র আরও কত ভীষণ।”

“যে শব এই সিন্দুকে ছিল—এখন কি আপনি তা আমাদের বিমলার বলে অনুমান কর্‌ছেন ?”

“হাঁ—তাই এখন আমার বেশ মনে নিচ্ছে !”

“অ্যাঁ—কি হবে তবে—বিমলা—অভাগি—”

“কিছু আশা আছে—অধীর হয়ো না। আমার সঙ্গে এস।” পূর্ব্বে যে উত্তর দিক্‌কার ঘর হইতে কোন রমণীর অস্ফুট রোদন-ধ্বনি আসিতে তিনি শুনিয়াছিলেন, সেই দিকে পরিমলকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পরিমলকে বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে বলিয়া—সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যে কেহই নাই। পরিমল নির্দ্দেশমত বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই সঞ্জীববাবু হাস্যমুখে বাহির হইলেন। বলিলেন, “বিমলা জীবিত আছে—নিশ্চয় জীবিত আছে।”

“কি প্রকারে আপনি জান্‌লেন ?”

“এই দেখ।” এক গুচ্ছ কেশ তাহার হস্তে দিলেন “কার ?”

“এ যে বিমলার—নিশ্চয় বিমলার !”

“কিসে জান্‌লেন্ যে বিমলার ?”

“আমি ঠিক চিনেছি—বিমলার চুল এত বড়—খুব কাল নয়—আমি যে রোজ তার চুল বেধে দিতেম।”

“তবে নিশ্চয় তুমি তোমার ভগ্নীকে ফিরে পাবে।”

“আপনি এ কোথায় পেলেন ?”

“এই ঘরেই পড়েছিল।”

"আর আপনি যে মৃতদেহের কথা বল্‌ছিলেন—সে কার?"

"সে কথা ছেড়ে দাও—এখন প্রয়োজন করে না।"

"আপনি কি করে এমন স্থিরবিশ্বাস কর্‌ছেন যে বিমলার মৃত্যু হয় নাই?"

"আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌তে পারি—যে এই চুল সেই মৃত বালিকার নয়। বিশেষতঃ যার এ চুল, সে অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে জীবিত ছিল।"

"আপনি কি করে এতদূর অনুমান কর্‌ছেন? আমিত কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না।"

"এই দেখ।" একখণ্ড ছিন্ন পত্র পরিমলের হস্তে দিলেন।

"এ আবার কি!"

"তোমার ভগ্নি বেঁচে আছে তার বিশেষ নিদর্শন।"

পরিমল সেই ছিন্ন কাগজখানি দিকে তাকাইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বলিল, "এ যে বিমলার হাতের লেখা।"

স। "আমি তা জানি। তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম কাল পারি—ভাল; নতুবা পরশ্ব তোমার ভগ্নীকে আমি উদ্ধার করে এনে দিবই। পড় দেখি, শুনি।"

পরিমল পত্রপাঠ করিলেন। পত্রের দু এক স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে এই প্রকার লেখা ছিল,—

র্গা মাতা।

হায়।

সনিবার।

নীয় পিতা ঠাকুর মোহাশ

মি বর বকটে পরিয়াছি, এ

কয়েদ করে রেখেছে য়ামি যানি
যে করেছো মনে কত যে ভাব
থাকে, হয় ত এরা য়ামাকে মেরে
কত শময় কত ভয় দেখায়, য়ামী
য়বো। য়ামাকে ছেড়ে য়াপনি না জানি
ত কষ্ট ভোগ করচো—আপনি হয়ত জা
না আমি কোতায় য়াচি তাই য়ামা
য় করে নীয়ে জেতে পার নাই সুনে
জেখানে আমাকে এনে রেখেছ, চণ্ডীতলা
বন বলে, য়াপনি যদী কোন উপায়ে এ
করেন য়ামি বেসী দীন যার বাঁচবো না,
য়াপনি জত সীগ্র পারেন য়ামাকে উধ্ধার করে
একান থেকে নীয়ে জাবেন—য়াপনীযদী না
চেষ্টা করেণ তবে য়ার য়ামার রক্কার কোন
উপায় নাই য়ার য়ামি য়াপনাকে ককনো
দেক্তে পাবো না য়াপনিও য়ামাকে দেক্তে
পাবে না। তোমার হতভাগীনী কন্না।

বিমলা"

পরিমল বারম্বার ছিন্নপত্র পাঠ করিতে লাগিল। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "চল—আর না—তোমাকে রেখে আসি—এদিকে সকাল হয়ে এলো প্রায়। আমার হাতে এখন অনেক কাজ আছে।"

"এখন আপনি কি করবেন?"

"এখন দেখতে হবে—দুষ্ট পাষণ্ড ষড়যন্ত্রকারীরা কোথায় বিমলাকে নিয়ে গেছে—তারাই বা কোথায় আছে?"

"এতক্ষণে হয় ত তারা বিমলাকে মেরে ফেলেছে।"

"তারা জানে যে আমি তাদের পিছু নিয়েছি; এখন আর তত সাহস হবে না—প্রাণের ভয়টা সকলেরই আছে। এস— তোমায় রেখে আসি।"

উভয়ে তথা হইতে বাহিরে আসিয়া পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত।

দিননাথ ছায়াদেবীকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্যলোকে এক শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। রজনীর অধিকাংশ সময় নানাবিধ কথোপ-কথনে বিগত হইয়াছে; উভয়ে এখন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। নলিনীর দূতী—ঊষা—ধীরে ধীরে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিননাথকে অস্ফুটস্বরে ডাকিয়া গা ঠেলিতে লাগিল। যাঁহাকে ডাকিল—তিনি উঠিলেন না—অগ্রে উঠিয়া পড়িলেন ছায়াদেবী— ঊষাদেবীকে দেখিয়া একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া বলিলেন, "পোড়ারমুখী—আবার ফুস্‌লাতে এসেছ—বের, এখনি—দূর হ; লজ্জা নেই। বেহায়া—ঢের ঢের দেখিছি—এমন কখন দেখিনি।"

ইত্যবসরে নিদ্রিত দিননাথের পৃষ্ঠে সজোরে এক ধাক্কা মারিয়া ঊষা শয়নকক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিল।

ছায়াদেবীর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল; ঊষাদেবীকে প্রহার করিতে তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর ছুটিয়া ছায়াদেবী ফিরিলেন। ঊষাকে ধরিতে পারিলেন না। ঊষা তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া—অবনীর দিকে চলিল।

ঊষার সজোর ধাক্কায়—ও উভয়ের কলরবে—দিননাথের নিদ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল; তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নলিনির নিকটে গমন করিবার জন্য বেশভূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বেশ ভূষা সমাপন হইতে না হইতে—রোষে ফুলিতে ফুলিতে ছায়াদেবী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "আজ আমি কখন তোমাকে যাইতে দিব না?"

দি। অপরাধ?

ছা। "আর বেশ ভূষা করিতে হবে না—এখনি ও সকল খুলিয়া ফেল—আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও, আমি নিশ্চয় আত্মঘাতিনী হইয়া মরিব। আজ আমি কখনই যাইতে দিব না।"

কথায় কথায় দিননাথ বেশভূষা সমাপ্ত করিয়া লইয়া কহিলেন, "এ যে তোমার অন্যায় কথা—আমি কি দিন রাত তোমার কাছেই থাকৃব, আমার কি আর অন্য কোন কাজ নাই?"

বর্দ্ধিতরোষা ছায়াদেবী বলিলেন—"যত কাজ—সব তোমার নলিনীর কাছে। সর্ব্বক্ষণ ত তার কাছেই থাক—আমি কিসে আছি?"

দি। সকল দিকেই দেখ্‌তে হয়। নলিনী যে—আমি তোমার কাছে যখন আসি, কত কাঁদ্‌তে থাকে—তা বলে কি আমি তার কথা শুনি, না কানে করি?

ছা। সে কে—যে তুমি তার কথায় আমাকে ছেড়ে থাকৃবে? আজ তুমি কখনই যেতে পাবে না, আমি দিব না—কখনই যেতে দিব না। আজ কাল নলিনীর উপর ভারি টান দেখ্‌ছি; আগে বরং দেরি সইত—তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌তে। আজ কাল রোজ

সকাল সকাল যাওয়া হয়—আবার দেরী করে আসা হয়—কাল ত তুমি এর চেয়ে দেরিতে গেছ্‌লে—রোজই মাত্রা বাড়্‌ছে। ব্যাপার কি, গুণ করেছে নাকি ?

দি। গুণ করেছে না মাথা করেছে ?

ছা। "তবে 'হা নলিনী যো নলিনী' করে খুন হয়ে যাও কেন ? আজ ত আমি কখনই যেতে দিব না।"

এই বলিয়া নিজ অঞ্চলদ্বারা দিননাথের চরণ যুগল বাঁধিয়া দ্বারসম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। দিননাথ দেখিলেন, গতিক বড় বেগতিক ; অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন ; কত ছলবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ; কখন বলিলেন, "আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—" কখন বলিলেন—"নলিনী কি তোমার দাসী হবার উপযুক্ত।" "আজ বেলাবেলি আসিব—" ছায়া কিছুতেই শুনিলেন না। তখন ঈষৎ ক্রোধে দিননাথ বলিলেন, "দেখ, এমন কর্‌লে ভাল হবে না। তুমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কর্‌ছো—যদিও আসি ; এবার গিয়ে আর তোমার কাছে আস্‌বো না—কখনই আস্‌বো না।"

ছা। (ক্রোধে) এস না। কে আস্‌তে বলে ? কোথা যাবে তা আস্‌বে ? কোথায় যেও না—এসোও না—যেমন বসে আছ, অমনি বসে থাক।

দি। বটে, মন্দ কথা নয়।

ছা। মন্দ কথা নয় আবার কি।

ভাল করিয়া দ্বার আগুলিয়া বসিলেন।

দি। আরে ছিঃ, এমন বিপদে দেবতা পড়ে! ছেড়ে দাও বল্‌ছি।

অঞ্চলের ফাঁস খুলিয়া ফেলিলেন। ছায়াদেবী উঠিয়া আবার পদে অঞ্চলের ফাঁস পরাইতে প্রয়াস পাইলেন—পারিলেন না। দিননাথ—ক্রোধবশে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ছায়াদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে—উঠিয়া দাঁড়াইল। দিননাথ কক্ষ-মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন; ছায়া তাঁহার বেশভূষা দুই হস্তে ছিন্ন করিয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "যাও, যাও না, যাও না; কোথায় যাবে যাও না,—যাও না—যাও, যাও না—যাও না—যাও,—কোথা যাবে যাও না,—আমায় ছেড়ে যাও না।"

সাধের বেশভূষা ছিন্ন হওয়াতে দিননাথ ক্রোধে অগ্নি অবতার হইলেন; ক্রোধে চক্ষু লোহিত বর্ণ হইল—ছায়াকে নানাবিধ তিরস্কার করিতে করিতে নলিনীর দর্শনাভিপ্রায়ে ছুটিলেন। যেমন কেরাণী দল—কার্য্যালয়ে যাইতে বিলম্ব ঘটিলে ছুটেন; যেমন বালকগণ—গাজন তলায় বাজনা বাজিলে ছুটে রমণী নবযৌবনগ্রস্তা হইলে তাহার রূপের প্রভা যেমন চারিদিকে ছুটে—কুসুমের সৌরভ যেমন প্রেমিক পবনকে পাইলে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটে—ঘাটে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কুলবধূরা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে চাঁদমুখ ঢাকিয়া—শাশুড়ী ননদীর তিরস্কারাশঙ্কায় দ্রুতপদে যেমন গৃহাভিমুখে ছুটে, মক্কেলের নিকট আশাতীত অর্থ পাইলে, বিচারালয়ে যেমন সন্তুষ্টচিত্ত উকীল মহাশয়ের মুখ ছুটে, নবপরিণীতা বনিতার জীবনসঙ্কট ব্যাধি শ্রবণে প্রবাসীপতি যেমন স্বদেশাভিমুখে ছুটে, কোন স্থানে কর্ম্মখালির সংবাদ শুনিলে বেকার বাঙ্গালীগণের দরখাস্তপত্র সকল যেমন মহাবেগে ছুটে, কোন বড় লোকের সুপুত্র সহসা কাপ্তেনবাবু

হইলে—তাহার অর্থরাশি যেমন সুরাবিপনি ও বেশ্যাগার পানে ছুটে—কিম্বা তাহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া মোসাহেবগণ যেমন ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে, ফুল ফুটিলে মকরন্দলোভান্ধ ভ্রমর যেমন ভোঁ ভোঁ শব্দে ছুটে, মৌতাত ধরিলে গুলিখোর—মহাশয়েরা যেমন আড্ডাগৃহ পানে হাই তুলিতে তুলিতে ছুটে, নববিবাহিতার পতি যেমন শ্বশুরালয় পানে ছুটে, বড় বাজারের দালাল মহাশয়েরা খদ্দেরের পিছু পিছু যেমন বাক্যব্যয় করিতে করিতে ছুটে—কর্ত্তাসাহেব পার্শ্বস্থ হইলে কেরাণী মহাশয়গণের লেখনী সমূহ বর্ণোদ্গার করিতে করিতে যেমন ছুটে, কোন স্থানে ফলারের নাম শুনিলে কিম্বা শ্রাদ্ধ হইতেছে শুনিলে দ্বিজগণ যেমন ত্রস্তে ছুটে; লোকের কলঙ্ক কথা বাতাসের আগে যেমন লোক মুখে ছুটে—নবদম্পতির এলোমেলো কথোপকথন—মাথা-মুণ্ড-নাই—মশারি মধ্যে সারারাত ধরিয়াই ছুটে, হরিলোটের নাম শুনিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ যেমন তুলসী তলায় ছুটে, পথে মেঘমণ্ডলপরিব্যাপ্ত-গগন দেখিলে পান্থ যেমন আশ্রয়োদ্দেশে ছুটে, সহরের হুজুগে—মফঃস্বলবাসী ভদ্রগণের মণিঅর্ডারের অর্থ যেমন জুয়াচোরগণের অনর্থে ছুটে, যুবতী-সতীর মুখভারে পতির যেমন সমস্ত গাত্রে ঘাম ছুটে, খোল করতালের শব্দ শুনিলে হরি-ভক্তবৈষ্ণবগণ যেমন সেই দিকপানে ছুটে, ইলেক্সনের সময় ভোটার্থীগণ যেমন ভোর হইতে না হইতে ভোট লইবার জন্য—গ্রামবাসীদের সম্মুখদ্বারের কড়া টিলে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে; টাইটেল—বা টেল টাই করিতে ধনীগণের অসংখ্য মুদ্রা যেমন একজায়ী হইয়া ভাণ্ডারশূন্য করিয়া ছুটে; আকাশে পূর্ণচন্দ্রকে

হাসিতে দেখিলে—কোকিলের কুহু শুনিলে—দক্ষিণ, বসন্ত-বায়ু দেহে প্রবাহিত হইলে—বিরহিণী মন প্রবাসী পতির পানে—কিম্বা বিরহীর মন দূরবর্ত্তিনী বিরহিণীর পানে যেমন আকুল হইয়া ছুটে। দীননাথ তেমনিই ছুটিলেন।

প্রভাত হইলে, কাহার আনন্দ—কাহার বিষাদ? আনন্দ কাহার? নববিবাহিত যুবকের, কেন না—আজ তাহার জীবিতেশ্বরী এক দিবসের বড় হইল। আর কাহার? উত্তমর্ণের কেন না—একদিবসের স্থদ তাহার বাড়িল। আর কাহার? সপ্তাহান্তর সাক্ষাৎকারী প্রবাসী যুবকের যুবতীর; কেন না—স্বামীর আগমনের সময়ের এক দিন কমিল। আর কাহার? জননীর, কেন তাঁহার খোকা আর এক দিনের বড় হইল। আর কাহার? কয়েদী তস্করের; কেন না তাহার মেয়াদের এক দিন কমিল।

বিষাদ কাহার?—দীন দুঃখীগণের—কেন না—আজ আবার উদরে ক্ষুধার উদয় হইল। আর কাহার? অধমর্ণের, দিনের সঙ্গে ঋণের ভার বৃদ্ধি হইল। আর কাহার? দুষ্টমতি বালকের; কেন না আবার পিতৃমাত্রাদেশে বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে। আর কাহার? রূপসী যুবতীর—কেন না—তাহার যৌবনের একদিন কমিল। এইরূপ কাহার সুখ দুঃখ বিবেচনা না করিয়া—প্রভাত অবনী আলোকিত করিল।

সকল প্রভাতই সমান ভাবে হয়। সেই সূর্য্য পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি-সীমার যবনিকা ভেদ করিয়া দেখা দেয়, ক্রমে পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়। সেই প্রভাতের সঙ্গে ফুল ফুটে—হাসে; সেই বাতাস বহে, সেই রবি আলোক ঢালে। তবে একটার সহিত আর একটা

মিলে না কেন? গত দিবসের প্রভাতে যাহাকে শত সহস্র দাসদাসী পরিবেষ্টিত—অতুলৈশ্বর্য্যের অধিপতি,—অসংখ্য যান বাহনের আরোহী,—মুক্তহস্তে দীন দুঃখীদিগকে দান করিতে দেখিয়াছি; অদ্য প্রভাতে—এ কি দেখিলাম—সেই ব্যক্তি অসহায়—নিরর্থ—ছিন্নবস্ত্র পরিহিত—শূন্যপদে ভ্রমণ নিমিত্ত পাদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত—ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। গত দিবসের প্রভাতে যাহাকে উচ্চশব্দে হাসিতে দেখিয়াছি—অদ্য তাহাকে কি দেখিলাম, উচ্চৈঃস্বরে গগন বিদীর্ণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। গত দিবসের প্রভাতে যাহাকে—পরম সাধু-ব্যক্তি পরমহংস বিবেচনায় প্রণাম করিয়া আসিলাম, আজ তাহাকে দেখিলাম কি? যা দেখিয়াছিলাম, তাহা নহে—তিনি লম্পট-শিরোমণি এবং বারাঙ্গনাকেলিসরোবরের পাতিহংস। গত দিবসে যাহাকে পরম হিন্দু—সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক দেখিলাম—আজকার প্রাতে দেখি—তাহার দ্বারে রহিম খানসামা—খানাহারের টাকার বিল লইয়া দণ্ডায়মান। গত দিবসের প্রভাতে যে ব্রাহ্মণকে নানাবিধ শাস্ত্রসঙ্গত কথোপকথন ও শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিয়াছি—আজ দেখি—তিনি মুসলমানের হোটেলে বসিয়া যত কদর্য্য আহার, ফাউল আউল—কাটলেট—কারি মদনচাপাদি অম্লানবদনে বদনে দিতেছেন।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমার বাচালতায় যথোচিত রুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদিগের নিকট এই অনুরোধ—আমাকে বলিয়া দিন, এমন পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুণ্ডাহস্তে

পরিমলকে সঙ্গে লইয়া সঞ্জীববাবু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র—শুনিতে পাইলেন, বনের পশ্চিমাংশে—কে ক্রন্দন করিতেছে। স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন।

পরিমল জিজ্ঞাসিল, "কে কাঁদ্‌ছে না ?"

স। তুমিও শুন্‌তে পেয়েছ ? বোধ হয় অনেক দূর হতে শব্দটা আস্‌ছে। যাইহোক, আমাকে একবার দেখ্‌তে হল। তুমি একাকী বাড়ী যাও। খুব সাবধান,—বিপদ এখন পদে পদে ফির্‌ছে, (পথ নির্দ্দেশে) এই পথ ধরে য়াও।

সঞ্জীববাবু পরিমলকে গৃহাভিমুখে প্রেরণ করিয়া সেই রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া একাকী চলিলেন। অনেক দূর গিয়াও কিছু দেখিতে পাইলেন না ; আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে একটী অপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইলেন। এই পথ উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ ধরিয়া বেহালায় যাইতে হয়। পথের ধূলির উপর অনেক ব্যক্তির পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। এক স্থানে খানিকটা রক্ত—জমিয়া আছে। তদ্দর্শনে সহজেই বোধ হইল যে, এই মাত্র তাহা নিপতিত হইয়াছে ; আরও রক্তের পার্শ্বস্থ পদচিহ্ন গুলি সেই পথের উত্তরদিক হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে অঙ্কিত হইয়া আসিয়া এই স্থানে পশ্চিম মুখে অঙ্কিত হইয়াই শেষ হইয়াছে। সঞ্জীব-

বাবু সেই পদের ও রক্তের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যেও স্থানে স্থানে রক্তের ছোট ছোট দাগ দেখিতে পাইলেন; বেগে ছুটিলেন। অনেক দূর অগ্রসর হইয়া জনকয়েক ব্যক্তির গোলমালের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন ধীরে ধীরে নিকটেই একটী নিবিড় ঝোপের মধ্যে ঢুকিলেন। সেই ঝোপের ভিতর হইতে অন্যের অলক্ষিতে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে স্তম্ভিত হইতে হইল। দশজন ভীষণাকৃতি গুণ্ডা বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্ত; হস্তে এক একটা স্থূল দীর্ঘ লগুড়। সকলেই জাতিতে মুসলমান। তাহাদিগের সান্নিধ্যে ধূল্যবলুণ্ঠিত—রক্তাক্ত—হস্তপদমুখবদ্ধ দেবিদাস বৃক্ষমূলে মৃতপ্রায় নিপতিত।

গুণ্ডাদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, "টাকা আগে চাই—তারপর কাজ শেষে কর্‌বো। কি বল রহিম?"

রহিম বলিল, "শালাদের বিশ্বাস কি? কাজ শেষ হ'লে কি আর টাকা দেবে—কম্ মেহনতের কাজ নাকি।"

তাহাদিগের মধ্য হইতে আর একজন বলিল, "তার বাবা যে সে টাকা দেবে—নৈলে বেটার জান্ সেরে ফেল্‌বো না। আমাদের ফাঁকি দেয়, এমন কোন শালা আছে? এ টুনুয়াকে সব শালা চেনে। একে এখন শেষ করে ফেল্; কাজটা শেষ হয়েই থাক্ না।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিল;—"না রে, না রে,—তুইত বুঝিস্ ভারি—আগে টাকা চাই—তারপর কাজ শেষ কর্‌তেই বা কতক্ষণ? পরের হাতে যাবার দরকার কি; না যদি দেয়—তুই তাদের কি কর্‌বি বল্ দেখি?"

টুনুয়া বলিল—“সব্ বেটাকে ফতেপুর পাঠিয়ে দেব।”

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিল—“তবেই আর কি বড় কেরামত হ’ল—টাকাত আর এলো না। তোরা বরং সকলে মিলে যা—গিয়ে টাকা গুলো হাত করে আন্; তাদের একজনকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে আয়—তার সম্মুখেই কাজ শেষ কর্‌বো; আমি আছি—যা তোরা যা দেখি; আবদুল যা’ত ভাই—আমি এখানে আছি—এটাকে ত এখন নিয়ে যাওয়া যায় না—ফরসা হয়ে এসেছে—রাস্তায় লোকজনও চল্‌ছে।”

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির কথামত সকলে পূর্ব্বমুখে চলিয়া গেল। সে বসিয়া রহিল।

সঞ্জীববাবু বুঝিলেন, এখন দুইটী প্রাণ তাহার কার্য্যের উপর নির্ভর কর্‌ছে—এক অপহৃতা বিমলার—আর এই হত-ভাগ্য নিরীহ দেবিদাসের। তিনি ধীরে ধীরে সেই ঝোপ্ হইতে বহির্গত হইয়া—পশ্চাদ্দিক হইতে—সেই গুণ্ডার গলদেশ সজোরে দুই হস্তে টিপিয়া ধরিলেন—সে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তৎপরে সঞ্জীববাবু তাহাকে তৃণশয্যায় শয়ন করাইয়া নিজ উত্তরীয় বসনের দ্বারা তাহার হস্ত পদ ও মুখ বন্ধন করি-লেন—দুই একটী মিটে কড়া পদাঘাত করিলেন।

অনন্তর তিনি দেবিদাসের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। দেবিদাস সঞ্জীববাবুকে সেই বিপদসময়ে তাহাকে রক্ষা করিতে দেখিয়া—তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

সঞ্জীববাবু বলিলেন, “এখন সম্পূর্ণ বিপদের সম্ভাবনা—আমার সঙ্গে এস।” উভয়ে দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেবিদাস বলিলেন, "ওদের ধরিবার উপায় কি ?"

স। সে সময় এখন নয়।

দে। ওরা কি তবে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে ?

স। হাঁ—এখন তাই বটে। এখন আমার তাতে অনেক গুরুতর কাজ রয়েছে। দেবিদাসবাবু, আপনার বিমলা জীবিতা আছে।

দে। (সবিস্ময়ে) বলেন কি ?

স। হাঁ, আমি তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি।

দে। মহাশয়—আমি আপনার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইলাম।

স। থাক্ ও কথা, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি।

দে। এ সকল গুণ্ডাদের ধর্‌বার কি কর্‌বেন ?

স। ওদের ধর্‌বার তত আবশ্যক নাই—ওদের নিয়োগ-কর্ত্তাদের গ্রেপ্তার কর্‌তে হবে। এরা টাকার জন্য এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে। এখন বিমলার অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন।

দে। কি প্রমাণে আপনি নিশ্চয় জেনেছেন যে—বিমলা বেঁচে আছে ?

স। আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি—সে কথা পরে বল্‌বো। আপনি এ গুণ্ডাদের হাতে কি করে পড়্‌লেন ?

দে। কাল সন্ধ্যার পর এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে এসে আমাকে বল্লে—"যে শীঘ্র আসুন—আপনার এক বন্ধু মরমর। তিনি আপনার সঙ্গে এখনি একবার দেখা কর্‌তে চান।"

স। সে কে—তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন? ওদেরই দলের মধ্যে আপনার কোন বন্ধু আছে না কি?

দে। না। সে কথা জিজ্ঞাসা করায় সে আপনার নামই বলিল।

স। (সবিস্ময়ে) আমার নাম?

দে। আজ্ঞা হাঁ।

স। তার পর—সেখানে গিয়ে আমাকে বাস্তবিক পীড়িত দেখেছিলেন নাকি?

দে। আমি তার কথার উপর নির্ভর করে বাহির হলেম। কতক পথ এসেছি, এমন সময়—কোথা হতে একদল গুণ্ডা এসে আমায় আক্রমণ কর্‌লে। আপনি তাদের দেখে থাকবেন—সকলেই জাতে মুসলমান। আরও এদের মুখে একথা শুন্‌লেম্, এরা আপনাকে—ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টায় আছে। আপনাকে হত্যা কর্‌তে পার্‌লে—আরও বখ্‌সিস্ পাবে।

স। বেশত—পারে ত ভালই। কিন্তু—আমাকে ফাঁদে ফেল-বার অনেক পূর্ব্বেই তারা যে ফাঁদে পড়্‌বে, তা নিশ্চয়ই। আপ-নাকে যখন সকলে আক্রমণ কর্‌লে—আপনি তখন কি কর্‌লেন?

দে। কি করিব? আমি একা—হাতে কিছুই ছিল না; তারা দশ বার জন—হাতে আবার এক এক গাছা লাঠি—আমাকে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাদের হাতে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হল।

স। আপনার কপালটা কিসে কেটে গেল?

দে। বোধ হয় তখনই কেটে গিয়ে থাক্‌বে; জান্‌তে পারি নাই।

স। তারা কি আপনাকে খুন কর্‌তে মনস্থ করেছিল।

দে। আপনি যদি না আস্‌তেন—আমাকে উদ্ধার না কর্‌তেন—তবে এতক্ষণে আমাকে জীবিত দেখ্‌তে পেতেন না।

এমন সময়ে উভয়ে প্রাগুক্ত গুণ্ডাদের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। কোলাহল ক্রমে স্পষ্ট হইল। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "দেবিদাসবাবু, আপনি এখন রামকুমারবাবুর বাড়ীতে যান্। আমার এখন যাওয়া হবে না; কিছু পরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো—অনেক কথা আছে।"

দে। এখন আপনি কি কর্‌বেন? আপনারই বা কি হবে! আমি আপনাকে এ বিপদে একা ফেলে যেতে পার্‌বো না।

স। আমার বিপদ আমার নিকট—আপনি তার কি কর্‌বেন? আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, যে অপরকে বিপদ হতে উদ্ধার কর্‌তে পারে, সে নিজের বিপদ থেকেও নিজেকে উদ্ধার কর্‌তে পারে।

দে। তা যাইহোক, মহাশয় আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

স। না—তা' হতে পারে না—এ গুণ্ডারা কা'রা এবং কে এদের নিয়োগ কর্ত্তা—আমাকে এখন দেখ্‌তে হবে; এখন যা' আমাকে কর্‌তে হবে, সব আমি মনে ঠিক্ করে নিয়েছি। কৌশলে এদের একজনকে এখন ধর্‌তে হবে।

দে। আপনি একা—এরা দশ বার জন, আপনি এদের কিছুই কর্‌তে পার্‌বেন না; কেবল নিজেকে বিপদে ফেল্‌বেন মাত্র। আপনি একাকী—আমি আপনার সঙ্গে থাক্‌তে চাই।

স। আমার জন্য মহাশয়কে ভয় পেতে হবে না—আমি ও রকম শত গুণ্ডাকে তৃণাপেক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করি। আপনি এখন

এ পথ দিয়া সত্বরে চলে যান—যাতে আপনার আর পেছু না নিতে পারে—তাও আমি কর্‌বো।

দে। না মহাশয়, তা কখনই হবে না—আমি আপনাকে একা রেখে যেতে পার্‌বো না—আমি আপনার সঙ্গে থাক্‌বো।

স। আমার সঙ্গে থাক্‌লে—আমার অপকার ভিন্ন উপকার করা হবে না; আমি একাই ভাল বিবেচনা করি।

দে। মহাশয়, আপনাকে একা রেখে যেতে আমার আদৌ মন নিচ্ছে না।

স। আমার কথা শুনুন—শীঘ্র আপনি এই পথ ধরে পলায়ন করুন; নতুবা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমরা উভয়ে এমন বিপদে পড়্‌বো—যাতে উভয়েরই প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। শীঘ্র যান্, এখনও আমার কথা শুনুন। আমি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করে এখনি যাচ্ছি।”

দেবীদাসকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

দেবিদাসের প্রস্থানের পূর্ব্বে তাহাকে সঞ্জীববাবু বলিলেন,—“তোমার জামাটা আমায় দাও দেখি।”

দে। এ যে রক্ত মাখা—এ আপনার কি হবে? (গাত্র হইতে জামা খুলিয়া সঞ্জীববাবুকে প্রদান)

স। কাজ আছে। (পরিধান)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এ এক চাতুরী।

দেবিদাস চলিয়া গেলে—সঞ্জীববাবু পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলেন, গুণ্ডারা (পূর্ব্বা-

পেক্ষা সংখ্যায় চারি জন কম) তাঁহার দিকে ধাবমান হইতেছে। যাহাকে তিনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সে ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গে আছে।

সঞ্জীববাবু চিৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। গুণ্ডাচতুষ্টয় তাহাদিগের শিকার দেবিদাস অনুভবে অধিকতর দ্রুত-পদ সঞ্চালনে দৌড়িতে লাগিল। সঞ্জীববাবু বুঝিলেন,তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তিনি এ পর্য্যন্ত যখন যাহা মনে করিয়াছেন, সে সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

গুণ্ডাদের মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৌড়াইতে পারে; সে তাহার সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিতেছিল। সঞ্জীববাবু তীরগতিতে দৌড়াইতে লাগিলেন। তিনি আপনার গতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দ্রুত করিলেন। ক্রমে ছুটিতে ছুটিতে চণ্ডীতলার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে পুষ্করিণীতে একদিন পরিমল আত্মহত্যা করিতে ডুবিয়াছিল সেই পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী; তট দিয়া একজন লোক চলিয়া যাইতে পারে এমন স্থানটুকু উন্মুক্ত আছে। সঞ্জীববাবু সেই পুষ্করিণীর তট দিয়া ছুটিয়া চলিলেন। সেই খানে গুণ্ডাগণ, একসঙ্গে সকলে দৌড়াইতে না পারিয়া একের পশ্চাতে অপরকে পড়িতে হইল। সঞ্জীববাবু অধিক সুবিধা বুঝিলেন, তিনি গুণ্ডাদিগকে ক্লান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে কেবল দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার দিকে অধিক অগ্রসর হইয়া ছুটিতেছিল টুনুয়া। সেই টুনুয়াকে ধৃত করিবার জন্য তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিলেন।

পূর্ব্ব হইতে টুনুয়ার অনেক পশ্চাতে অন্যান্য গুণ্ডারা পড়িয়া-

ছিল। এখন তাহাদিগকে আর দৌড়াইতে দেখা গেল না। তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া—টুনুয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া পড়িল। ক্রমে সঞ্জীববাবু ও টুনুয়া তাহাদিগের দৃষ্টির বহির্ভুত হইয়া পড়িল।

সঞ্জীববাবু কেবল টুনুয়াকে তাহার অনুসরণে ধাবমান হইতে দেখিয়া গতির দ্রুততা কিছু হ্রাস করিলেন। টুনুয়া তাহার দশ হাত ব্যবধানে ছুটিতে লাগিল। উদ্দেশ্য সফল ভাবিয়া, হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। এমন সময়ে সঞ্জীববাবু যেন কত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন—আর ছুটিতে পারেন না—অবসন্ন হইয়া পতনোন্মুখ হইতেছেন—এইরূপ ভাব সকল দেখাইতে লাগিলেন। আর উভয়ের মধ্যে দুইহস্ত ব্যবধান—টুনুয়া লাফাইয়া হস্ত বাড়াইয়া ধরিতে যাইল। সঞ্জীববাবু বসিয়া পড়িলেন। টুনুয়া সে বেগ সামলাইতে না পারিয়া সঞ্জীববাবুকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রে গিয়া পড়িল। যেমন তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুনরায় পশ্চাদ্দিকে ফিরিতে যাইবে—সঞ্জীববাবু সহসা উঠিয়া তাহার ললাট পার্শ্বে এমন সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে,সে তখনই জ্ঞানশূন্য হইয়া যন্ত্রণা-সূচক ধ্বনি করিয়া 'পপাত ধরণী তলে' হইল।

সংজ্ঞালাভে টুনুয়া দেখিল, হাতে হাত কড়ি পড়িয়াছে। যাহার অনুসরণে আসিয়াছিল সে ব্যক্তি দেবিদাস নহে। সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। হাতকড়ি দেখিয়া বুঝিল, পুলিসের লোক।

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "কর্ত্তার কি ঘুম ভাঙলো ?"

টু। কে জানে তুমি পুলিসের লোক? তা হলে কোন শালা এত কষ্ট করে অসতো।

স। এখন ত জেনেছ ? কি কর্‌বে বল দেখি—সমানে সমান আমার সঙ্গে যাবে, না তোমাকে এই খানে রেখে যাব ?

টু। আমি আপনার কোন মন্দ করিনি—মশাই—আমাকে এইখানে ছেড়ে দিয়ে যান।

সঞ্জীববাবু তাঁহার পিস্তল বাহির করিয়া, তাহার মুখের নিকটবর্ত্তী করিয়া কহিলেন, "বেশ—তুমি যা বল তাই—তোমাকে এই থানেই রেখেই যাই—আমার সঙ্গে আর কষ্ট করে যেতে হবে না।"

টুন্নুসা সকাতরে চিৎকার করিয়া বলিল, "না না—আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

স। (সহাস্তে) তবে তুমি এখানে থাক্‌তে চাও না—কেমন ?

টু। না।

স। তবে আমার সঙ্গে বরাবর এস। যদি পলাতে চেষ্টা কর—তখন এই খানেই রেখে যাব।

টু। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন—আমাকে আপনার কি হবে ?

স। আমার পেছু নিয়ে কেন এত দৌড়েছিলে, সেইটে তোমার কাছ থেকে জান্‌বার জন্য।

টু। কে দৌড়ে পলায়—তাই দেখবার জন্য—আপনার পেছু নিয়ে ছুটছিলেম্।

স। আচ্ছা সে মীমাংসা—পরে হবে; এস এখন।

টু। আমাকে ছেড়ে দিন—আমি আপনার কোন মন্দ করিনি।

স। পার নি—তাই।

টু। আপনার পায়ে পড়ি—ছেড়ে দিন আমাকে, মশাই।

স। দিতে ত চাচ্চি—থাক এখানে।

টু। না না—আপনার পায়ে পড়ি।

স। চুপ্ শূকর,—চুপ্।

টু। কি জন্যে আপনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন? আমি চুরি করিনি—ডাকাতি করিনি—পেছু নিয়ে দৌড়লে কি পুলিসে ধরে সাজা দেয় নাকি?

স। সে আইন বাসায় গিয়ে দেখ্‌বে। ভাল চাস্ ত চলে আয়্—নয় এই খানে থাক্। (পিস্তল বহিষ্করণ)

টু। না না—যাচ্ছি—যাচ্ছি।

পঞ্চম খণ্ড।

গোলকধাঁধা।

"Here Sita stands, my daughter gair,
The duties of thy life to share;
Take from her father, take thy bride,
Join hand to hand, and bliss betide.
A faithful wife, most blest is she,
and as thy shade will fall owe thee.

Grifeith Ramayann.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সঞ্জীববাবু টুনুয়াকে সঙ্গে লইয়া রামকুমারবাবুর উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টুনুয়াকে উদ্যানস্থ এক বৃক্ষমূলে বাঁধিয়া পূর্ব্বদিকে চলিলেন।

তখন বেলা হইয়াছে—চারিদিকে রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাবারিবিধৌতবৃক্ষপত্রসমূহ বালভানুর কোমল কিরণে

বিভাসিত হইয়া মনোহর শোভার সৃজন করিয়াছে। উদ্যানস্থ পুষ্করণীর কাচ-স্বচ্ছ বারি রাশির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিগুলিকে কে যেন হীরকখচিত করিয়াছে।

চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর জল নির্ম্মল ও সুন্দর দেখিয়া গ্রামস্থ সকল সুন্দরীরা জল লইতে—গাত্র ধৌত করিতে—স্নান করিতে এই সরোবরে দুই বেলা দেখা দিত। এবং আপন আপন কার্য্যে এক ঘণ্টার স্থলে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া চলিয়া যাইত। আজও কোন প্রমদা—হাঁটু অবধি জলে নামিয়া—মস্তকে বৃহদবগুণ্ঠন টানিয়া চাউল ধৌত করিতেছে; তাহার একগুচ্ছ ঘনকৃষ্ণকেশ—অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া জলে নামিয়া—ষোড়শীর জলমগ্ন কোমল, নধর হস্তের সহিত নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছে। সুন্দরী তাহাতে ঈষদ্বিরক্ত হইয়া, সেই অনাবিষ্ট জলার্দ্র কেশগুলিকে অংশদেশে চাপিবার নিমিত্ত এক একবার মস্তক এক পার্শ্ববর্ত্তী করিয়া স্কন্ধের উপর চাপিতেছে। অবাধ্য কেশ রাশি শুনিলনা—সেইরূপ জলে লুটিতে লাগিল। বৰ্দ্ধিতরোষা সুন্দরী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আজ অপরাহ্নে মজা দেখাইব—চুল বাঁধিবার সময় তোমাদের আষ্টে পিষ্টে বাঁধিব—দেখিব কেমন করে আর দুষ্টামি কর।”

কোন সৌন্দর্য্যদর্পিতা ললনা বেশী জলে যাইয়া নিজ গৌরবর্ণ স্বরূপ, প্রভাযুক্ত শরীরটিকে জলমধ্যে মগ্ন করিতেছে; আবার তখনি তাহা কটি অবধি উঠাইয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতেছে। কখন বা অল্পক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া জলস্থির হইলে, তাহাতে নিজের সুন্দর মুখের—সুটানা রাজীবচক্ষুর্দ্বয়ের—নধর, বিম্বফলতুল্য অধরের—গাঙ্গচিলের নাসিকাবৎ নাসি-

কার—ঘনকৃষ্ণ কর্ণমূল-অবধিবিস্তৃত সর্পলাঙ্গুলাকার ধনুবৎ ভ্রূযুগ-লের—মাংসল, রেখান্বিত চিবুকের ও ঈষদ্রক্তিম, গোলাপাভ-কপোল যুগলের—প্রতিবিম্ব দেখিয়া আপনমনে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

কোন বালা কলসী ধরিয়া—পদসঞ্চালনে জল আন্দোলিত করিয়া সন্তরণ করিতেছে।

কোন তন্বী অপনমনে গাত্র মার্জ্জন করিতেছে। গৌরবর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বারম্বার গাত্রমার্জ্জনী-পীড়নে লোহিতবর্ণ হইল, ছাড়ান নাই।

কোন সূক্ষ্মবসনা নিতম্বিনী, জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, পরিহিত বসনখানি গাত্রের সঙ্গে এককালে মিলাইয়া গিয়াছে। নিতম্বযুগলে যে বসনাংশ মিশিয়াছে—সুন্দরী তাহা স্বহস্তে কুঞ্চিত করিতে করিতে চলিল। তাহার পশ্চাদ্ধাবিতা পূর্ণকলসিকক্ষে-ধারিণী কোন সুরসিকা—নিজ কলসীর জল ব্যয় করিয়া; তাহার কৃত কুঞ্চিত বসনাংশে জল বিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল। তাহাতে কুঞ্চিতাংশ বসন আবার পূর্ব্ববৎ নিতম্বে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বগামিণি কিছু বিরক্ত হইয়া অথচ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কি করিস্ ভাই—বাগান পার হ'লেই রাস্তায় পড়তে হবে।' সে সুরসিকা নাছোড়বান্দা, মানা মানিল না। যখন বাড়ীতে আসিল; দেখে প্রায় অর্দ্ধকলসী-জল রসিকতায় ব্যয় হইয়াছে। ননদিনীর নিকটে যথেষ্ট তিরস্কৃতা হইল। রসিকা বলিল, 'ঘাটে—সিঁড়ি নাম্‌বার সময়—পা পিছ্‌লে পড়ে গেছ্‌লেম; কাঁকে বড় লেগেছে—ভরা এককলসী জল কোনমতে আন্‌তে পার্‌লেম না। ওই যে করে এনেছি তা

আমিই জানি আর মা কালী জানে; অন্য কারুর সাধ্য নয়।”

ননদিনী মুখরা হইলেও তাহাকে বড় ভালবাসিত। সে পড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, “বেশী লাগেনিত বউ? নাই বা জল আন্‌তে; কষ্ট করে আন্‌বার কি দরকার ছিল? যে জল তোলা আছে, তাতে কি আজ আর হতো না?” বউ বলিল, ‘একবারে শূন্য কলসী বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌বো’, যত টুকু পেরেছি কষ্টে সৃষ্টে এনেছি, ননদিনী বৌএর কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখিয়া আরও দুঃখিতা হইয়া বলিল, ‘আজ আর তুমি উঠ না, বেশ করে, যেখানটায় দরদ্‌ লেগেছে—চুণে হলুদে প্রলেপ করে দাও,—ব্যথা হবে না—সেরে যাবে। সাবধান হয়ে নাম্‌তে হয় তা তোমারি দোষ বা কি! যে বুড়ো কলসী—আমিই একদিন পড়্‌তে পড়্‌তে রয়ে গেছ্‌লেম।’ ননদিনী রন্ধন ফেলিয়া অগ্রে চুণে হলুদের প্রলেপ করিতে বসিল। এ কথা বাঙ্গালা ও ইংরাজীসংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল কিনা তাহা আমার অজ্ঞাত।

পরিমল গ্রামস্থ যুবতীদিগের সঙ্গে কটী অবধি জলে ডুবাইয়া গাত্র ধৌত করিতেছিল। সকলে তাহার মনরক্ষা করিবার জন্য তাহার রূপের অনেক সুখ্যাতি করিতেছিল। কেহ বরিতেছিল—“পরিমল যেন যথার্থ পরি।” কেহ—“মানুষের এত রূপ হয় না।” কেহ—“গায়ের রং দেখছ—যেন দুধে আল্‌তা।” কেহ—“মুখ-খান পদ্মের মতন।” কেহ—“তার উপরে চোক দুটো যেন কাল ভ্রমরের মতন।” কেহ—“নাকটী কেমন টিকল।” কেহ—“গাল-দুটী কেমন নিটোল।” কেহ—“ভ্রূ দুটী কেমন যোড়া।” কেহ—

"কানদুটী কেমন ছোট ছোট।" কেহ—"ঠোঁঠ দুটী কেমন লাল টুক্‌টুকে—আমরা দশটা পান খেলেও এমন হয় না।" কেহ—"গড়নটী কেমন বেঁটে বেঁটে।" কেহ—"হাত দুটী কেমন ছোট ছোট গোলগাল।" কেহ—"কোমরটী কেমন সরু।" কেহ "গড়ন্‌টী লতাগাছটির মত।" পরিমল আর কত শুনিবে—তারাই বা আর কত বলিবে, পাঠক আর কত পড়িবে, আমিই বা আর কত লিখিব ?

পরিমল যখন গাত্রধৌত করিতেছিল, সঞ্জীববাবু তখন অন্ত-রাল হইতে নজর রাখিয়াছিলেন। গতরাত্রে পরিমল যে আত্ম-ঘাতিনী হইতে জলে পড়িয়াছিল—সেই রহস্যভেদ করিবার জন্য দেখিতেছিলেন, পরিমল সাঁতার জানে কি না। যদি পরিমল সাঁতার জানে; তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বরাত্রের আত্মঘাতিনী হইতে যাওয়া একটা ছল মাত্র। সঞ্জীববাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিলেন—তাহাকে সন্তরণ করিতে, কি অধিক জলে নামিয়া গাত্রধৌত করিতে দেখিলেন না। কটী অবধি জলে নামিয়া সে আপন কার্য্য সমাপ্ত করিল। সঞ্জীববাবু ভাবিলেন, "যে এতদূর চতুরা—তার কি এ বিষয়ে আর সতর্কতা নাই—দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।" ভাবিতে ভাবিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি রামকুমারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দারোগাদ্বয়।

রামকুমারবাবু দুইজন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত—বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। সঞ্জীববাবু তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রামকুমারবাবু তথায় আসীন অপর ব্যক্তিদ্বয়কে কহিলেন,—

"এই মহাশয়—এই সেই লোক।"

অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন উঠিয়া সঞ্জীববাবুর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আপাততঃ বন্দী।"

সঞ্জীববাবু কোন উদ্বেগের চিহ্ন দেখাইলেন না। সেই সময় কেবলমাত্র তাহার নয়নযুগল একবার জ্বলিয়া উঠিল মাত্র। কহিলেন, "কি দোষে ?"

প্র। "সে কথা তোমাকে জানিয়ে কোন ফল নাই।

স। তোমরা কি পুলিসকর্ম্মচারী ?

দ্বি। হাঁ—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেই বুঝতে পার্‌বে।

স। পূর্ব্বেই বুঝ্‌তে পেরেছি—আমার শ্বশুর মহাশয় তাহার পুত্রদ্বয়কে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ কর্‌তে পাঠিয়েছেন। তা সেখানকার সব ত ভাল ? কর্ত্তা মশাই ভাল আছেন ? শ্বশুর-নন্দিনি ভাল আছে ? তোমরা ভাল আছ ? নিমন্ত্রণ পত্র টত্র আছে কি ? তা না থাক্‌লে বোধ হয় আমার যাওয়া ঘটিবে না।

সঞ্জীববাবুর তীব্রপরিহাসে তাহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি নিকটস্থ হাতকড়ি বাহির করিয়া বলিল, "এই নিমন্ত্রণ পত্র।"

সঞ্জীববাবু বলিলেন, "একবারে অত কড়া! কিছু মিঠে রকমের থাকে ত' দেখ না।"

প্র। (সঙ্গীকে সম্বোধনে) হরিদাস! শীঘ্র হাতকড়ি লাগাও।

স। হরিদাস কেন? তুমি লাগাবে এস না—মজাটা দেখাই। বলি ওয়ারেণ্ট আছে কি?

প্র। (সত্বরে উঠিয়া নিজ নিকটস্থ হাতকড়ি বাহির করিয়া) "এই আমাদের ওয়ারেণ্ট।"

বলিয়া সঞ্জীববাবুর হস্তদ্বয় ধারণ করিলেন।

"আর এই আমার" বলিয়া সঞ্জীববাবু হস্ত ছিনাইয়া লইয়া—কিছু পশ্চাতে হটিয়া—নিকটস্থ পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইলেন।

অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় তাহাদিগের নিকটস্থ অস্ত্রাদি বাহির করিতে উদ্যোগ করিবামাত্র সঞ্জীববাবু কহিলেন, "হাত কি পা যদি একচুল নড়ে—তবে মাথার খুলি এখনিই উড়িয়ে দেব—চুপ করে বসে থাক।"

ভাবগতিক দেখিয়া রামকুমারবাবু ভীত হইয়া পুলিস কর্ম্মচারীদ্বয়কে বলিলেন—"থামুন, মহাশয়েরা—আপনারা থামুন।"

তাহারাও ভাবগতিক মন্দ বুঝিয়াছিল—নতুবা দ্বিরুক্তি না করিয়া নিস্তব্ধ রহিবেন কেন?

সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসিলেন, "রামকুমার বাবু এরা কে?"

রা। এরাও ভাল গোয়েন্দা।

স। গোয়েন্দার—"য়েন্দা" বাদ বোধ হয়।

প্র। সাবধান—গালাগালি দিও না।

স। গালাগালি কি আর দিতে পারি—তবে একটু তামাসা মাত্র, তা আপনারা এসেই যে সম্বন্ধ পাতিয়েছেন, তাতে তামাসা ত চাইই; সেই খাতিরে ধরে নেবেন। (রামকুমার প্রতি) এনাদের নাম কি, আপনি এদের নাম জানেন?

রা। জানি—এনার নাম হরিদাস—ওনার নাম শিবচন্দ্র।

স। কে বল্লে—এরা গোয়েন্দা? এদের দারোগাই বলে আমি জানি—তার বেশী আর কিছু হতেও পারে না। তবে শুনেছি ওরা লোকের কাছে—নিজেই নিজেকে গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। দু একটা সামান্য ঘটনায়—গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরী দেখাবার জন্য কখন বাঁদর সাজে, কখন হনুমান সাজে—কখন ঘোঁড়া সাজে—কখন ছাগল সাজে মোট কথা হাতী থেকে—নাগাইদ—ব্যাং—বিছে—ইন্দুর—ছুচো—মাকড়সা—আর্সলা—ছার পোকা উকুন অবধি সাজে—কিন্তু কাজে বাজে।

রা। সঞ্জীব, আমি তোমায় বরাবর মান্য করে আস্‌ছি—কিন্তু তুমি যে এমন বিশ্বাস ঘাতক—এমন দস্যু—এমন কুচক্রী তা আমি জান্‌তাম না।

স। মহাশয়, আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি—আপনার মস্তিষ্ক নানা চিন্তায় একবারে বিকৃত হয়ে পড়েছে। ভাল, এখন আমার অনেক কথা আছে—আগে মনোযোগ দিয়ে শুনুন; তারপর যদি আপনি আমাকে বন্দী হতে বলেন—আমি আপনার নিকট শপথ করে বল্‌ছি, আমি আপনার দারোগা দুজনের নিকট—আত্ম সমর্পণ কর্‌বো।

রা। বল—এখনি বল।

স। তবে শুনুন—কিন্তু ইতিমধ্যে যদি আপনার নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কোন অভদ্রতা করে—তবে জান্‌বেন—এখনি আপনার এ বৈঠকখানা—রক্তে লালে লাল হয়ে যাবে।

পিস্তল জামার পকেটে রাখিয়া দিলেন।

সেই সময়েই দেবিদাস বাবু সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামকুমারবাবুর বদনমণ্ডল ঘৃণায়—বিদ্বেষে কেমন এক রকম হইয়া উঠিল; তিনি চিৎকার করিয়া সরোষে বলিলেন, "বেরও—দূর হও দস্যু; এখান থেকে—এখনি দূর হও—"

সঞ্জীববাবু বলিলেন, "এখন না, কিছু পরে। বসুন দেবিদাস বাবু—আমি যতক্ষণ এখানে আছি—আপনি নির্ভয় থাকুন।" রামকুমারবাবুকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কি অপরাধে আমাকে পুলিস হস্তে সমর্পণ করতে চান্? আমাকে খুলে বলুন।"

রা। আমি কোন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি—যে দেবিদাস আমার কন্যার হত্যাকারী—তুমি দেবিদাসের ঘুস খেয়ে যাতে তার অপরাধ গোপন থাকে—প্রকাশ না পায়—কেবল তারই চেষ্টা কর্‌ছো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরাশায় আশা।

সঞ্জীববাবু তচ্ছ্রবণে অগ্রাহ্যের হাসি হাসিলেন। দেবিদাসবাবু রামকুমারবাবুর কথার উত্তর করিতে যাইতেছিলেন, সঞ্জীববাবু তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন,—"রামকুমারবাবু আপনি এক্ষণে যে সকল কথা বল্লেন—সে সকলের কোন প্রমাণ আছে?"

রা। আছে। সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ কর্‌তে পারি।

স। করুন।

রা। সময়ে সে প্রমাণ পাবে—এখন তুমি কি বল্‌তে চাও বল?

স। চৌধুরী মহাশয়—আপনি আপনার বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারে হারিয়ে বসেছেন দেখছি।

রা। আমার জ্ঞান বুদ্ধি হারাই তাতে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি—তুমি যে নির্দ্দোষ তার প্রমাণ দেখাও দেখি।

স। (বিমলার ছিন্নপত্র অর্পণান্তর) এই দেখুন।

রামকুমারবাবু তাহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে—পত্র হস্তগত হইবামাত্র সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"হা ঈশ্বর! এযে আমার সেই বিমলার হাতের লেখা—সে মরেছে, আমায় ছেড়ে গেছে।"

স। মহাশয়, এত অধীর হচ্ছেন কেন? আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আমি আপনার জীবিত কন্যার সন্ধানে ফির্‌ছি? দেখুন—পত্রে কোন্ বারের নাম লেখা আছে।

রামকুমারবাবু আদ্যোপান্ত পত্রখানি দেখিয়া বলিলেন, "সঞ্জীব বাবু, এ আপনি কোথায় পেলেন?"

স। আগে আপনি বলুন—কি প্রমাণে আপনি আমাকে আর এই সরলচিত্ত দেবিদাসকে অপরাধী সাব্যস্থ করেছেন?

রা। আমি মূর্খ—ঘোর মূর্খ—কাণ্ডজ্ঞান্‌হীন—আপনি আমায় ক্ষমা করুন; বলুন এ পত্র আপনি কোথায় পেলেন?"

স। বলছি; আপাততঃ আপনার দারেগোবাবুদের এখান থেকে সরে যেতে বলুন—আমি অন্য লোকের কাছে সে সকল বল্‌তে চাহি না।

রামকুমারবাবুর আদেশানুসারে হরিদাসবাবু ও শিবচন্দ্রবাবু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সঙ্গীববাবু কহিলেন, "এদের আপনি কি প্রমাণে ডেকে এনেছিলেন, আমাকে তা আগে ভেঙে বলুন? এদের কোন যোগ্যতা নাই—কোন একটা কথা বোঝ্‌বার আগেই—ঘৃণা জানিয়ে বাঁদ্‌রামি বলে বসে। আরে, যা বল্লি সেইটাই আগে সন্ধি বিচ্ছেদ করে—তলিয়ে বুঝে দেখ; "বাঁদ্‌রামি" শব্দটার ভিতর কোন মার্‌প্যাচ্‌ আছে কি না।"

রা। বিমলার মাতামহ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল করেছিলেন, যার কথা আপনাকে আমি পূর্ব্বে বলেছি—সেই উইলখানি চুরি গেছে।

স। কখন সে উইল চুরি হয়েছে?

রা। যে রাত্রে আমার শয়নগৃহে হত্যাকারীরা প্রবেশ করে। তাতেই আমার সন্দেহ হয় যে—আপনিই সেই উইল হস্তগত করেছেন—আপনি সেই ষড়যন্ত্রে আছেন।"

স। আচ্ছা ভাল—এ ত গেল আমার কথা। তার পর—আপনি দেবিদাসকে কোন সূত্রে দোষী বলে মনে ঠিক দিয়েছেন?

রামকুমারবাবু নিজহস্ত দেবিদাসের অংসোপরে রাখিয়া কহিলেন, "দেবিদাস—আমি অন্যায় করেছি—তোমাকে মিথ্যা দোষে দোষী করে নিজেকেই পাতিত করেছি।"

দেবিদাস কহিলেন, "যদি আপনি মনে এরূপ ঠিক দিয়া থাকেন, যে আমার জীবনের অপেক্ষা মূল্যবান—আমি তার হন্তারক,—আপনি তা হলে যথার্থই অন্যায় করেছেন।"

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "যাক্ এখন ও সকল বাজে কথা ছেড়ে দাও। এ সকল যে সে লোকের খেলা নয়—এর ভিতর অনেক রহস্য আছে—অনেক ষড়্‌যন্ত্র আছে। যে ষড়্‌যন্ত্রে বিমলা অপহৃতা হয়েছে—দেবিদাসও সেই ষড়্‌যন্ত্রের—লক্ষ্যস্থল; বিমলা যেমন দেবিদাসও তেমনি সেই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। যত দিন না এ চক্র-ভেদ হচ্ছে, তত দিন এ সকল ভৌতিককাণ্ড বলেই বোধ হবে।"

দে। মহাশয়, (রামকুমার বাবুর প্রতি) আমাকেও এতক্ষণ আপনি জীবিত দেখতে পেতেন না,—কেবল আপনার নিয়োজিত কৌশলী গোয়েন্দা মহাশয় সঞ্জীববাবুর কৌশলে ও কৃপায় আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছে।"

রামকুমারবাবু কহিলেন, "ওঃ! আমি কি নির্ব্বোধ—কি—অল্পবুদ্ধি। আমার মত মূর্খ জগতে কেউ নাই।"

স। (ঈষদ্বিরক্তিতে) এখন আত্মগ্লানি ছেড়ে দিন—বলুন কোন প্রমাণে আপনি দেবিদাসকে দোষী স্থির কর্‌ছেন? বাজে কথায় ব্যয় করিবার সময়—এ নয়; আপনার একমাত্র কন্যা হত্যাকারীদিগের হস্তে রয়েছে—সে নিহত হবার পূর্ব্বে তাকে উদ্ধার কর্‌তে হবে—নচেৎ আমার সকল শ্রম পণ্ড হবে।

রা। দুই তিন দিন হইল, আমাকে একটী লোক এই কথা জানায়, যে দেবিদাস—আমার কন্যাকে হত্যা করবার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করেছে।

স। কৈ এ কথা ত পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই—সে যে ষড়্‌যন্ত্রীদের একজন হবে, কোন ভুল নাই। আপনি তার চেহারা কেমন ঠিক তা বর্ণনা করে আমাকে বলুন দেখি।

রামকুমারবাবু যে লোককে এইরূপ অভিযোগ করিতে দেখিয়াছিলেন—সেই লোকের আকৃতির পরিচয় দিলেন।

সঞ্জীববাবু তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "আমি তাকে জানি; সে একজন দলের প্রধান।"

সঞ্জীববাবু তৎপরে তিনি কি কি করিয়াছিলেন—কেমন করিয়া বিমলার সেই ছিন্নপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সকলই বলিলেন।

রামকুমারবাবু আত্মদোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন; সঞ্জীববাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "মহাশয়! যদি আপনি আমার বিমলাকে, তার মৃত্যুর পূর্ব্বে উদ্ধার করে আন্‌তে পারেন—আমি আপনাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিব।

সঞ্জীববাবু যে পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবার আশা মনোমধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন—রামকুমারবাবুর কথায় তাহা জাগিয়া উঠিল। পাঠক ও পাঠিকাগণ—বোধ হয় সহজেই বুঝিয়াছেন সে পুরস্কার অর্থের নহে।

সঞ্জীববাবু তথা হইতে উঠিয়া উদ্যানে—আবদ্ধ গুণ্ডা টুনুয়ার নিকট গমন করিলেন। উভয়ের অনেক প্রশ্নোত্তর হইল—সে সকল লিখিয়া পুস্তক-বাড়াইতে চাহি না।

সঞ্জীববাবু তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিলেন না—কারণ বোধ হয় সে সত্য সত্যই অন্য কোন বিষয় অবগত ছিল না। অর্থ প্রাপ্তে আদেশানুসারে সে—ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত—ষড়যন্ত্রকারীদিগের গুপ্ত সংবাদ ই জানে না।

সঞ্জীববাবু টুনুয়াকে রামকুমারবাবুর জিম্মায় রাখিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাশব অত্যাচার।

"কতদিন আর আশার মুখ চেয়ে থাক্‌বো ?"

"আমার আশা তুমি ত্যাগ কর।"

"তোমার 'আশা ত্যাগ'? এ জীবনে হবে না। যতদিন জীবিত—থাক্‌বো, ততদিন পার্‌বো না। কি চক্ষে—কি ক্ষণে তোমায় দেখেছি তা আমি জানি না। আমি এ পর্য্যন্ত অনেক রমণী দেখেছি, কিন্তু—এমন রূপ ত কারও দেখি নাই—এমন মিষ্ট কথা ত কারও শুনি নাই।"

"আমাকে এমন করে বিরক্ত কর যদি—তুমি আপনার বিপদ আপনি ডাকিবে। আমি তোমাকে পূর্ব্ব হতে স্পষ্ট বলে সাবধান করে দিচ্ছি।"

"যদি তোমাকে পাব না, তবে কেন তুমি দেখা দিয়েছিলে ? কেন তবে তুমি আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েছিলে ? আমার প্রাণ তোমার রূপে ডুবে আছে—আমি আত্মহারা—আমি আজীবন শুধু তোমার সেবা কর্‌বো—তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌বো। আমায় তুমি ঘৃণা করো না ; যদি পাপী বলে ঘৃণা কর—আর কোন পাপ-কাজের দিকে যাব না ; যদি দরিদ্র বলে ঘৃণা কর—সে ঘৃণা ত থাকবে না, আজ বাদে কাল আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হব।"

"তোমার ঐশ্বর্য্য নিয়ে তুমি সুখে থেক—ও ঐশ্বর্য্যে আমার ঘৃণা হয়।"

"যত তোমায় দেখি—ততই পিপাসা বাড়ে। এখন আমার প্রাণের ভিতর কি কর্‌ছে—তুমি কি করে জান্‌বে? কি করে আমি প্রাণের আগুন চেপে রেখেছি—তা তোমাকে কি করে বুঝাব? ইচ্ছা হয় তোমাতে মিশে যাই—তুমি স্বর্গ—তোমাতে স্বর্গ সুখ আছে। একবার বুকে এস—আমি তোমার উপর বলপ্রয়োগ কর্‌তে চাই না—সে নৃশংসতা আমার নাই।

"সে ক্ষমতাটুকু থাকলে কি তুমি আর বলপ্রয়োগ করে তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি কর্‌তে ত্রুটী করতে—এখন যে তুমি আমার হাতে।"

"তা যাই হোক—তাতে সুখও নাই। তোমার কাছে আমি তোমার কৃপাভিক্ষা কর্‌ছি—আমার মনের আগুন নিভাও। এখন আমি নেশা করেছি—একটু মদ খেয়েছি—নিতান্ত একটু নয় দস্তর মত খেয়েছি—কিন্তু তোমায় দেখে সে নেশা চাপা পড়ে গেছে। আমি বেশ প্রকৃতিস্থ আছি; কিন্তু যত তোমায় দেখছি—যত তোমার ঐ চোক দুটীর চঞ্চল দৃষ্টি দেখছি—ততই অধীর হয়ে পড়্‌ছি। পূর্ব্বেও এমন অনেক দিন হয়েছিল—কিন্তু মনকে দমন করে চেপে গেছ্‌লেম; কিন্তু আজ আর মন কিছুতেই মানা মান্‌ছে না, দমন কর্‌তে পার্‌ছি না। একবার বুকে এস—একদিন আমার কথা রাখ—এক দিনের জন্য আমার এতদিনের আশা পূরাও।"

"এক দিনে যে সর্ব্বনাশ—পাঁচ দিনে তাই—তুমি আমার—"

"(বাধা দিয়া) তুমি অবিবাহিতা—অথচ যৌবনে তোমার

শরীর ভেঙ্গে পড়্ছে—তোমার সতীত্বনাশের ভয় কিসে আছে? তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী হবে—তবে এর জন্য এত অগ্রপশ্চাৎ কেন?"

"যখন তা হব—তখন তোমার জিনিস হব—তোমার যা ইচ্ছা কর্‌তে পার্‌বে। এখন তুমি আমার কে? আমি তোমারই বা কে?

"তবে—না কি তুমি আমায় ঘৃণা কর? তবে না কি তুমি আমায় ভালবাস না? তবে নাকি তুমি আমার নও? তুমি আমার এত দিন কেবল মনের কতদূর দৃঢ়তা দেখে আস্‌ছো। আমার মনের দৃঢ়তা কিছুই নাই—তোমার আজ্ঞা না লঙ্ঘন করায় যা ঘটেছে। কিন্তু—আজ আর না—এস, তোমার ও কুসুমপ্রায় হৃদয় টুকু আর চেপে রেখ না—আজ থেকে আমাকে খুলে দাও—আমি তথায় প্রবেশ করি—দেখি মধ্যে কত মধু আছে।" এই বলিয়া প্রত্যুত্তরকারিণীকে দুই হস্তে—বেষ্টন করিয়া—ধরিয়া—মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। বাহুবেষ্টিতা তরুণী নিজেকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, চিৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু মদ্যপ যুবক—চেতনাহীনের ন্যায়—কিছু মানিল না—নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পশুবলপ্রকাশ করিতে লাগিল।

বিপদান্বিতা—বর্দ্ধিতরোষা তরুণী কোন উপায় না দেখিয়া—তাহার—মণিবন্ধে সজোরে দংশন করিল। যুবক চিৎকার করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। "রাক্ষসী—ডাকিনি" বলিয়া কটূক্তি করিল। তরুণীও তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিল; বলিল, "তুমি আমাকে আজ থেকে তোমার ঘোর শত্রু বলে জান্‌বে—তুমি যেকালে তোমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌লে—আমি কেন কর্‌বো না, দেখি তুমি কেমন করে নিস্তার পাও।"

যুবকের মুখে—ক্রোধের পরিবর্ত্তে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। বলিল—"না—তা হলে আমি একবারে মারা যাব—আমি তোমার পায়ে পড়ি।"

"তুমি কি বলেছিলে ভুলে গেছ? মা চণ্ডীদেবীর পা ছুঁয়ে কি বলেছিলে মনে করে দেখ দেখি—তুমি কখন আমায় প্রতি বল-প্রয়োগ, কি কোন প্রকার কু কথায় বিরক্ত কর্‌বে না। আর আমিও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছিলেম—যে তুমি এই ষড়্‌যন্ত্রের যা যা আমায় কর্‌তে বল্‌বে তা আমি কর্‌বো। তোমার গুপ্তকথা গুপ্ত রাখবো; কিন্তু তুমি সে প্রতিজ্ঞা আজ ভঙ্গ করেছ—আমারও তাই জান্‌বে। তোমার প্রতিজ্ঞার অস্তিত্বে আমার প্রতিজ্ঞা—তাতে আমার কোন পাপ হবে না।"

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—বৃক্ষ সমূহের পত্রাবলী প্রচণ্ড রৌদ্রে ঝলসিত-প্রায়। কোন দিকে চাওয়া যায় না। রৌদ্রতপ্ত-বায়ু ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে। নীরবে পাখীরা ঝোপে ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া আছে। উত্তপ্ত মরুত্তাড়নে দুই একবার পাখা নাড়িয়া সরিয়া বসিতেছে। কোথা হইতে দুই একটা কোকিল--"কুহু" "কুহু" করিয়া ডাকিয়া—নিজের বেদনা বুঝাইয়া প্রকৃতিবক্ষে—কাঠিন্যে কোমলতা সৃজন করিতেছে। যদি বা দুই একবার দুই একখানা তরল শ্বেতমেঘ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া—সূর্য্যবক্ষে পড়িয়া—রৌদ্রের প্রদীপ্তি ন্যূন করিতে প্রয়াস পাইতেছে—কিন্তু দুর্বৃত্তবায়ু তাহাদিগকে সরাইয়া দিতেছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতেজে দেখা দিয়া জগত দগ্ধ করিবার জন্য যেন উদ্যত হইতেছেন।

এমন সময় চণ্ডীতলার সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে একটী নিভৃত-

কক্ষ মধ্যে উক্ত যুবক যুবতীর প্রাগুক্ত কথোপকথন হইতেছিল। যুবক—পাঠক পাঠিকা পরিচিত মহীন্দ্রনাথ। যুবতীকেও আপনারা বার কয়েক দেখিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যমজ ভগ্নী।

সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। অস্তগতপ্রায় আরক্ত রবির অর্দ্ধাংশ মাত্র পশ্চিম গগণের দৃষ্টিসীমার যবনিকা-প্রান্তে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। থরে থরে জলদপর্ব্বতগুলি অস্ত-গমনোন্মুখ রবির হেমাভরশ্মিমালা বুকে ধরিয়া আকাশের ধারে ধারে নিরবে দণ্ডায়মান। বিহগকুল শব্দতরঙ্গে—সান্ধ্যগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বীয় স্বীয় নীড়াভিমুখে ধাবমান হইতেছে। পাদপশ্রেণীর শীর্ষস্থিত নব পত্রাবলী রবির হিরণ্ময়ীকিরণে প্রতিফলিত হইয়া—স্বর্ণপত্রবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই মনোহর দৃশ্য দর্শনে সমীরণ ক্ষণেক স্থির হইয়া দেখিতেছে; কখন বা সেই পত্রাবলীর প্রশাখা লইয়া ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতেছে। সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া—প্রসন্নমুখে রূপসম্পন্ন কুলললনারা কেহ কলসীকক্ষে,—কেহ—গাত্রমার্জ্জনী হস্তে—কেহ—বাসন্তী রঙ্গের বসনাবগুণ্ঠনে—বাসন্তী সৌন্দর্য্যপূর্ণ চন্দ্রমুখখানি ঢাকিয়া—কোন যৌবনাবেশে প্রফুল্ল হৃদয়া নবোঢ়া তাম্বূলরাগে বিম্বাধর রঞ্জিত করিয়া,—মধুরে মধুর বিভাবিকাশ করিয়া সরোবর পানে চলিয়াছে।

সঞ্জীববাবু আপন প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিমলার

সন্ধানোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। সেই সময় একবার উদ্যানে পরিমলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসিলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে যে পরিমল?"

পরিমল উত্তর করিল, "আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বো বলে।"

"কোন কথা আছে নাকি?"

"হাঁ। যে রমণীর কথা কাল আপনি আমায় বলেছিলেন—যাকে দেখে আমায় সন্দেহ করেছিলেন—যার চেহারা ঠিক আমার মত—"

(বাধাদিয়া) "হাঁ। কি হয়েছে তার?"

"সেই কথা বল্‌বো বলে—আপনার অপেক্ষা কর্‌ছিলেম।" সঞ্জীববাবুর—হস্ত ধরিয়া ম্লিনমুখে বলিল, "সে আমার যমজ ভগ্নী।"

"তবে এ কথা আমাকে পূর্ব্বে বল নাই কেন?"

"আমি জানি সে মরে গেছে।"

"ভাল—মরে গেলে তার আর কথা কি; সে প্রেতিনী হয়েছে নাকি?"

"না। জলে ডুবে যায়,—বাঁচলেও বাঁচ্‌তে পারে—কেউ তাকে জল থেকে তুলে বাঁচাতে পারে; বাঁচাতেই পারে কি—নিশ্চয় সে বেঁচে আছে—নতুবা—আপনি কেমন করে তাকে দেখ্‌তে পেলেন?"

"তুমি যা বল্‌ছো—তা যদি সত্য হয়—তোমার ভগ্নীকেও—আমি নিশ্চয় উদ্ধার করে আন্‌বো; কিন্তু—তোমার ভগ্নী এতদূর নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে—এই আশ্চর্য্য।"

"যাই হোক—আমার এ মিনতি—আপনি আমার ভগ্নীকে খুনেদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে দিন।"

"আমি তোমার ভগ্নীকে নিশ্চয় তোমাকে এনে দিব।"

"আর একটী আমার নিবেদন আছে।"

"কি বল।"

"এ কথা এখন আপনি আমার মামাবাবুকে—কাকেও বল্‌বেন না।"

"আচ্ছা—তাই হবে।"

"যদি আপনি আমাদের বিমলাকে আর আমার সে ভগ্নীকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারেন—আপনি এ হতভাগিনীর কাছ থেকে যা পুরস্কার চাইবেন, আপনাকে দিব।"

"হতভাগিনী বলে ত আগে নিজের পরিচয় দিয়েই বস্‌লে—তাতে তোমার কাছে—এক পয়সার স্থানে দু পয়সার প্রত্যাশা করা যায় না; তবে এরূপ স্থলে আমি কি কর্‌বো?"

"আপনি উপহাস করুন—আর যাই করুন—আমাকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা কর্‌বেন না। এই প্রত্যুপকারে আমি আপনার কথায় আপনার পদে প্রাণ বলিদান দিতে পারি।"

"তাই একদিন বল্‌বো—দেখ্‌বো তোমার কথা ঠিক কি না; তবে 'বলি'টলি, নয়—শুধু 'দান'ই আমার মতে উত্তম।"

সঞ্জীববাবুর কথায় পরিমল সরমসঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, "মহাশয়—আপনার সঙ্গে কথায় কে পার্‌বে?" লজ্জাধিক্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সঞ্জীববাবু তাহার দুইহস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলেন। পরিমল অবনত মুখে সঞ্জীববাবুর সম্মুখে নীরবে রহিল।

স সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার আজ্‌কার কথা—প্রতিজ্ঞার কথা—স্মরণ থাক্‌বে কি ?"

"ঈশ্বর সাক্ষী—আপনার উপকার আমি কখনই বিস্মৃত হব না।"

"এ গেল উপকারের কথা—আর আমাকে।"

এই কথায় পরিমল অতিশয় লজ্জিতা হইল। ব্রীড়াবিকুঞ্চিতা সুন্দরী আর কোন উত্তর করিতে পারিল না, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"এ আবার কি ?"

সঞ্জীববাবু যাহাকে একবার দেখিতেন—তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভাব সেই বারেক দর্শনে বুঝিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কতবার পরিমলকে দেখিয়াছেন—কতবার তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া আসিতেছেন—তথাপি—তিনি পরিমলের ক্ষুদ্র হৃদয়ের গুপ্তকথার তিলার্দ্ধাংশ বাহির করিতে পারিলেন না। এ পর্য্যন্ত যত বার তিনি পরিমলকে দেখিয়াছেন—প্রত্যেক বারেই তাহাকে এক এক অভিনবভাবে থাকিতে, নূতন ধরণে কথা কহিতে—দেখিয়াছেন। যেন, কাল যাকে দেখিয়াছেন—আর তার সেই মূর্ত্তি ধরিয়া অন্য একজন আসিয়া উপস্থিত। সঞ্জীববাবু কখন কখন পরিমলকে সন্দেহ করেন, আবার কিয়ৎ পরেই তিনি নিঃসন্দেহে মনে মনে স্বীকার করেন, পরিমল—নিরপরাধিনী।

আজ তিনি, তাহার মুখে শুনিলেন—যে তাহার আবার এক যমজ ভগ্নী আছে—পরিমল আবার এ কথা কাহারও নিকট বিশেষতঃ তাহার মামাবাবুর নিকট প্রকাশ করিতেও নিষেধ

করিয়াছে। তবে পরিমল কি নিজের নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত করিবার জন্য এই এক নূতন কৌশল জাল বিস্তার করিল? এতদিন ত এ কথা প্রকাশ করে নাই—যদি বা প্রকাশ করিল—তাহার মামাবাবুর নিকট—কি অন্য যে কেহ হউক, কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল কেন? পাছে রাম-কুমারবাবু তাহার এই মিথ্যা কৌশল ভাঙ্গিয়া দেয়; কারণ রাম-কুমারবাবু অবশ্যই জানেন যে—পরিমলের যমজ ভগ্নী আছে—কি কখন ছিল কি না। দুষ্টবুদ্ধি স্ত্রীলোকের নিকট কৌশলের অভাব নাই। সঞ্জীববাবু আপন মনে এরূপ অনেক তর্ক বিতর্ক করি-লেন—আপনাকে একজন সামান্য বালিকার নিকট এরূপ বার বার প্রতারিত হওয়ায় নিজেকে শত শত ধিক্কার দিলেন।

* * * * *

মনে মনে নানা কুটতর্কের মীমাংসা করিতে করিতে সঞ্জীববাবু প্রাগুক্ত, চণ্ডীতলার বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নির্ম্মল নীলিমাবুকে দুই একটী তারা দূরে দূরে উকি মারিতেছে। দিবসের ম্লানশশী উজ্জ্বলাননা নক্ষত্র ললনা-দিগকে তাহার দর্শন পথে পতিতা হইতে দেখিয়া—আনন্দোৎফুল্ল মুখে মৃদু হাসিতেছ। তারানাথের হাসি দেখিতে যেখানে যত তারা ছিল—ছুটিয়া আসিতে লাগিল; এক দুই—তিন—চার—আর গণনা করা যায় না—অসংখ্য। অনেক স্থানে জড় জগতের প্রত্যেক পদার্থে নিঃস্বার্থ প্রেমের নিদর্শন দৃষ্ট হয়, প্রাণীজগতে—শুধু স্বার্থ—শুধু—আত্মপ্রসাদ। জড় জগৎ নিশ্চিন্ত—নীরব—প্রশান্ত—নিশ্চঞ্চল—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যহীন। প্রাণীজগৎ—তদ্বিপরীত উদ্বেগপূর্ণ—শান্তিহীন—অত্যাচার উৎপাত—উপদ্রব যত কিছু

আছে—সে সকলে প্রবিদ্ধ, প্রতিকার্য্যে—প্রতি পদক্ষেপে—পরস্পরে সংশয় দংশন। ধন্য—জড় জগৎ। ধিক্ অজড়—তোমরা।

সঞ্জীববাবু পূর্ব্বোক্ত বনস্থিত সেই ভগ্নবাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে গুপ্তগৃহে তিনি পূর্ব্বে এক রমণীর মৃত দেহের সন্ধান পাইয়াছিলেন—সেই গৃহমধ্য হইতে দ্বারের ফাটল দিয়া সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি কতিপয় গৃহবহির্ভাগে নীত হইয়াছে। দ্বারের ফাটল দিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—যাহা দৃষ্টিগোচর হইল—তাহাতে তিনি দুই এক পদ পিছাইয়া আসিলেন;—বিস্ময়াধিক্যে তিনি চমকিত হইলেন। দেখিলেন, কক্ষমধ্যে আর কেহ নাই—কেবল মহীন্দ্রনাথ—ও মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ—একখানি শাণিত বৃহচ্ছুরিকা মহীন্দ্রনাথের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান—প্রদীপালোকে ছোরাখানা চক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মহীন্দ্রনাথ—সংসঙ্কোচ—বিবর্ণমুখ স্থির হইয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট।

সঞ্জীববাবু কবাটে কর্ণ রাখিয়া তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অন্তরালে।

মহেন্দ্রনাথ বলিল;—"এখন ত তোমার কাজ শেষ হয়ে এসেছে; এক রকম ধর্‌তে গেলে আমিই সব করেছি; যা কখন আমাদের কোন পুরুষে করে নাই—আমি তা তোমার জন্যে করেছি। আর কি চাও? এখন যা কথা ছিল—ভালয় ভালয় তার বন্দোবস্ত কর। নয় বল, আমার যা কর্‌বার তাই করি। দেখ্‌ছ ছুরি—এই

ছুরি তোমার অনেক কাজে ঘুরেছে—এইবার নয় তোমার বুকে বসে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম কর্‌বে।

ম। "কি চাও তুমি বল না—এত গৌরচন্দ্রিকা কেন?"

মহে। আমি চাই—আমার এই খৎ খানার এক পার্শ্বে তোমার একটী মাত্র সই।

ম। আচ্ছা—তোমার ছুরিখানা এখন রাখ—এ বিষয়ে একটা কথা স্থির হ'ক।

মহে। কথাবার্ত্তা আবার কি? সহজে না বশে এস—কাজে আসবে। আমি সে পাত্র নই বাবা! অম্‌নি ছাড়্‌ছি না। আগে সই কর—তার পর যা বল্‌বার বল।

ম। আমি যা বলেছি—মুখ থেকে একবার যা বার করেছি, তা তুমি নিশ্চয় পাবে—আমার কথাও যা খৎও তা।

মহে। আমার কাছে তা নয়—তোমার কথা যা আর কলা-পাতে লেখা তা—দু'দিন পরে শুকিয়ে গেলে—চুকে গেল।

ম। তুমি কি আমাকে এমনই মনে কর নাকি?

মহে। কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তুমি! তোমাকে ত আর জানি না। নিশ্চয় জেন, সই না করে—কখনই এ বাড়ী থেকে জ্যান্ত ফিরে যাবে না।

ম। আমি কি অঙ্গীকার কর্‌ছি না কি? এত ভুল বোঝ কেন? আমি ত সই কর্‌তে এখনই রাজী আছি—অত বিসম্বাদ—বাগ্বিতণ্ডা তোল কেন?

মহে। তাইত বল্‌ছি—সইটী কর—আর রাজা হও গিয়ে।

ম। বিমলাকে আগে খুন কর—তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার খতে সই করে দিব।

কিছু

মহে। বিমলা বিমলা করে এত ভাবনা কেন? মরেছে, ধর্‌তে গেলে সেত মরেই রয়েছে। বিমলার মর্‌বার পর তুমি সই কর্‌বে? কেন আমাদের ফাঁকি দিতে চাও নাকি? তা বাবা হবে না—বাঁচতে চাও যদি ও সব মন্ত্রণা ছাড়; আমাদের ফাঁকি যে দেবে সে এখন তার মার পেটে আছে।

ম। আমি কি তাই বল্‌ছি না কি? আচ্ছা ত অবিশ্বাসী মন তোমার।

মহে। কি বিশ্বাসী লোক তুমি?

ম। একটা কথা হচ্ছে—কি জান,—সঞ্জীবটা সহজ লোক নয়। সে যেকালে জেনেছে বিমলা মরে নাই—এখনও বেঁচে আছে—সে কালে সে বিমলাকে কখনই খুন কর্‌তে দেবে না—বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে; প্রত্যেক পলে এ সন্দেহ আমার মনে উঠ্‌ছে। এখনই মেয়েটাকে সাবাড় কর—তার বাপ—পাড়ার পাঁচজন, বেটা সঞ্জীব জানুক্—সে এসে প্রত্যক্ষ দেখুক—মরেছে—তারপর চিতায় ফেলে পোড়াক; তখন আমি বুঝবো যে—হাঁ সব ঠিক্—আর কোন সন্দেহ, কি ভয় কর্‌বার কোন কারণ নাই।"

মহে। তুমি কি মনে কর নাকি যে আমি তোমাকে সইটী করিয়ে নিয়ে, শেষে—তাকে তার বাপের কাছে রেখে আস্‌বো? সেই রকম কথা দেখ্‌ছি যে। তাই যদি কর্‌বো—তবে তোমার সই নিয়েই বা কি হবে? তুমি বিষয় আশয় পাবে—তবে ত তোমার কাছ থেকে আমার যা কিছু আদায় হবে; নৈলে তুমিও যে কপর্দ্দক হীন, আমিও তথৈবচ। বুঝ্‌লে—মহীন্দ্রনাথ? তুমি ও কথা মনে স্থান দিও না। তোমার জন্যে আমি যা করেছি—যদি

তুমি অকৃতজ্ঞ না হতে, তবে আমার কথায় কখনই অসম্মত হতে পার্‌তে না। তোমার জন্যে—তোমার কার্য্যে আমার একটী মাত্র পুত্র—তাকেও বিসর্জ্জন দিয়েছি। সে আমার পাপের ফল হয়েছে—এরিই মধ্যে কি তুমি সে সব কথা ভুলে যেতে বস্‌লে ?

ম। যাক্, অত কথায় দরকার কি—যে মুহূর্ত্তে বিমলা মর্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমার কাগজে সই কর্‌বো—কোন আপত্তি কর্‌বো না—কর্‌তেও দিও না তুমি।

মহে। তুমি সই কর, দেখবে সে মরেছে।

ম। কতক্ষণের মধ্যে ?

মহে। খুব বেশী হয় ত—এক ঘণ্টা।

ম। ভাল—তার পর তার মৃতদেহ ?

মহে। তার পিত্রালয়ের সম্মুখে চালান্ দেওয়া হবে।

ম। আচ্ছা—আমায় ভাব্‌তে চিন্তুতে একটু সময় দাও। তার পর আমি সই কর্‌ছি।

মহে। আচ্ছা—মহীন্দ্রনাথ, যদি আর কোন উত্তরাধিকারী এসে জুটে পড়ে, তবে কি হবে ?

ম। তুমি ত জান—যার বিষয় আমি তার ভাইপো। আমি অগ্রে, আমার চেয়ে আর কার অধিক অধিকার থাক্‌তে পারে ? বিমলা—আর তোমার ভাইপো ? তা—বিমলা ত মরণমুখে। আর দেবিদাস—গুণ্ডারা তাকে ধরে এতক্ষণ যমালয়ে পৌঁছে দিয়েছে। আমি সে খবর পেয়েছি, সে আধ মরা হয়ে পড়ে আছে। আমার হুকুম হলেই একবারে নিকেস হবে ; তার কোন সন্দেহ নাই ; সে হুকুমও আমি অনেকক্ষণ দিয়েছি।

মহে। আচ্ছা, মহীন্দ্রনাথ, তোমার কাকা তোমাকে বাতিল করে এমন উইল কর্‌লে কেন ?

র। আমার স্বভাব চরিত্রে আমার উপর তার বড় ঘৃণা হয়েছিল। আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়—সেই অবধি আমি এ দেশ ছাড়া হই। আর আমি এ দেশে সে পর্য্যন্ত আসিনি--এবার আমার অভীষ্ট-সিদ্ধ কর্‌বার জন্যে এসেছি।

মহে। তুমি যে কালে এতদিন দেশ ছাড়া হয়েছিলে, সে কালে তোমার পরিচয় প্রমাণ করে—বিষয়ে অধিকার লওয়া কিছু শক্ত।

ম। দেবিদাস মরেছে—বাকী বিমলা ; বিমলার মৃত্যুর পর—আমার বিষয়াধিকারে কোন বাধা নাই।

মহে। কেন, বিমলার মৃত্যুর পর ত বিমলার পিতা তার কন্যার অংশে—অধিকার পেতে পারে।

ম। সে পথ মেরে দিয়েছি—আদত উইল—জানত—সে শর্ম্মা অনেক পূর্ব্বে হস্তগত করেছে। যে রাত্রে আমরা রামকুমারবাবুকে খুন কর্‌তে তার শয়ন ঘরে প্রবেশ করি, সেই রাত্রে আমি আদত উইল বার করে এনেছি।

মহে। সে খানা যত্ন করে রেখেছ ত ?

ম। সে আর তোমায় বলে দিতে হবে না।

মহে। ভাল, সইটী এখন করে দাও—আমিও বিমলাকে একদম শেষ করে ফেলি।

ম। ভাল—তোমার মনে বিশ্বাস না হয়—আমি সই করে দিচ্ছি।

মহে। আর একটা কথা হচ্ছে—তুমি বিষয় নিতে গেলেই

সকল লোকের এই সকল খুনের সন্দেহ তোমার উপরই হবে। তার কি করেছ ?

ম। সে পথ মেরে দিয়েছি। কেন, সেই ছেঁড়া পত্রের কথা ভুলে গেছ নাকি ? যখন সেই বিবাহের রাত্রে আমরা যে ঘর থেকে বিমলাকে বার করে আনি, সেই ঘরে পত্রখানা ফেলে দিয়ে আসি—যেন দেবিদাস বিমলাকে খুন কর্‌বো বলে শাসাচ্ছে। তাতে লোকের মনে দেবিদাসের উপর সন্দেহ হবারই কথা, তাও ত হয়েছে।

মহে। কই, তাতে দেবিদাসের নাম ত তুমি লেখ নাই—'ক, খ, গ, ঘ, ঙ' লিখেই সেরেছে।

ম। সেই পত্র খানা পড়লেই সহজে বুঝা যাবে যে, সে খানা দেবিদাসের পত্র। তার আগেকার আবার সেই গণককারের কথা, পত্রের সঙ্গে গণককারের গণনার অনেক মিল আছে। আর, আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি—তা এখানকার কেউ জানে না; আরও ছয় সাত মাস আমি এম্নি বাইরে বাইরে থাক্‌বো। যখন দেখ্‌বো সে সব গোলযোগ মিটে গেছে—লোকের আমার উপর সন্দেহ কর্‌বার কোন কারণ নাই—তখন ধীরে ধীরে কাজ গুছিয়ে নেব।

মহে। তুমি ভয়ানক তুখড় লোক।

ম। এ রকম কাজে এ রকম তুখোড়্ লোক না হলে চলে কি ?

সঞ্জীববাবু সেই সমস্ত গুপ্তকথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। এখন কি করিবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যদি তিনি

এক্ষণে কোন সদুপায় স্থির করিতে না পারেন, তাহা হইলে বিমলার মৃত্যু অনিবার্য্য; আর নিজের এত পরিশ্রম এত উদ্যোগ—এত উদ্যম—এত কষ্টস্বীকার—সকলই বিফল। তাহাদিগের কথোপকথনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, সে বিমলা—এই স্থানেই আছে। এখন যদি তিনি তাহাদিগের অল্প অবসর দেন—তাহা হইলে দুরাত্মা মহেন্দ্রনাথ এখনিই বিমলাকে হত্যা করিবে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই গৃহ-মধ্যে একবারে লাফাইয়া পড়িলেন। গৃহস্থিত ব্যক্তিদ্বয়—কি ব্যাপার বুঝিবার পুর্ব্বে সঞ্জীববাবু মহেন্দ্র নাথের হস্ত হইতে তাহার ছোরা সজোরে কাড়িয়া লইলেন। নিজ হস্তস্থিত পিস্তল উঠাইয়া কহিলেন, "ভাল চাও—যেমন আছ ঠিক তেম্নি থাক—এক পা এগিয়েছ কি—মরেছ।"

উভয়ে এই আকস্মিক ভয়ে কম্পান্বিত—বুদ্ধিহত; সহজেই গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ সঞ্জীববাবুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

সঞ্জীববাবু তদুভয়কে পিছমোড়া করিয়া হাতকড়ি লাগাইলেন; উভয়ব্যক্তির হাতকড়ি একত্রে সংযোজন করিয়া দিয়া—বাহিরে আসিলেন। তাহারা গৃহমধ্যে রহিল, সঞ্জীববাবু সেই গৃহদ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া বিমলার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাটীর উত্তরাংশে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিমলার কি হইল।

সঞ্জীববাবু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া রমণীকণ্ঠোচ্চারিত স্বর শুনিতে পাইলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া, কিছু দূর যাইয়া দেখিতে পাই-

লেন—একটী কক্ষমধ্যে দুইটী বালিকা পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। একটী অপেক্ষাকৃত বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠা—মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে; অপরটী তাহার শয্যা-পার্শ্বে বিষণ্ণ মুখে বসিয়া।

সেই কক্ষের দ্বারসম্মুখে ক্ষুদ্রবৃহদ্রন্ধ্রবিশিষ্ট একখানি কম্বল ঝুলান ছিল। কক্ষমধ্যে এক পার্শ্বে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, তদালোক সঞ্জীববাবু কম্বল-যনিকার ছিদ্র দিয়া উভয়কে উত্তমরূপে দেখিয়া লইলেন। বুঝিলেন, তিনি যে উদ্দেশে আসিয়াছেন—তাহা সিদ্ধপ্রায়; যে বালিকা শয্যায় শয়ান রহিয়াছে সে বিমলা—ব্যতীত আর কেহই নহে। আর যে তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছে—সে পরিমলের যমজ ভগ্নি—সঞ্জীববাবু যাহাকে রামকুমারবাবুর উদ্যানে,—তাহার বাটির উপরতলে, বিমলার শয়নগৃহে দস্যুদলকে পথ প্রদর্শন করিতে,—এই বাটীতে দর্পণে যাহার প্রতিচ্ছায়া প্রকটিত হইতে, তাহার অল্পক্ষণ পরেই সম্মুখ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন।

আনন্দে সঞ্জীববাবু যেমন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন, উপবিষ্টা রমণী তখনই ছুরিহস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সাবধান এ ঘরে পা বাড়াইলে—রক্ষা থাকবে না—মরবে। যদি বাঁচবার আশা থাকে—কথা শোন; নতুবা এই ছুরি—এই ছুরি তোমার বুকে না বসিয়ে ছাড়বো না।"

সঞ্জীববাবু সে কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হাসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "আমার দ্বারা তোমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হবে না। আমাকে তোমরা তোমাদের উপকারী বন্ধু বলেই জানবে।" গৃহমধ্যে প্রবেশিলেন।

দীপালোকে সঞ্জীববাবুকে চিনিতে পারিয়া রাগোন্মত্তা বালিকা নিজ হস্তস্থিত ছুরিকা গৃহতলে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দাধীর-চিত্তে বলিল, "আপনি! সঞ্জীববাবু! আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমি মনে করেছিলেম, পাপীষ্ঠ মহীন্দ্রনাথ। আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন—দুরাত্মারা আজ বিমলাকে খুন করবার পরামর্শ করেছে। (বিমলার প্রতি) বিমলা—বিমলা আর আমাদের ভয় নাই।

ভয়বিহ্বলা বিমলা সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিল। সসঙ্কোচনেত্রে সঞ্জীববাবুর মুখ পানে নীরবে চাহিয়া রহিল মাত্র।

সঞ্জীববাবু তাহাকে শঙ্কিত দেখিয়া বলিলেন, "বিমলা, আমি তোমার উদ্ধারের জন্য এসেছি—আমাকে তোমার ভয় কর্‌বার কোন কারণ নাই।"

বিমলার বৃহল্লোচনযুগল সজল হইল—বালিকা রোদনের উপক্রম করিল। সঞ্জীববাবু প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন।

বয়োজ্যেষ্ঠা বলিল, "এখনি আপনি আমাদের এখান থেকে নিয়ে চলুন—নচেৎ সর্ব্বনাশ হ'বে; দুরাত্মা মহীন্দ্রনাথ এখনি এসে বিমলাকে খুন কর্‌বে।"

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "আমি থাক্‌তে তোমাদের কোন ভয় নাই—আমি তা'দের বন্দী করে এসেছি। মহেন্দ্র আর মহীন্দ্র-নাথ ছাড়া এ বাটীতে এখন আর কেহ আছে?

"না। সকলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোথায় চলে গিয়াছে—আজ আর তারা আস্‌বে না; যদি আসে—শেষ রাত্রে!"

"তবে আর তোমাদের ভয় নাই। আমি তোমাকে কতক-গুলি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই।"

"কি বলুন—আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বল্‌বো না।"

"তোমার নাম কি?"

"নিরমল।"

তখন সঞ্জীববাবুর একটী কথা মনে পড়িয়া গেল; তিনি উদ্যানে যে রক্তকলঙ্কিত রুমাল পাইয়াছিলেন—বাহির করিয়া কহিলেন, "এ রুমাল কি তোমার?"

নি। হাঁ—এ রুমাল আমার। (দেখিয়া) এই যে নাম লেখা রয়েছে—রক্তে খানিকটা ঢেকে গেছে।

স। তুমি এ দলে কেন মিশেছ?

নি। কেন মিশেছি? সে অনেক কথা।

স। বোধ করি এই দলস্থ কেহ তোমার জার।

নিরমলের বিশাললোচনযুগল রোষদীপ্ত হইয়া, জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "সাবধান—বুঝে সুজে কথা বল্‌বেন আপনি।"

স। আমাকে তুমি সকল কথা খুলে বল।

নি। কি বল্‌বো বলুন।

স। তুমি এ দলে কেন মিশেছ?

নি। তবে শুনুন—আমি আপনাকে সব কথাই বল্‌ছি। প্রায় আট বৎসর হ'ল—যখন আমার বয়স ছয় বৎসর হ'বে, তখন আমার পিতা মাতা আর এক ভগ্নী—সকলে গঙ্গাসাগরে যাই; দৈবদুর্ব্বিপাকে নৌকা ডুবি হয়ে আমরা জলমগ্ন হই। আমাকে এক ব্রাহ্মণ উদ্ধার করেন। তিনি আমার পিতা মাতা ভগ্নীর অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন—কোন সন্ধান পান নাই। শেষে তিনি আমাকে তাঁর নিজবাটী—ময়মনসিংহে সঙ্গে করে নিয়ে যান। আমিও তাঁর স্নেহে ও যত্নে তাঁর নিতান্ত

অনুগত হই। তাতে তিনি আমাকে এবং তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় আপন কন্যার ভালবাস্‌তে লাগিলেন। আমি কখনও কোন দিন তাঁর একটী কথার অবাধ্য হই নাই। তিনি যা বল্‌তেন—তা আমি শিরোধার্য্য করে নিতেম্। প্রায় সাত আট বৎসর তিনি আমায় সমান কৃপাস্নেহনেত্রে দেখে আস্‌ছিলেন—এক দিনের জন্যেও আমার উপর বিরক্ত হন নাই। তারপর পাপিষ্ঠ—মহীন্দ্রনাথ—সেখানে যায় এবং আমাকে তার পাপ প্রলোভনে নেবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা কর্‌তে থাকে। সেখানে মহেন্দ্রনাথ—আপনার বোধ হয় তাকে চিন্‌তে বাকী নাই—সেও আমাদের পাড়ায় থাক্‌তো। তার নরেন্দ্রনাথ নামে এক পুত্র ছিল—সে সেদিন মরেছে—তাও আপনি জানেন; তারই রক্তের দাগ রুমালে রয়েছে। সেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহীন্দ্রনাথ বন্ধুত্ব করে। উভয়ে সমচরিত্র—অতি শীঘ্রই তাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। নরেন্দ্রনাথ আমাদের প্রতিবাসী—সে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত—আমিও তাতে কোন বাধা দেখি নাই। শেষে উভয়েই তাহাদের মন্দ অভিপ্রায়ে আমাকে নেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। আমি তখন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বন্ধ করে দিলেম। আর বাটীর বাহিরে আস্‌তেম না। তাহারা তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অনেক মন্ত্রণা কর্‌তে লাগ্‌লো। আজ পনের দিন হল, আমি সন্ধ্যার পর গা ধুয়ে ঘরে ফির্‌ছি—অমনি কোথা থেকে পাঁচ সাত জন লোক ছুটে এসে আমাকে কোন কথা বল্‌তে না দিয়ে—আমার হাত মুখ একবারে বেঁধে ফেলে, ধরে নিয়ে যায়। শেষে বুঝলেম্, যে এ মহীন্দ্র ও নরেন্দ্রর পাষণ্ডপণা। তার পর আমাকে এই বনে এনে ফেলে—তাদের

পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য অনেক কৌশল করে। আমি সদত সতর্ক থাকৃতেম—সর্পের বিবরের পার্শ্বে শায়িত ব্যক্তি যেমন সতর্ক থাকে—তেমনি আমি সতর্ক থাকৃতেম; তার পর তারা একদিন রাত্রে বিমলাকে অপহরণ করে নিয়ে আসে। আমার উপর বিমলার ভার দেয়। সেই অবধি মহীন্দ্র আমার উপর আর কোন অত্যাচারের চেষ্টা করে নাই। কি পরামর্শ করে মহীন্দ্র-নাথ এইখানকার চণ্ডীদেবীর নিকট এমন শপথও করে এবং আমাকেও শপথ করায়ে নেয়—যে আমি বিমলা সম্বন্ধে কোন কথা কখনও প্রকাশ করবো না—তাদের যা যা সাহায্য আমার দ্বারা হতে পারে, তা করবো।

স। বটে! তার পর কি হল?

নি। তার পর আমাকে এরা যা যা বলে আস্ছে—আমি তাই করে আস্ছি। যে দিন বিমলাকে এরা প্রথম আনে—বিমলা আমাকে দেখে আমার ভগ্নীর কথা তোলে—তাতে জান্তে পারি বিমলা আমার মামাত ভগ্নী। এ জগতে আমি জান্তেম আমার কেউ নাই—এ সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলেম্—তখন থেকে কি প্রকারে বিমলাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখবো—উদ্ধার করবো, তাই আমার এক মাত্র চিন্তা হল। কিন্তু—এ পর্য্যন্ত কোন উপায় করতে পারি নাই। এদের মতেই আমাকে চল্তে হয়। যদি তা না চলি তবে বিমলার আর আমার রক্ষা থাকে না।"

স। তোমার বিবাহ হয় নাই?

নি। ময়মনসিংহে কে আমার আত্মীয় লোক আছে—যে সে আমার জাতি কুল অবগত আছে?

স। “তুমি এখন আমার সঙ্গে যেতে চাও, না এই দলে এমন করে আরও কিছুদিন থাক্‌তে চাও? কি ভাল বিবেচনা কর?”

নি। আমি আপনার পায়ে ধরে যেতে চাই। অধিক কি বল্‌বো, আমার কত যাতনা আপনি কি বুঝবেন? বিমলাকে পেয়েই আমি একরকমে জীবিত আছি—নতুবা এতদিন নিশ্চয় আমাকে আত্মহত্যা কর্‌তে হ’ত। আপনার পায়ে পড়ি—বিমলাকে আর আমাকে এখান থেকে শীঘ্র নিয়ে চলুন। আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ—বিপদ ঘট্‌তে বেশী বিলম্ব ঘটে না। আমাদের এখনি এখান থেকে নিয়ে চলুন—আমাকে না নিয়ে যেতে চান্—বিমলাকে নিয়ে যান্—আমি আপনার সম্মুখে এই ছুরি (পরিত্যক্ত ছুরিকা ভূতল হইতে গ্রহণান্তর) আমার নিজের বুকে বসিয়ে আপনার সম্মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিই। আর পারেন যদি আমাদের দুজনকেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

স। সেই জন্যই আমার এখানে আসা। এস, আমার সঙ্গে এস।

নবম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর কি হইল?

বিমলা ও নিরমলকে সমভিব্যাহারে লইয়া সঞ্জীববাবু রামকুমার বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিমলা ও নিরমলকে বৈঠকখানা গৃহে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি রামকুমার বাবুর সহিত পূর্ণানন্দে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

অলিন্দে বসিয়া রামকুমারবাবু, দেবিদাস ও পরিমল কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময় সঞ্জীববাবুও তথায় হাস্যাস্যে

প্রবেশিলেন। অধীরা পরিমল তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল—সৌৎসুকে বলিল, "বিমলা কোথায়? আমার দিদি কোথায়? কি হল তাদের? আপনি বোধ হয় অকৃ—"

বাধা দিয়া সঞ্জীবাবু কহিলেন, "কখনও কোন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত অকৃতকার্য্য হই নাই—আজও তাই জান্‌বে।"

প। কোথায়? বিমলা কোথায়?

স। বিমলা আর তোমার ভগ্নী নিরমল, বৈঠকখানা গৃহে বসে আছে। ইচ্ছা হয় দেখে আস্‌তে পার।"

সঞ্জীববাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে—তথায় এক আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই কোলাহল বৈঠকখানা গৃহাভিমুখে ছুটিল।

. . . . . .

হর্ষোন্মত্ত রামকুমারবাবু তদীয় দুহিতা বিমলাকে দেখিবামাত্র বক্ষোপরি তুলিয়া লইলেন। পরিমল ভগ্নী নিরমলের স্কন্ধে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

তৎপরে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় পরস্পর বৃত্তান্ত-বর্ণনে অতিবাহিত হইল।

সঞ্জীববাবু মহীন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও টুনুয়াকে বিচারপতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। কার্য্যশেষে তিনি একদিন সকলের অসাক্ষাতে—কাহাকেও কিছু না বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রামকুমারবাবু, তাহাকে পুরস্কৃত করিবার নিমিত্ত অনেক অনুসন্ধান করিলেন—সন্ধানপ্রাপ্ত হইলেন না। এই ঘটনায় পরিমলের হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার কারণ পাঠকের অনবগত নহে।

*   *   *   *   *   *

মহীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই পিতৃমাতৃহীন। অল্প বয়সেই অতি মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে পিতৃব্য ৺ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থালঙ্কারাদি চুরি করিয়া বদখেয়ালিতে যোগ দিত; তজ্জন্য মহীন্দ্রনাথ পিতৃব্যের চক্ষুশূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ ৺ঘনশ্যাম মুখোপাধায় নিতান্ত কৃপণ ছিলেন। এক দিন মহীন্দ্রনাথ তাহার পিতৃব্যের প্রায় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকার গহনা চুরি করে। তাহাতে তাহার পিতৃব্য তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু সেই চৌর্য্যবৃত্তির পর মহীন্দ্রনাথ একবারে নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পর ঢাকায় গিয়া এক বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হয়—সেই বেশ্যা কৌশলে তাহার অর্থের প্রায় সমুদয় আত্মসাৎ করে। এই সময়ে নিরমল মহীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে পতিতা হয়। তাহাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া নিজ করতলগত করিতে চেষ্টা পায়। ইতিমধ্যে পিতৃব্যের মৃত্যুসংবাদ তাহার কর্ণগোচর হইল—মহেন্দ্রনাথও তাহার পুত্রের সহিত সেই বিষয় হস্তগত করিয়া লইবার পরামর্শ স্থির করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। আসিবার কালে নিরমলকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। অবশেষে নিজ পরামর্শের অনেক অংশ সিদ্ধ করিয়া সঞ্জীববাবু কর্ত্তৃক এক কালে বিফলকাম হয়।

মাসৈক সময়ের মধ্যে শুভদিন স্থির করিয়া রামকুমারবাবু—দেবিদাসের সহিত বিমলার, গ্রামস্থ জনৈক ভদ্রসন্তানের সহিত নিরমলের বিবাহ দিলেন। পরিমলের বিবাহের সকল উদ্যোগই তিনি করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিমল কিছুতেই বিবাহে সম্মতি

দিল না। রামকুমারবাবু তৎপরে দুই এক দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, পরিমল সঞ্জীববাবুর অনুরক্তা। তিনি এক দিবস অন্তরাল হইতে পরিমলের আপন মুখ হইতে এ কথা ব্যক্ত হইতে শুনিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

প্রায় তিন মাস সময় অতীত হইল—সঞ্জীববাবুর দেখা নাই। এক দিন সন্ধ্যার পর—যখন পূর্ণিমার শশী তাঁহার শুভ্র স্নিগ্ধালোকে জগন্মণ্ডল হাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে—মৃদুমন্দ-মলয়বায়ু জ্যোৎস্নাসমুদ্রে সন্তরণ দিতেছে—প্রস্ফুটিত কুসুম সকল সমীরণ বক্ষে সৌরভরাশি ঢালিতেছে, দুলিতেছে। তখন পরিমল উদ্যানের একপ্রান্তে বসিয়া—কত কি ভাবিতেছে। ভাবিয়া, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া—আকুল হইতেছে।

এমন সময় তথায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল, পরিমলের সম্মুখীন হইবামাত্র পরিমল তাহাকে দেখিয়া চমকিতচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা কোন কথা বলিতে না পারিয়া নীরবে রহিল।

আগন্তুক পরিমলের হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন, "পরিমল, আমার পুরস্কারের কি হল ? ফাঁকি দিলে ?"

পাঠক, মহাশয়দিগের বোধ হয় আগন্তুককে চিনিতে বাকি নাই—ইনি আমাদিগের সেই সঞ্জীববাবু।

পরিমল সঞ্জীববাবুর ধরা নিজের হাতখানির উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "আপনাকে আমার মামাবাবু—কতদিন ধরে অনুসন্ধান করছেন—তিনি আপনাকে দেখে কত আনন্দিত হইবেন। এত-দিন আপনি কোথায় ছিলেন ?

স। তোমার মামাবাবুর কথা ছেড়ে দাও—তোমার কথা বল্‌ছি। তোমার প্রতিজ্ঞা কি তুমি ভুলে গেছ ? হতে পারে।

প। আমার কি আছে—যে আমি আপনাকে দিব ?

স। এখন এই কথা বল্‌বে বৈকি। কাজ শেষ হয়ে গেছে—কি না—কেমন পরিমল ?

প। আপনার উপকার আমি এ জীবনে ভুল্‌বো না।

স। তাতে আমার লাভ কি ? প্রকারান্তরে তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ—কেমন কি না ? এই তখন তুমি আমার কথায় প্রাণ অবধি দিতে চেয়েছিলে।

প। তা যদি চান্‌ত, বলুন।

স। পরিমল, তাই চাই—অন্য কিছু চাই না।

পরিমল এ কথায় বড় লজ্জিতা হইল—মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। সঞ্জীববাবু তাহার হাত এখনও ধরিয়াছিলেন, নতুবা সে নিশ্চয় পলাইত।

সঞ্জীববাবু পুনরপি কহিলেন, "চুপ করে রৈলে যে—না হয় বল আমায় আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।"

পরিমল সে কথা কানে না করিয়া অন্য কথা কহিল, "এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ?"

স। তিন মাসে কি তাঁবাদী হয়ে গেছে নাকি ?

কি লজ্জা! পরিমল ধৃত কর আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সঞ্জীববাবু কহিলেন, "পরিমল! আমি সত্য বলছি—আমি তোমার মামাবাবুর নিকট হইতে পুরস্কার নেবার জন্য আসি নাই; তোমার প্রতিজ্ঞা—তোমাকে স্মরণ করাতে এসেছি।

প। এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ?